—৪৪৪৪—

শ্রীযুত তারকচন্দ্র-চূড়ামণি

প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলার রোড,

৪৮। ৫ সঙ্খ্যক ভবনে

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

—৪৪৪৪—

সংবৎ ১৯২৬

মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

বিজ্ঞাপন।

রত্নাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এবারে অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত এবং পরিষ্কৃত করা গিয়াছে।

কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি, এই দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কিমধিক মিতি।

গোং জিলা ঢাকা।
১২৭৬। ১৫ই চৈত্র।

শ্রীতারকচন্দ্র শর্ম্মা।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত-ভাষায় যে সকল প্রাচীন নাটিকা গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে রত্নাবলী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বজন-সমাদরণীয়। কবি-প্রবর শ্রীহর্ষ-দেব রত্নাবলী প্রণয়ন করেন। এই উপাখ্যান ভাগ সেই রত্নাবলী হইতে সংকলিত হইল।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়-বিধ ভাষায় বিরচিত নাটক, ত্রোটক, নাটিকাদির ভাষান্তরে অবিকল অনুবাদ করা অথবা যথাযথ রূপে উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলন করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অতএব রত্নাবলীর এই উপাখ্যান ভাগ সংকলন বিষয়ে আমি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, একথা বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, নাটক নাটিকাদির উপাখ্যান ভাগ যে-প্রণালীতে সংকলিত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমার যতদূর সাধ্য, তাহার ত্রুটি করি নাই। যাহা হউক, এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাতে এক-একবার দৃক্‌পাত করিলেই কৃতার্থ হই।

অবশ্য-কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকার না করিলে মহাপাপ হয়, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, এই উপাখ্যান ভাগ মুদ্রিত করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, উত্তরপাড়া নগর নিবাসী সম্ভ্রান্ত জমিদার আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তথা শ্রীযুত বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয় তাহা দিয়াছেন। অধিক কি, উল্লিখিত মহাশয় দ্বয় আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ না করিলে, এই বহু-ব্যয়-সাধ্য ব্যাপারে আমি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। উক্ত নগর নিবাসী শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপাত্র পুত্র শ্রীমান্ বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়, এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিমধিক মিতি।

মোং উত্তরপাড়া।
১২৬৪। ৪ ঠা, আশ্বিন। } শ্রীতারকচন্দ্র শর্ম্মা।

রত্নাবলী।
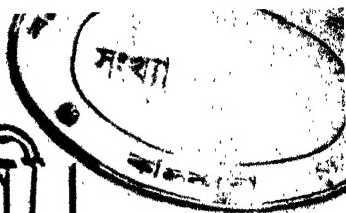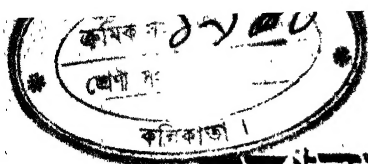
প্রথম অঙ্ক।

পুরাকালে এই ভারত-বর্ষে বৎস নামে প্রসিদ্ধ এক দেশ ছিল। তাহার রাজধানীর নাম কৌশাম্বী। বসন্ত-কালে সেই কৌশাম্বী নগরীতে একটী মহোৎসব এবং তদুপলক্ষে মহা-সমারোহ হইত। সে দিন, তথাকার কি ধনী, কি দীন, কি গৃহস্থ, কি উদাসীন সকলেই উপযুক্ত উপচার পূর্ব্বক ঘটা করিয়া প্রদ্যুম্নের পূজা করিতেন। রাজপথে গান, বাদ্য ও আবীর খেলার ভারী আমোদ-প্রমোদ চলিত। বিশেষতঃ বারাঙ্গনারা ব্রীড়াশূন্য এবং রাজপথে বাহির হইয়া, অসংকোচে কন্দর্পের দর্প সদৃশ ক্রীড়া-কৌতুক করিত।

কোন সময়ে, তথায় উদয়ন-নামা সম্রাট্ ছিলেন। একদা, তিনি পৌরগণের সেই মদন-মহোৎসব সন্দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বসন্তক-নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহচর ছিলেন। রাজা, উৎসব-যোগ্য বেশভূষা সমাধান ও বসন্তককে সমভিব্যাহারী করিয়া, প্রাসাদের উপর অধিরোহণ করিলেন। প্রিয় সহচর বসন্তকের সহিত রাজার তৎকালোচিত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, বহুধা হাস্য-পরিহাস ও বিবিধ-বিষয়ী কথোপকথন চলিতে লাগিল।

এইরূপ কৌতূহল চলিতেছে, এমন সময়ে, মদনিকা ও চূতলতিকা নাম্নী দুই দাসী অন্তঃপুর হইতে আসিয়া, বিহিত বিনয়-নম্রভাব-সম্বলিত হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! 'মহারাণী আজ্ঞা করিয়া—'

এই অর্দ্ধোক্তি করিয়াই লজ্জিত হইয়া পুনরায় বলিল, না না, মহারাজ! মহারাণী নিবেদন করিয়াছেন। রাজা আহ্লাদিত হইয়া, হাসিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মদনিকে! চূতলতিকে! অরে! মহারাণী আজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাই অতি মিষ্ট কথা। বিশেষতঃ আজিকার মদন-মহোৎসবের দিনে। অতএব বল বল, রাজ্ঞী কি আজ্ঞা করিয়াছেন?।

বসন্তক, ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়া উঠিলেন, আঃ দাসী-পুত্রি! কি এ? "মহারাজ্ঞী আজ্ঞা করিয়াছেন" এ কি কহিস্! দাসীরা পুনরায় কহিল, মহারাজ! মহারাণী নিবেদন করিয়াছেন, "আজি আমি মকরন্দোদ্যানে রক্তাশোক পাদপে ভগবান্ কুসুমায়ুধের ব্রত করিব। অতএব আর্য্যপুত্র সেখানে শুভাগমন করিলে কৃতার্থ হই।" তখন, রাজা স্মিতমুখে বসন্তককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! কি বলিব; এ যে উৎসবের উপর উৎসব উপস্থিত দেখিতেছি। বসন্তক আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তবে গা তোল, সেই খানেই যাওয়া যাউক। আমি বামণের ছেলে; সেখানে গেলে, অবশ্য আমারও কিছু স্বস্তি-বাচন মিলিবে, সন্দেহ নাই। রাজা বলিলেন, মদনিকে!—চূতলতিকে! যাও, রাজ্ঞীকে নিবেদন কর; শীঘ্রই আমি মকরন্দে উপনীত হইতেছি। দাসীরা "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া, প্রস্থান করিল।

অনন্তর, রাজা ও বসন্তক উভয়ে প্রাসাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মকরন্দে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, বসন্তক বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! দেখ-দেখ, আজি মকরন্দের কি অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছি। আরাম, আপনকার শুভাগমন হইয়াছে, বলিয়াই যেন সমাদর ও সমারোহ প্রদর্শন করিতেছে। আহা! ঐ দেখ, মলয় মারুত দ্বারা সহকার সকল, কেমন সুন্দর কম্পিত হইতেছে। তাহা হইতে বিগলিত হইয়া রেণুপটল, সমীরণ-ভরে গগনের অভ্যন্তরে

কি চমৎকার উড্ডীয়মান হইতেছে। উহাতেই বোধ হইতেছে, যেন, শূন্যে একখানি বিস্ময়কর সুদৃশ্য বিতান বিরচিত আছে। ভ্রমরাবলী ও কোকিল-কুল, নূতন মধু পান করিয়া, প্রমত্ত হইয়া, আপন-আপন অতি ললিত ও অতি মনোহর স্বরে কি সুধাময় সংগীত করিতেছে।

রাজা, চারিদিক্ অবলোকন করিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হাঁ বয়স্য! যথার্থ বটে। উদ্যানবর আজি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ বসন্তকালের বাতাস পাইয়া ভূরুহ সকল, নব প্রবাল সদৃশ কিসলয়-রাশি দ্বারা তাম্র-প্রতিভ ও মলয়ের অনিল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, বড় রমণীয় শোভা পাইতেছে। বকুল-তলে ফুলগুলি অতিশয় সুন্দর থরে-থরে পড়িয়া আছে। তাহা হইতেই ভুর-ভুর করিয়া গন্ধ নির্গম হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান হইতেছে, যেন, গণ্ডূষ-মদিরারি গন্ধ বহিতেছে। গাছে চাঁপা ফুলগুলি অতি পরিপাটী ফুটিয়া রহিয়াছে। মধু পানে মত্ত কামিনী-কুলের ঈষৎ রক্তিমাভ মুখচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে, সে শোভা, এ শোভার কাছে কোথায় আছে!। সখে! সত্য কথা, প্রত্যেক অটবীতে সদ্যোজাত মধু পান করিয়া, উন্মত্ত হইয়া, ভ্রমরাবলী ও কোকিল-কুল, যুগপৎ যে রব করিতেছে, উহাতেই বোধ হইতেছে, যেন, মহীরুহগণ সকলে একটী সভা করিয়া, গান বাদ্য রসে মগ্ন আছে। কিন্তু যখন, কেবল মধুপাবলীরি গুনগুন ধ্বনি-মাত্র শ্রুত হয়; তখন জ্ঞান হইতে থাকে, অশোকের দোহদ সম্পাদন কালে নিতম্বিনীগণের যে বিমোহন নূপুরস্বন হয়, উহারা, একতান মনে তাহাই শিখিতেছে।

বসন্তক, অবহিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, না মহারাজ! ঐ তা নয়; প্রকৃতই নূপুর-শব্দ। জান না, আমাদের আগে-আগে রাজ্ঞী অশোক-তলায় যাইতেছেন। পরিচারিণীরা,

সঙ্গে আছে। শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজা কহিলেন, হাঁ বয়স্য! যথার্থ অনুভব করিয়াছ।

এ-দিকে, রাজ্ঞী, কাঞ্চন-মালা প্রভৃতি কয়েক জন পরিচারিণী সমভিব্যাহারিণী করিয়া, মদন-ব্রত করিতে মকরন্দে প্রবেশ করিয়াছেন। রক্তবর্ণ অশোক তরুর অনতিদূরে উপনীতা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কাঞ্চনমালে! আর কত দূর আছে?। সে উত্তর করিল, ঠাকুরাণি! আর বড় দূর নয়, ঐ আগুডাল দেখা যাইতেছে। আপনি কি চিনিতে পারিতেছেন না? ঐ আপনকার মাধবী; ফুলে ঝাঁকুরিয়া রহিয়াছে। আর, ঐ মহারাজের নবমালিকা। ওর জন্যই ত তাঁর অত আড়ম্বর ও পরিশ্রম। তিনি আপনকার মাধবীকে পুষ্পবতী দেখিয়া, হঠাৎ পণ করিয়া, অকালে উহারি ফুল ফুটাইবার উদ্দেশে অহর্নিশ প্রয়াস ও কষ্ট পাইতেছেন। শুনিয়া, রাজ্ঞী মনে মনে পরিতুষ্টা হইলেন এবং কহিলেন, কাঞ্চনমালে! ও অনুকূল কলহ! দুঃখাবহ নয়। তুমি কি জান না, উহাই পতিজীবিতাদের সৌভাগ্য-লক্ষণ, সন্দেহ নাই। তা, এইক্ষণে চল, যাই, আর্য্যপুত্রকে লইয়া মনের সুখে ব্রত সমাধান করি। এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে অশোকতলে উপনীত হইলেন।

রাজ্ঞীর সাগরিকা নামে এক সহচরী ছিলেন। তিনি ঐ সহচরীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রিয় সহচরী সাগরিকা, সাতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। এমন কি? তাঁহাকে দেখিলে, একান্ত শান্ত-রসাস্পদ মুনি-জনেরও মন বিকৃত ও বিচলিত হয়। এই আশঙ্কায় রাজ্ঞী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন। রাজার দৃষ্টিপথ স্পর্শও করিতে দিতেন না। সুতরাং রাণীর সেই গূঢ় অভিসন্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া, সাগরিকা কেবল একটী অন্তঃপুর-পোষিতা সারিকার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিরতা থাকিতেন। রাজ্ঞীর সুসঙ্গতা নামে এক পরিচারিণী ছিল। সে সাগরিকাকে অত্যন্ত

ভাল বাসিত। সাগরিকাও তাহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন ও ভাল বাসিতেন। এই নিমিত্ত, ঐ দুজনে পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব, প্রণয় ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

অতএব, সুসঙ্গতা, যখন, ফুলের ডালা লইয়া, রাজ্ঞীর সঙ্গে মকরন্দে যায়; সাগরিকা নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে সেই পুষ্প-পাত্র গ্রহণ ও স্বহস্তস্থিত পিঞ্জর সহ সারিকা তদীয় হস্তে উপন্যস্ত করেন এবং তাহাকে সারিকান্তঃপুরে রাখিয়া, তাহার প্রতিশীর্ষা হইয়া রাজ্ঞীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ প্রস্থিতা হন। পরিচারিণীরা রাণীর অভিসন্ধি ঘুণাক্ষরে জানিত না। সুতরাং তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করে নাই। সুসঙ্গতাও অসম্মতা হয় নাই। এইক্ষণে অশোক-তলে উপনীতা হইয়া, রাজ্ঞী, যখন সখীদের উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, সমস্ত আয়োজন সজ্জিত কর; আর্য্যপুত্র শুভাগত হইলেই ব্রত আরম্ভ করিব; তখন, সাগরিকা সহসা তদীয় সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন এবং এই সজ্জিত পুষ্পপাত্র আনিয়াছি; বলিয়া, তাহা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

রাজ্ঞী, কিয়ৎক্ষণ সাগরিকার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! সংসারে ভাল মন্দ পাঁচ প্রকারের পাঁচটা পরিজন লইয়া চলা কি ভয়ঙ্কর কাজ! এ, যাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িবে, ভয়ে, আমি সর্ব্বদা সাবধান ও সতর্ক আছি; আজি, একবারে তাঁহারি চক্ষুর উপর পড়িল! এখন কি উপায় করি। এইরূপে মনে মনে উপায় কল্পনা করিয়া, অবশেষে, প্রকাশে সরোষে কহিলেন, সখি সাগরিকে! তুমি কেমন মেয়ে? আজি আমার সব পরিচারিণীরা উৎসবে মাতিয়াছে; তুমিও কি সময় পাইয়াছ। এমন সু-পার্ব্বণের দিনে আমার সাধের সারিকায় কোথায় ফেলিয়া এখানে আসিলে। অতএব, যাও যাও; এখনি অন্তঃপুরে গিয়া, না জানি, এতক্ষণ তার কি দশাই ঘটিল, দেখ।

এইরূপে প্রিয়সখী সাগরিকাকে বিদায় করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্তা হইয়া, রাণী, পরিচারিণী কাঞ্চনমালায় কহিলেন, কাঞ্চনমালে! অশোকমূলে ভগবানের প্রতিষ্ঠা কর। সে "যে আজ্ঞা মহারাণি!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা এবং পূজার আর আর সমুদায় আয়োজন সম্পাদিত করিল।

সাগরিকা, অগত্যা তথা হইতে বিদায় হইলেন, সত্য। কিন্তু কয়েক পা মাত্র চলিয়া গিয়া মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, সারিকা ত আমি প্রিয়সখী সুসঙ্গতার হাতে রাখিয়া আসিয়াছি; তার কোন ভাবনা নাই। এ-দিকে, এ সকল দেখিতেও আমার বড় সাধ হইতেছে। আমাদের বাপের বাড়ী অন্তঃপুরে যেমন অনঙ্গব্রত হয়, এখানেও তেমনি কি অন্য কোন প্রকার? অতএব লুকিয়া দেখি। আর, যখন পূজার সময় হইবে; রাণী, পূজা করিবেন। আমিও এখান হইতে ভগবানের যথাশক্তি পূজা করিব। ততক্ষণ ফুল তুলি। ইহা স্থির করিয়া, সিন্ধুবার বিটপির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া, প্রযত্ন সহকারে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন।

বসন্তক কহিলেন, মহারাজ! নূপুর-স্বন এক-কালে বিশ্রান্ত হইল। বোধ হয়, দেবী, অশোক-তলে উপনীতা হইলেন। অতএব, এস এস, আমরাও সত্বর যাইয়া তাঁহার সমীপস্থ হই।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহারা তথায় উপনীত হইলে, রাজ্ঞী হর্ষপ্রফুল্ল লোচনে গদ্‌গদ বচনে বসিতে যথাযোগ্য আসন দিলেন এবং বহুমত ও প্রীত হইয়া, যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সমাদর করিয়া রাজপার্শ্ববর্ত্তিনী সনাথা হইয়া, মদন-ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রত সমাধান হইলে, কাঞ্চনমালা কহিল, ঠাকুরাণি! ভগবানের অর্চ্চনা ত সমাপ্ত হইল। অতঃপর স্বামিপূজা করিতে আজ্ঞা হয়। তিনি কহিলেন, হাঁ আর্য্যপুত্রের যোগ্য পুষ্প ও চন্দন দাও এবং আর আর সমস্ত আয়োজন আন। সে, তাহা সমীপস্থ

করিয়া দিলে, তিনি, পরিতৃপ্ত মনে ও প্রসন্ন বদনে স্বামিপূজা করিতে লাগিলেন।

সাগরিকা, পুষ্প প্রস্তুত করিয়া, অতি সতর্কতা সহকারে সিন্দুবার বিটপির অন্তরাল হইতে দেখিলেন, রাণীর পূজা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন, মহা-দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়-হায়! ভাল ভাল ফুল তুলিবার লোভে বিলম্ব করিয়া, আমি, কি কুকাজ করিয়াছি। এতক্ষণ দেখি নাই?। অনন্তর রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রান্ত হইয়া, পুনরায় মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! ইনি যে অপূর্ব্ব কন্দর্প! আমাদের বাপের বাড়ী অন্তঃপুরে যে কন্দর্পের পূজা হয়, তিনি চিত্রিত। এখানকার ইনি যে প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখি। মরি-মরি! এমন মনোহর মূর্ত্তিমান কন্দর্প ত আর কখন দেখি নাই। যা হউক, আর সময় নাই। এই বেলা, ভগবানের যথাশক্তি পূজা করি। এই বলিয়া, পুষ্প প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে বিলক্ষণ ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং গললগ্নীকৃতবসনা হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,

হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমাকে নমস্কার করি। হে কৃপাকর! কৃপা কর। আমার এই দৃষ্টি যেন শুভদৃষ্টি হয়! জন্মিয়া নয়নে যা দেখিবার, দেখিলাম। হে দয়াকর! দয়া কর।—ঠাকুর! আমি অতি হতভাগিনী ও চিরদুঃখিনী। অতএব, বারংবার এই ভিক্ষা চাই, আমার এই সন্দর্শন যেন সফল হয়। ইহা কহিয়া, বিলক্ষন ভক্তিভাব সহকারে গলায় অঞ্চল দিয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া, প্রণিপাত করিলেন। উঠিয়া, পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন। আহা! যত দেখি, ততই দেখিতে বাসনা হয়। দেখিয়া, দুইটী চক্ষুঃ কোনরূপে পরিতৃপ্ত হইতেছে না। যাহা হউক, এখনও আমায় কেউ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কি জানি, হঠাৎ কে

দেখিয়া ফেলিবে। সে বড় লাঞ্ছনা ও বিষম গঞ্জনা! অতএব এই বেলা পলায়ন করি। এই বলিয়া, চকিতা ও ভীতা হইয়া, স্বস্থান-অভিমুখে প্রস্থান আরম্ভ করিলেন।

রাজ্ঞীর পূজা সমাপন হইলে, রাজা, প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, সাতিশয় সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রেয়সি! অধিক কি কহিব, তুমি এই সংসারের ললাম-ভূতা। তোমার শরীর, শিরীশ কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল। মধ্য, কেশরির মধ্যকেও তিরস্কার করিতেছে।—সুন্দরি! এই সকল অসামান্য রূপ-লাবণ্য দ্বারা জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তুমি আজি মকরকেতুর পার্শ্ববর্ত্তিনী চাপযষ্টি ন্যায় যথেষ্ট শোভা পাইতেছ। আর, তুমি এইমাত্র পবিত্র ফলগু-স্নান ও গাত্র-মার্জ্জন করিয়াছ; তায় আবার শোভা-নিধান কুসুম-রঙ্গের সাড়ীখানি পরিধান! অতএব আজি নূতন প্রবাল বৃক্ষের লতা তোমার নিকট হারি মানিয়াছে। আজি, অশোক তরুরও অনুপম শোভা দেখিতেছি। হে লাবণ্য-রাশি! তোমার হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া তরুবরের অনির্ব্বচনীয় কান্তি হইয়াছে। তোমার হাত? ও, ভ, এখন আর তোমার হাত নয়; পাদপ-রাজের এক থোপা কিসলয় ফুটিয়াছে! বরাঙ্গিনি! হতভাগ্য অনঙ্গ, আজি "হায়! আমার অঙ্গ নাই,—হায়! আমার অঙ্গ নাই" বলিয়া, কত আত্ম-নিন্দা ও ধিক্কার করিবেন, তাহার সংখ্যা ও সংশয় নাই। যেহেতু, এমন সুযোগেও তোমার অনুপম স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে বঞ্চিত হইলেন।

কাঞ্চনমালা বসন্তককে সম্বোধন করিয়া কহিল, আর্য্য! আসুন; ঠাকুরাণীর নিকটে শুভাগমন করিয়া আপনিও যৎকিঞ্চিৎ স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন। তিনি রাণীর নিকটস্থ হইলেন, রাজ্ঞী বিলেপন, কুসুম ও আভরণ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া "আর্য্য! অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়" বলিয়া অতিশয়

আগ্রহ সহকারে তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলেন। বসন্তকও আনন্দিত হইয়া "স্বস্তি ভবতৈ" বলিয়া, তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই-প্রকার মহোৎসব চলিতেছে, এমন সময়ে, বৈতালিক, রাজাকে সম্বোধন করিয়া নিবেদিল, মহারাজ! সন্ধ্যা উপস্থিত। সায়ং-কার্য্যের সময় আগত-প্রায়; ঐ দেখুন, ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় তেজোরাশি অস্তাচল চূড়ায় রাখিয়া, নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, চলিয়া গেলেন। অতএব সায়ং সমুপস্থিত দেখিয়া, পাদ-পদ্মোপজীবী রাজমণ্ডল, দশদিগ্বিশোভন নিশানাথ সদৃশ মহারাজ উদয়নের পাদপদ্ম বন্দনা করিতে আসিয়া, সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান আছেন।

সাগরিকা, যাইতে যাইতে বৈতালিক-মুখে তাঁহার "উদয়ন" নাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া, সহসা মুখ ফিরাইলেন এবং হরিণ-বদনে সস্পৃহ মনে ও সতৃষ্ণ নয়নে পুনরায় সন্দর্শন করিয়া, মনে-মনে কহিতে লাগিলেন, ইনিই রাজা উদয়ন?। হায়! ইহাঁয় দেখিয়াও আজি আমার দাসীবৃত্তি সফলা হইল। অনন্তর, অনির্ব্বচনীয় রসোদয়ে অধীরা হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হা পোড়া কপাল! প্রিয়তমকে ক্ষাণিক দেখিতেও পাইলাম না" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে, অগত্যা গিয়া, স্বস্থানে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাজা, রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়াছে; আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত থাকিয়া, আমরা তাহা লক্ষ্যও করি নাই। ঐ দেখ-দেখ, যেমন রমণীগণ পাণ্ডুবর্ণ মুখ দ্বারা স্বীয় হৃদয়-নিহিত প্রিয় জনকে প্রকাশিত করে; সেইরূপ প্রাচী, উদয়গিরি-তটান্তরিত নিশানাথ প্রকাশ করিতেছে। অতএব চল-চল, এইক্ষণে ত্বরায় গৃহপ্রবেশ করা যাউক।

তদনন্তর, সকলে স্ব-স্ব স্থান-অভিমুখে প্রস্থান আরম্ভ করিলে,

রাজা পুনরায় বলিলেন "সুন্দরি! ঐ দেখ-দেখ, সন্ধ্যার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা!।—হে সরোজাননে! তোমার বদন সরোজের অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া, সরোবরে সরোজ সকল, লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতেছে। আর, তোমার পরিবার অঙ্গনা-গণের সুমধুর মঙ্গলময়ী সংগীত-পরম্পরা শ্রবণ-গোচর করিয়া, ভৃঙ্গাঙ্গনারাও লজ্জিত হইয়া, আস্তে-আস্তে গিয়া, কুসুমোদরে লুকাইতেছে।" বলিতে-বলিতে যাইয়া, সস্ত্রীক ধর্ম্মালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। পরিচারিণীরাও সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রবিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—৪৪৪৪—

রাজা উদয়ন নয়নের অন্তরালবর্ত্তী হইলে, সাগরিকা আর নিমেষ-মাত্র সুস্থির থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদা সেই মোহন-মূর্ত্তি দেখিতে তাঁহার বাসনা হয়। কিন্তু রাজ্ঞীর সাবধানতা ও সতর্কতায় তদীয় মনোরথ সিদ্ধির কোন উপায় ছিল না। সুতরাং আহার, নিদ্রা, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সমুদায় নিত্য-কার্য্যও তাঁহার কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি মনের কথা কাহাকে বলিতেও পারেন না; অথচ মনে-মনে বিষম বিরহ-দহনে দিবানিশি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অধিক কি? প্রিয়-সখী সুসংগতার নিকটেও এ ভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা-বোধ করেন। অতএব, যখন, নিতান্ত বিহ্বলা ও একান্ত কাতরা হন; প্রিয়-সখী সুসংগতার হাতে সারিকা রাখিয়া, একান্তে গিয়া, একখান ফলকে রাজার প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া, অগত্যা কথঞ্চিৎ বিরহ-বেদনার শান্তি ও চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন।

একদা, তিনি, নিতান্ত অধীরা হইয়া, মকরন্দবর্ত্তী কদলীগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাদৃশ উপায়ে প্রবৃত্তা হইলেন। গাঢ়তর বিরহ-বিকারের অপনোদন ও চিত্ত-বিনোদনে সে দিন তাঁহার সমধিক বিলম্ব হইতে লাগিল। অতএব, সুসংগতা, অনেক-ক্ষণ তাঁহাকে না দেখিয়া, উৎকণ্ঠিতা হইল এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দেখা পাইল না।

এই সময়ে, রাণীর আর এক পরিচারিণী নিপুণিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহাকে জিজ্ঞাসিল, সখি নিপুণিকে! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? এত বিস্মিত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, আসিতেছ কেন? । সে উত্তর করিল, সখি! সে বড় রহস্যের কথা; তুমি আমার এই বিস্ময় ও ব্যস্ততার কারণ শুনিবে?—রাজধানীতে শ্রীপর্ব্বত হইতে শ্রীখণ্ড-

দাস-নামা এক অবধূত আসিয়াছেন। রাজা, তাঁহার নিকট এক অতি আশ্চর্য্য দোহদ শিখিয়াছেন। তদ্দ্বারা, আজি, তাঁহার নব মালিকায় অকাল-পুষ্পে শোভিত করিবেন। এই সংবাদ জানিতে রাণী আমায় পাঠাইয়া ছিলেন। জানিয়া, অন্তঃপুরে যাইতেছি। তুমি কোথায় যাইতেছ?। সুসংগতা বলিল, সাগরিকার অন্বেষণ করিতে। নিপুণিকা কহিল, আমি তাঁহারে কদলীগৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি। হাতে একটা বর্ত্তিকা ও একখান চিত্র-ফলক আছে। অতএব, সখি! তুমি সেইখানেই যাও; তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। বড় ব্যস্ত আছি; এখন আমিও রাণীর নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, চলিয়া গেল। সুসংগতাও কদলীকুঞ্জ-অভিমুখে চলিল।

সাগরিকা, কদলীগৃহে প্রবিষ্টা, বিরহ-বিধুরা, স্মরশরে জর্জ্জরিতাঙ্গী ও গলদশ্রু-লোচনা হইয়া, চিত্র-ফলক হস্তে করিয়া, মনে-মনে বলিতে লাগিলেন, হে হৃদয়! ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর। এত আকুল হইলে কি হইবে? বল। এ, তোমার ভ্রম ও বিফল শ্রম। তুমি কি জান না, দুরাশা, কোথায় ফলবতী হয়। সে, কেবল অশেষ ক্লেশ দিতে থাকে, এইমাত্র। আর, দেখ, যে ব্যক্তি একবার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতেই তোমার সন্তাপ ও অনুতাপ এত বাড়িতেছে; পুনর্ব্বার তুমি তাহারে দেখিতে বাসনা কর; এ, তোমার আশ্চর্য্য মূঢ়তা!। অয়ি নৃশংস হৃদয়! তুমি জন্মাবধি সহ-সম্বর্দ্ধিত এই অনাথা অবলাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিয়া, দৃষ্টিমাত্রে পরিচিত এক অপর ব্যক্তির অনুগত হইতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হয় না? অথবা তোমার দোষ কি? তুমি দুর্দ্দান্ত অনঙ্গের বারংবার শরাঘাত জ্বালায় পলাইতেছ। অতএব, এই-স্থলে পোড়া অনঙ্গই তিরস্কার-ভূমি!।

হে কুসুমায়ুধ! তুমি নিখিল সুরাসুর বিজয়ী হইয়াও কি এই অতি-অকিঞ্চিৎকারী যৎসামান্য অবলা-জনকে প্রহার করিতে লজ্জিত হইতেছ না? অথবা তোমার দোষ নাই; তুমি নিজে অনঙ্গ।

আঁর, আমিও অতি মন্দভাগিনী ; না হইলে, কেন আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিবে ? বল। ফলতঃ যখন এই বিষময় কারণের সংঘটনা হইয়াছে ; তখন, এ দুর্ভাগিনীর মরণ উপস্থিত, সংশয় নাই।

সে যাহা হউক, যতক্ষণ এখানে কেউ না আসে, সেই অভিমত চিত্ত-চোরকে চিত্রিত করিয়া, নয়ন যুগল চরিতার্থ ও জীবন সার্থক করি। অবশেষে, যাহা ঘটে, ঘটিবে!। ইহাই স্থির করিয়া, অতি সুস্থির হইয়া, একতান মনে চিত্র-আরম্ভ করিলেন এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে-মনে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, অত্যন্ত সাধ্বস প্রযুক্ত যদ্যপিও আমার অগ্রহস্ত অতিশয় কম্পিত হইতেছে ; তথাপি কি করি ; তাঁর দর্শন পাইবার আর উপায় নাই ; অতএব যেমন পারি, তেমন করিয়াই লিখিয়া, কথঞ্চিৎ মনের প্রবোধ সম্পাদনা করি। এই বলিয়া, অধোমুখে গুরুতর অনুরাগ ও প্রযত্ন সহকারে চিত্র করিতে লাগিলেন।

সুসংগতা, কদলীকুঞ্জে উপনীতা হইয়া দেখিল, সাগরিকা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় সুস্থিরা ও অনন্য-মনস্কা হইয়া, কি লিখিতেছেন। এমন অনন্য-মনস্কা ? যে, সম্মুখবর্ত্তিনী তাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। অতএব, সে, যথেষ্ট কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া, আস্তে-আস্তে গিয়া, তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইল এবং চিত্র-ফলকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিস্মিত হইয়া, মনে-মনে বলিতে লাগিল, ইনি যে মহারাজ! সাধু সাগরিকে! সাধু! তুমিই সত্য রমণী-বেশে ধরা-প্রদেশে আসিয়াছ। ধন্য! তোমারি জন্ম সার্থক!। অথবা না হইবে কেন ? কমলাকর পরিত্যাগ করিয়া, রাজহংসী, কি, কন্টক-কাননে ক্রীড়া করে ?।

চিত্র প্রস্তুত করিতে-করিতে সাগরিকার বিরহ-সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার দুইটী চক্ষুঃ বাষ্প-সলিলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন, তিনি বর্ত্তিকা ও চিত্র-ফলক রাখিয়া মনে-মনে কহিতে লাগিলেন, হায়-হায়! এত করিয়া, প্রিয়তমের চিত্র প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু

কি দুর্ভাগ্য! নিরন্তর বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল; দুটী চক্ষুঃ কলুষিত রহিল: ভাল করিয়া দেখিতেও পাইলাম না। ইহা কহিয়া, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া, দুই হস্তে যেমন চক্ষুঃ মার্জ্জনা করিবেন, অমনি পশ্চাতে সুসংগতাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, তাড়াতাড়ি উত্তরীয় বসনে ফলক প্রচ্ছাদন করিতে-করিতে কৃত্রিম-স্মিত-বদনে কহিলেন, কেয়! প্রিয়-সখী সুসংগতা?—সখি! এস-এস; উপবেশন কর। এই বলিয়া, আসন প্রদর্শন করিলেন। সুসংগতা উপবেশন করিল এবং কৌশল-ক্রমে ফলক-খানি লইয়া, বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়া, জিজ্ঞাসিল, সখি! এ কার ছবি?। সাগরিকা উত্তর করিলেন, মদন-মহোৎসব উপস্থিত; অতএব ভগবান অনঙ্গের। সুসংগতা, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, আহা! প্রিয়-সখি! তুমি উত্তম আলেখ্য রচনা শিখিয়াছ। বেশ হইয়াছে!। কিন্তু ছবিখানি শূন্য দেখাইতেছে; সম্পূর্ণ হয় নাই। অতএব, আমায় একবার বর্ত্তিকা দাও। রতি-পতি রতি-সনাথ হইলেই ছবিখানি বড় ভাল দেখাইবে, সংশয় নাই। তদনন্তর, তদীয় হস্ত হইতে বর্ত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক লিখিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহার লেখা সাঙ্গ হইলে, সাগরিকা দেখিয়া কৃত্রিম রোষ-পরবশ হইলেন এবং কহিলেন, সখি! তুমি আমায় কেন লিখিলে?। সুসংগতা হাস্য-পরিপূর্ণ-বদনে কহিল, হে অন্যথা-সম্ভাবিনি! অকারণ কেন রাগ কর?। তুমি যেমন কামদেব লিখিয়াছ, আমিও তেমনি রতি লিখিয়াছি। অথবা, তবে, ভাই! আর বৃথা ও সব কথায় কাজ নাই। বল, এখন, আমি, তোমার সবিশেষ সকল অভিসন্ধি শুনিতে চাই। সাগরিকা, প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তরা ও লজ্জা-নম্রমুখী হইয়া, রহিলেন এবং মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, প্রিয়-সখী ত সকলি টের পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিম্বা ইহার কাছে প্রকাশ করাও ভাল। অনন্তর, অধোমুখে বলি-

লেন, সখি! আমার বড় লজ্জা হইতেছে। দেখো, সখি! যেন আর কেউ না শুনে। সুসংগতা কহিল, না, সখি! তার ভাবনা নাই। প্রিয়-সখি! লজ্জা কি? জান না, মহানদী, সাগর পরিত্যাগ করিয়া কি পল্বলে প্রবেশ করিয়া থাকে?—না, সৌদামিনী, বিয়ত্তের কোলে লুকাইতে লজ্জা পায়?। তুমি, এমন কন্যা-রত্ন, ইনি বিনা তোমার অনুরূপ বর, এই ভূমণ্ডলে আর কে সম্ভবিতে পারে? বল। ইহা কহিয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পুনরায় কহিল, সখি! ও, ত, ভালই হইয়াছে। কিন্তু আমার আর ভাবনা উপস্থিত? তোমার হাতের বলয়, কাল সর্প হইয়া, তোমারেই দংশন না করে! পোড়া সারিকা, সঙ্গে আছে। জানই ত; এ, যে, মেধাবিনী; ভয় হয়। দেখ, শেষে, এই বা কি বিভ্রাট ঘটায়!।• সাগরিকা "প্রিয়-সখি! ওরি উপর ত আমারও অধিক সন্দেহ!" এই বলিয়া, বিষম বিষম-শরদশা-গ্রস্ত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন।

সুসংগতা, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, সাগরিকার হৃদয়ে হস্ত প্রদান-পূর্ব্বক "প্রিয়-সখি! ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর। "আমি শীঘ্র গিয়া, এই দীঘি হইতে পদ্ম পত্র ও মৃণাল আনি" এই-মাত্র বলিয়া, অতি দ্রুতগতি দীর্ঘিকাভিমুখে চলিল এবং ত্বরায় তথা হইতে তাহা আনিয়া, নলিনী-পত্রে শয্যা ও মৃণালে বলয় প্রস্তুত করিয়া, দিয়া, তাঁহার বিষম বিরহ-সন্তাপের অপনয়ন করিতে লাগিল। সাগরিকা, কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়া বলিলেন, সখি! না-না, ও সকলে আমার আর কাজ নাই। নলিনী-পত্রের শয্যা ও মৃণালের বলয় ফেলিয়া দাও। তুমি কেন বৃথা শ্রম কর। প্রিয়-সখি! বলিব কি? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি নিতান্ত পরাধীনা; প্রাণান্তেও যাঁহায় পাইবার আশা নাই; তাঁহারি উপর আমার অনুরাগ। সুতরাং এ অনুরাগ আমার মরণের কারণ, সংশয় নাই। অতএব, এখন, আমি, মলেই বাঁচি!!।

কদলী-নিকুঞ্জ কাননে এইরূপ ঘোরতর বিরহ ব্যাপার চলিতেছে, এমন সময়ে, রাজধানীতে হঠাৎ ভারী কলরব উঠিল। রাজার মন্দুরাতে একটা পোষিত বানর ছিল; সে স্বর্ণ শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ছুটিয়াছে। বানরটা অত্যন্ত দুরন্ত; এই আতঙ্কে ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া, পৌরজন সব, এক-কালে হৈ-হৈ রব করিয়া উঠিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চকিত; কে কোথায় পলাইতেছে, ঠিকানা নাই। বানর, অশ্বপাল হইতে তাড়া পাইয়া, আধখানা শিখল গলায় করিয়া, দ্বার সকল অতিক্রমণ পূর্ব্বক ভয়ে ক্রমে-ক্রমে রাজবাটীর দিকেই দৌড়িতেছে। তাহার চারি পায়ে কিঙ্কিণী-চক্র ঝুন্ ঝুন্ শব্দ করিতেছে। রাজধানীতে সর্ব্ব-প্রকার মনুষ্যই থাকে। ক্লীব, বামন, কুব্জ, কিরাত-প্রভৃতি সকলেই অতিশয় ভীত ও আত্ম-রক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছে। ক্লীবেরা, মনুষ্যের মধ্যে গণ্যই নয়; সুতরাং লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক এককালে উলঙ্গ ও সংকোচ-শূন্য হইয়াই দৌড়িতেছে। বামনেরা, কঞ্চুকিদের কঞ্চুক-মধ্যে গিয়া লুকাইতেছে। দুর্ব্বৃত্ত বানর, পাছে দেখিতে পায়, এই ভয়ে, কুব্জেরাও সোজা হইয়া দৌড়িতেছে না; আস্তে-আস্তে গুড়িমেরে-গুড়িমেরে পলাইতেছে। কিরাতেরা, পলাইয়া, একবারে নগর-প্রান্তে যাইয়া, স্বনামের অন্বর্থ সংঘটনা করিতেছে।

সুসঙ্গতা, সেই কোলাহল শ্রবণ করিয়া, শশব্যস্ত হইল এবং সাগরিকাকে কহিল, সখি! উঠ-উঠ, চল-চল; আমরা পালাইয়া যাই। মন্দুরার বানর, শিখল ছিঁড়িয়া ছুটিয়াছে!। দেখ কি? দুরন্ত বানর, ঐ এই দিকেই দৌড়িয়া আসিতেছে!। তিনি সচকিত ও সশঙ্কিত হইয়া, কহিয়া উঠিলেন, কি উপায়?। সুসংগতা বলিল, এস-এস; ঐ তমাল তরুর অন্তরালে লুকিয়া থাকি। ও, চলিয়া যাউক। উভয়ে, লুক্কায়িত হইলেন।

তখন, সাগরিকা কহিলেন, আঃ! কি হইল! চিত্র-ফলক

ফেলিয়া আসিয়াছ; পাছে কেউ দেখে। সুসঙ্গতা বলিল, আর চিত্র-ফলক; তায় বরং পার ছিল। ঐ দেখ, দুরন্ত বানরটা খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সারিকাও ঐ উড়িয়া যাইতেছে। ও, ত, এমন নয়; এখনি প্রমাদ ঘটাইবে। সখি! দেখ, কি? বানর চলিয়া গেছে; আর ভয় নাই। এস-এস; এখন, আমরাও পাখির সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ি। আগে, পাখী ধরি; পরে, ফলক সাবধান করিব। সাগরিকা কহিলেন, ভাই, চল চল। উভয়ে, সভয়ে সারিকার অনুসার করিলেন।

ওদিকে, রাজার নব মালিকা, সন্ন্যাসি-দত্ত ঔষধ প্রভাবে অকাল-পুষ্পে আমূল শোভিত হইয়াছে। রাজা, কৌতুহল-পরতন্ত্র ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তাহা দেখিবার নিমিত্ত মকরন্দে প্রবেশ করিয়াছেন। বসন্তকও ঐ সংবাদ শুনিয়া মহা-আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং হাঃ-হাঃ শব্দে হাসিতে-হাসিতে ও অনবরত কেবল “ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ” এই বিস্ময়-শব্দ নির্গত করিতে করিতে রাজ-সাক্ষাৎকারে আসিতেছেন।

সাগরিকা কিয়দ্দূর হইতে তদীয় অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সমধিক ভীত ও চকিত হইয়া উঠিলেন এবং সুসংগতাকে কহিলেন, সখি! চল-চল; পুনরায় এখান হইতেও শীঘ্র পলাই। ঐ দুষ্ট বানরটা আবার এদিকে আসিতেছে। সুসঙ্গতা অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য-মুখে কহিল, ও কি সখি! তুমি একবারে পাগল হইয়া উঠিলে না কি? উনি কি তোমার বানর? জান না, রাজার প্রিয় সখা আর্য্য বসন্তক আসিতেছেন। সাগরিকা, বসন্তকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন, সুসঙ্গতা বলিল, প্রিয়-সখি! চল-চল, চাহিয়া রহিলে যে? ঐ দেখ, পাখী কত-দূর উড়িয়া গেল। এই বলিয়া, অতি-সত্বর চলিল। সাগরিকাও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলেন।

মকরন্দে প্রবিষ্ট হইয়া, বসন্তক, আনন্দ-গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, সাধু রে শ্রীখণ্ড-দাস সন্ন্যাসি! তোর জন্ম সার্থক এবং ধন্য তোর দোহদ! স্পর্শ-মাত্র চমৎকার গুণ করিয়াছে!। রাজ্ঞী হারিয়াছেন!। রাজার নব মালিকা, প্রস্ফুটিত-পুষ্প-মুখে তাঁহার মাধবীকে উপহাস করিতেছে!। অতএব, যাই যাই; এইক্ষণে প্রিয়-সখার সঙ্গে দেখা করি।

রাজা, আহ্লাদিত ও নব মালিকার সন্নিহিত হইয়া, মনে-মনে কহিতেছেন, আজি, আমি, আমার পুষ্পবতী নব মালিকায় আলিঙ্গন করিয়া, রাণীরে রাগাইব। তিনি একে ত পণে হারিলেন; তায় আবার, তাহা দেখিলে, অসহ্য সপত্নী-সন্তাপ পাইবেন, সন্দেহ নাই। ইত্যবসরে, বসন্তক, আসিয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং "মহারাজের জয় হউক,—মহারাজ! তুমি জয়ী হইয়াছ!" বলিয়া, মহা-আড়ম্বর পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, বয়স্য! দোহদ স্পর্শ-মাত্র আমাদের নব মালিকা, এই অকালে পুষ্পরাশিতে মূল-অবধি অগ্রভাগ-পর্য্যন্ত বিভূ-ষিত হইয়াছে এবং প্রস্ফুটিত-পুষ্প-মুখে মহারাণীর মাধবীকে উপ-হাস করিতেছে!।

শুনিয়া, যার পর নাই, সন্তুষ্ট হইয়া, রাজা, কহিলেন, সখে! তার সন্দেহ কি? মণি, মন্ত্র ও মহোষধির যে কত গুণ? কে, বলিতে পারে। দেখ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কালে তদীয় প্রভাবে কিরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সকল হইয়া গিয়াছে। তুমুল সংগ্রাম সময়ে ভগবান বাসুদেবের কণ্ঠে মণি দেখিয়া, অরাতি-কুল কোথায় গেল। সাক্ষাৎ কৃতান্ত বিষধরের দশন-দষ্ট হইয়াও জীব-জন্তু সকল, মন্ত্রবলে ধরাধাম পরি-ত্যাগ করে না। আর, অতি ভীষণ রাক্ষস-রণে মেঘনাদের হাতে লক্ষ্মণ বীর আহত হইয়াছিলেন এবং শ্রীরাম-সৈন্য বানর-যূথও আহত হইয়াছিল; গুণনিধি মহোষধির আঘ্রাণ-মাত্র অবলীলা-ক্রমে সে সক-লেরি পুনরায় প্রাণ-লাভ হইয়াছে। এইক্ষণে চল-চল; কুসুমিতা নব-

শালিকায় দেখিয়া, চক্ষুঃ ধারণ ও পরিশ্রমের ফল-লাভ করি। অত্যন্ত আগ্রহ-পরতন্ত্র হইয়া, উভয়ে, তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া, বসন্তক, চকিত ও ভীত হইয়া, সহসা ফিরিয়া পড়িলেন এবং রাজাকে ধরিয়া, কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন, বয়স্য! পলাও, পলাও। রাজা কহিলেন, এ আবার কি?। বসন্তক বলিলেন, ভূত! ভূত!। রাজা কহিলেন, দূর মূর্খ! এখানে, ভূত কি?। বসন্তক বলিলেন, এই বকুল-গাছে একটা ভূত আছে!। স্পষ্ট কথা কহিতেছে। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না কর, স্বকর্ণে শুন। রাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও অবহিত হইয়া, শুনিতে এবং মনে-মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীজাতির স্বভাবতঃ যেমন মিষ্ট-মিষ্ট কথাগুলি, শরীর লঘু হইলে, যেমন ছোট-ছোট রবগুলি নির্গত হয়; এ, সেইরূপ মিষ্ট-মিষ্ট ও ছোট-ছোট বলিতেছে। অতএব, আমার বোধ হয়, সারিকা হইবে। অনন্তর, বকুল বৃক্ষে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চারণ এবং অন্বেষণ করিয়া, দেখিয়া, কহিলেন, হাঁ সারিকাই ত।

তখন, বসন্তক, রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া, যথাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, সত্য-সত্যই সারিকা হইল না কি? রাজা হাস্য-মুখে কহিলেন, হাঁ ভাই। বসন্তক বলিতে লাগিলেন, আঃ!—রাম-রাম! বয়স্য! তুমি বড় ভয়াতুর। সারিকা দেখিয়া ভূত বল ও ভয় পাও। রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অরে মূর্খ! আত্মকৃত দোষ অন্যে আরোপিত করিয়া শুচি হইতে চাস্?। বসন্তক অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া, পুনরায় বলিলেন, তুমি মনে করিয়াছ, আমি ভয় পাইয়াছি। তবে, আর আমারে নিবারণ করিও না। এই বলিয়া, যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক “আঃ দাসী-পুত্রি সারিকে! তুইও কি ভাবিয়াছিস্, বামনেরা ভূত দেখিয়া ভয় পায়? অতএব দেখিতেছিস্? আমার এই যে যষ্টি, খলের মনঃ যেমন বাঁকা, এও তেমনি; জানিস্? আমি ইহা প্রহার দ্বারা কথবেল ন্যায় তোকে ঐ বকুল

গাছ হইতে পাড়িব!” । ইহা কহিয়া, যথেষ্ট আস্ফালন পূর্ব্বক সেই বকুল বৃক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া “হাঁ হাঁ!—তাড়াইও না, তাড়াইও না;—শুন শুন, সারিকাটী কি একটী ভাল কথা বলিতেছে।” বলিয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং একাগ্র মনে শুনিতে লাগিলেন।

বসন্তক ক্ষণ-কাল নীরব থাকিয়া, পুনর্ব্বার বলিলেন, সখে! সারিকা আর কি বলিবে? ও, ইহাই বলিতেছে, যে, এই বামণকে কিছু খাইতে দাও। এই বলিয়া, আত্ম-নির্দ্দেশ করিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আঃ! ঔদরিকের খাই-খাই ব্যতীত মুখে অন্য কথা নাই; সর্ব্বদাই কেবল উদরের চিন্তা। বয়স্য! এখন ওসব রহস্য পরিত্যাগ কর। বল দেখি, সারিকা কি বলিতেছে?। কিয়ৎ-ক্ষণ শ্রবণ করিয়া, তিনি, বলিলেন, সারিকা বলিতেছে “সখি! তুমি আমায় কেন লিখিলে?—হে অন্যথা-সম্ভাবিনি! অকারণ কেন রাগ কর; তুমি যেমন কামদেব লিখিয়াছ, আমিও তেমনি রতি লিখি-য়াছি।” অতএব, হে সখে! এ সকল কি কথা? কিছুইত বুঝিতে পারিলাম না।

রাজা কহিলেন, আমি বিবেচনা করি, কোন সম্পূর্ণ-যৌবনা কামিনী, গুর্ব্বী বিরহ-বেদনায় নিতান্ত কাতরা ও একান্ত অধীরা হইয়া, স্বীয় হৃদয়নিহিত-প্রাণবল্লভকে চিত্রপটে লিখিয়া, কামদেব ছল করিয়া, সখী-সমক্ষে গোপন করিয়াছিলেন। অনন্তর, তাঁহার সেই প্রিয়-সখীও নিজ চতুরতা ও বিদগ্ধতা প্রদর্শনার্থ সেই চিত্র-পার্শ্বে তাঁহারে লিখিয়া রতি ছল করে।

বসন্তক, আহ্লাদিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, হাঁ-হাঁ! ঠিক্-ঠিক্! বেশ হইয়াছে!। রাজা “সখে! স্থির হও; সারিকা আরও কি বলিতেছে, সব শুনা যাউক।” বলিয়া, কর্ণপাত করিয়া, শুনিতে লাগিলেন। বসন্তক, ক্ষণকাল শ্রবণ করিয়া, পুনরায় কহিলেন,

সারিকা, পুনরায় বলিতেছে "প্রিয়-সখি! লজ্জা কি? জান না, মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া, কি, পল্বলে প্রবেশ করিয়া থাকে? না, সৌদামিনী, বিয়তের কোলে লুকাইতে লজ্জা পায়?। তুমি, এমন কন্যা-রত্ন; ইনি বিনা তোমার অনুরূপ বর, এই ভূ-মণ্ডলে আর কে সম্ভবিতে পারে? বল।" রাজা কহিলেন, হাঁ কোন কারণ আছে, সংশয় নাই। তখন, বসন্তক অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া কহিয়া উঠিলেন, দূর কর, বার-বার তোমার পাণ্ডিত্য-অহঙ্কার সয় না। রস-রস; সব শুনিতে দাও। তন্ন তন্ন করিয়া বাখানিয়া দিব। কিন্তু ভাই! বলিতে কি? যে কন্যাটীর কথা হইতেছে, দেখিবার জিনিশ! সন্দেহ নাই। রাজা তাঁহাকে থামাইবার আশয়ে কহিলেন, ভাল, বয়স্য! যদি তুমি তন্ন তন্ন করিয়াই বাখানিবে; তবে, এখন একটু স্থির হইয়া শুন না কেন; আমাদের কৌতুক করিবার ত বিলক্ষণ সময় আছে। উভয়ে, প্রণিহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

বসন্তক, ক্ষণকাল শ্রবণ করিয়া, পুনরায় বলিলেন, বয়স্য! শুনিলে? সারিকা, কি বলিতেছে। সারিকা, পুনরায় বলিতেছে "সখি! না না; ও সকলে আমার আর কাজ নাই। নলিনী-পত্রের শয্যা ও মৃণালের বলয় ফেলিয়া দাও। তুমি কেন বৃথা শ্রম কর।" রাজা কহিলেন, হাঁ কেবল শুনিলাম, এমন নহে; এইক্ষণে অভিপ্রায়ও কতক-কতক বুঝিতে পারিয়াছি। বসন্তক, সারিকাকে লক্ষ্য করিয়া, বিরক্ত হইয়া, কহিয়া উঠিলেন, আঃ! বেজার করিতে লাগিল যে! দাসী-পুত্রী এখনও কুর্-কুর্ করিতেছে; থামে না। রাজা "সখে! সত্য বলিয়াছ।" বলিয়া, পুনরায় কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। বসন্তকও ক্ষণকাল শ্রবণ করিয়া, বিরক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার কহিলেন, আঃ! কি আপদ্ হলো! দাসী-পুত্রী, এখনও থামিল না। যেন চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের মত অনবরত কেবল ফড়্-ফড়্ করিয়াই বকিতেছে!।

রাজা কহিলেন, সখে! বল-বল; সারিকা, এখন কি বলিতেছে? আমি কিছু অন্য-মনস্ক ছিলাম; শুনি নাই। বসন্তক বলিলেন, সারিকা, পুনর্ব্বার এই বলিতেছে "প্রিয়-সখি! বলিব কি? বিবেচনা করিয়া, দেখ, আমি নিতান্ত পরাধীনা; প্রাণান্তেও যাঁহায় পাইবার আশা নাই; তাঁহারি উপর আমার অনুরাগ। সুতরাং এই অনুরাগ আমার মরণের কারণ, সংশয় নাই। অতএব, এখন, আমি মলেই বাঁচি!।"

রাজা পরিহাস করিয়া, কহিলেন, বয়স্য! শেষ-পর্য্যন্ত শুনিলে ত? এইক্ষণে, ব্যাখ্যা কর। ভাই রে! তোমার মত সু-ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে এমন সকল বেদের অর্থ করিতে কার শক্তি?। বসন্তক বলিলেন, না হয়, তুমিই বল, সারিকা কি বলিতেছে?। রাজা পরিহাস উদ্দেশে পুনরায় কহিলেন, একটা গান। বসন্তক যৎকিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া, বলিলেন, গান! তবে আর আমি কি বলিব?। রাজা কহিলেন, না হে, সখে! তা নয়; এ তেমন গান নয়; ইহার ভাল ভাব আছে। তোমায় ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন সম্পূর্ণ-যৌবনা কামিনী স্বীয় হৃদয়-নিহিত প্রিয়তমকে না পাইয়া, বিরহ-বিধুরা, স্মরশরে জর্জ্জরিতাঙ্গী ও জীবিত-নিরপেক্ষা হইয়া, প্রিয়-সখীর সমক্ষে এই আক্ষেপ করিয়াছেন। তখন, বসন্তক হাঃ-হাঃ শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং করতালি দিতে-দিতে কহিলেন, আর এত বাঁকা কথায় কাজ কি? সোজাসুজিই বল না কেন; যে "আমায় না পাইয়া।" না হইলে, এই মানুষ-লোকে আর এমন কে আছে? যাহাঁয় কন্দর্প বলিয়া, অনায়াসে গোপন করা যায়। রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বকুল বৃক্ষে দৃষ্টিসঞ্চালনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অরে মূর্খ! কি করিলি; অত বড় করিয়া হাসিতে হয়। জাঃ! তাড়া পাইয়া সারিকা কোথায় উঠিয়া পলাইল। না জানি, আরও কি বলিত; সব শুনিতে দিলি না। বসন্তক, চারি-দিক নিরীক্ষণ করিয়া, কহিলেন, সখে! সারিকা, ঐ

কদলীকুঞ্জের দিকে উড়িয়া যাইতেছে। এস-এস ; আমরাও ত্বরায় যাই।
উভয়ে, কদলী-নিকুঞ্জের অভিমুখে অতি সত্বর চলিলেন।

কদলীকুঞ্জাভিমুখে যাইতে-যাইতে রাজা মনে-মনে "আহা! স্বভাবের কি চমৎকার গতি! মরি-মরি! অনিবার কুসুমশর-সন্তাপ-ভার বহন করিতে করিতে প্রিয়-জন-দীনা বিরহ-মলিনা ললনারা, জীবিত-নিরপেক্ষা হইয়া, সংগোপনে সখী-সমক্ষে যে সকল আক্ষেপ করেন, তাহা শিশু, শুক অথবা সারিকা দ্বারা সৌভাগ্যশালী নায়কের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। বাস্তবিক, এই অসার সংসারে স্বভাবের এই সারময়ী রূপা না থাকিলে কি বিভ্রাটই ঘটিত ; কত শত বিরহিণী, অকারণ প্রাণবিয়োগিনী হইতেন ; সন্দেহ নাই। আজি আমার কি সু-প্রভাত, বলিতে পারি না ; যে, অকস্মাৎ এই সংবাদ-সুধা আমার কর্ণবিবর পবিত্র করিল!। সে যাহা হউক, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কোন্ প্রিয়তমা এ অকিঞ্চনের অভাবে এমন আলুলায়িত-কেশা উন্মাদিনী-বেশা জীবিতাবশেষা সমুদায়-নিরাশা হইয়া, এত আকুঞ্চন করিতেছেন! অতঃপর কিরূপে জানিতে পারি ; কিরূপে তাঁর অনুসন্ধান করি ;—কিরূপেইবা সেই একান্ত-বিহ্বলা দুঃখিনী জীবনেশ্বরীর সন্দর্শন পাই। হায়-হায়! এখন কি করি! কোথায় যাই!—কোথা গেলে, তাঁর দেখা পাই!।" ভাবিতে-ভাবিতে তথায় উপনীত হইলেন।

রাজ-সহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালক্ষেপ করে। সুতরাং ক্রমে-ক্রমে অতি অকর্ম্মণ্য ও অতি জঘন্য হইয়া পড়ে। এমন কি? রাজা নিজে যত-দূর পরিশ্রম করিতে পারেন, তাঁহারা আর ততদূরও পারে না। বরঞ্চ যৎসামান্য কষ্টেই তাহাদের যথেষ্ট কষ্ট জ্ঞান হয়। অধিকন্তু কি বলিয়া, প্রভুকে সন্তোষে ও স্ববশে রাখিব, সর্ব্বদা সেই অভিসন্ধি-তৎপর হয়। এদিকে স্বভাবতঃ ক অক্ষর গোমাংস!। কাজে-কাজে অবশেষে বিলক্ষণ ভাঁড় হইয়া উঠে। অতএব এইক্ষণে বসন্তক, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিয়া উঠিলেন,

বয়স্য! দূর হোক্, দাসীপুত্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইলেই আর কি হইবে? বল। সে যাক্। এস; আমরা, এই কলাতলে পাতরের উপর বসিয়া, খানিক বিশ্রাম করি; আর পারা যায় না। আহা!—সখে! এখানটী কেমন সুন্দর সু-শীতল স্থল! চারা-চারা কলা-গাছগুলি ঝাঁকুরে রহিয়াছে!। বড় চমৎকার ফুর্-ফুর্ করিয়া, বাতাস বহিতেছে!। ইহা কহিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রস্তর-বেদিকায় বসিয়া পড়িলেন। রাজাও অনিচ্ছা-প্রণোদিত উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্য চিন্তা নাই; তিনি কেবল সেই হৃদয়-পল্যঙ্ক-শায়িনী বিরহিণীর ভাবনায় বিমনা আছেন এবং "স্বভাবের কি চমৎকার গতি!" ইত্যাদির ভূয়সী ভাবনা করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে, বসন্তক, পার্শ্বে দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া, বিস্মিত হইয়া পুনরায় বলিলেন, বয়স্য! দেখ-দেখ, একটা দ্বার-খোলা খাঁচা পড়িয়া আছে। বোধ হয়, আমরা, যে পাখির অনুসরণ ও অনুসন্ধান করিতেছি, এ, তাহারি পিঞ্জর হইবে। তখন, মন্দুরার বানরটা ছুটিয়াছিল, সেই, এই পিঞ্জরের দ্বার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।. অতএব সারিকাও উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাজা তাদৃশাবস্থ পিঞ্জর পার্শ্ববর্ত্তি দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইলেন এবং বসন্তককে বলিলেন ভাই! শীঘ্র আন ত। তিনি, তদীয় গ্রহণার্থ যাইয়া দেখেন, তাহারি অনতিদূরে একখানি চিত্র-ফলকও পড়িয়া রহিয়াছে। উভয়ই গ্রহণ করিলেন এবং চিত্র নির্ব্বর্ণন পূর্ব্বক সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, সহসা রাজার নিকটে আসিয়া, কহিলেন সখে! সৌভাগ্য, তোমায় ক্রমে-ক্রমে বৰ্দ্ধিষ্ণু করিতেছে!। রাজা যথেষ্ট কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি হে সখে? এত যে সন্তোষ দেখিতেছি?। তখন, বসন্তক বলিলেন, আমি যা বলিয়াছি।—এই দেখ, এ, তোমারি ছবি কি না?। না হইলে, এই মানুষ-লোকে আর কাহায় মন্মথ বলিয়া, অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। রাজা বাক্পথাতীত আহ্লাদে

গদ্‌গদ চিত্ত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, দাও দাও। বসন্তকও "না মহারাজ! এ অমূল্য রত্ন! শুধু দেখাইবার নয়।" বলিয়া, ছল করিয়া, বিলম্ব করিতে লাগিলেন। রাজা, আপনার হস্ত হইতে কটক উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে ফেলিয়া দিয়াই হঠাৎ তাহা গ্রহণ করিলেন এবং দেখিয়া, একদা হর্ষ-বিস্ময়-রসে বিলীন হইয়া, বলিতে লাগিলেন, বয়স্য! চিত্রস্থিতা কে এ ত্রিভুবন-মোহিনী রাজহংসী ন্যায় আমার মানস আক্রমণ করিল!।—আহা! কি সুন্দর মুখশ্রী! কামিনী-সংসারে এমন রূপ ত আর কখন দেখি নাই। ভাই রে! বলিতে কি? আমার জ্ঞান হয়, বিধাতা, যখন ইহাঁর পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন, নিজে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন; সুস্থির হইয়া বসিতে পান নাই। পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে তাঁহার আসন-ভূত পদ্ম মুদিয়া গিয়াছিল!!।

সুসংগতা ও সাগরিকা উভয়ে ব্যাকুলিতা হইয়া, ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে সারিকা দেখিতে পাইলেন না। তখন, সুসংগতা সাগরিকাকে কহিল, সখি! পোড়া সারিকা ত এপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হইল না। কি করা যায়। এস-এস; এখন, ত্বরায় গিয়া, চিত্রফলক সাবধান করি; হঠাৎ কেউ দেখিয়া ফেলিবে। সাগরিকা ভীতা হইয়া কহিলেন, তাই, শীঘ্র চল, যাই। উভয়ে, কদলীকুঞ্জ-অভিমুখে তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

ওখানে, চিত্র দেখিতে-দেখিতে বসন্তক রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! এই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি কেন এমন বিষণ্ণ-ভাবে লিখিত হইয়াছে? যেন, অধোবদনে কি দুর্ভাবনা করিতেছে।

কদলী-নিকুঞ্জের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, সুসংগতা সাগরিকাকে কহিল, সখি! বুঝি বিভ্রাট ঘটিয়াছে! নিকুঞ্জে আর্য্য বসন্তকের স্বর শুনিতেছি; বোধ করি, মহারাজ আসিয়াছেন। অতএব, এস এস; ত্বরায়

গিয়া, এক পাশে লুকাইয়া দেখি, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!। উভয়ে তথাভূত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। রাজার অন্য ভাবনা নাই। তিনি বসন্তকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, চিত্রগতা বিরহিণীর রূপ লাবণ্যের ভূরসী প্রশংসায় ব্যগ্র আছেন। সুসংগতা তাহা শুনিয়া, হর্ষিতা হইয়া, সাগরিকাকে কহিল, প্রিয়-সখি! সৌভাগ্য, দুঃ-সংখয়ের শুভ পরিণাম করিল। ঐ শুন, তোমার প্রাণ-বল্লভ তোমারি রূপ লাবণ্যের কত প্রশংসা করিতেছেন!। তখন, সাগ-রিকা, কৃত্রিম দুঃখ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! আমি তোমার এমন কি দোষ করিয়াছি, যে, তুমি অকারণ আমায় এত উপহাস করিতেছ।

বসন্তক, রাজার গায়ে ঠেলা মারিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! বল না? কি জিজ্ঞাসা করিলাম?—এই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি কেন এমন বিষণ্ণ-ভাবে লিখিত হইয়াছে। যেন, অধোবদনে কি দুর্ভা-বনা করিতেছে। রাজা উত্তর করিলেন, সখে! সারিকাই ত সমু-দায় পরিচয় দিয়াছে। আর, কেন, আমায় জিজ্ঞাস?।

সুসংগতা সাগরিকাকে কহিল, সখি! ঐ শুনিলে ত? যা বলিয়াছি; পোড়া সারিকা, আপনার মেধাবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। বসন্তক রাজাকে কহিলেন, সখে! সে যাহা হউক, এইক্ষণে তোমার চক্ষুঃসুখ হইতেছে কি না? শুনিতে চাই। সাগরিকা, সুসংগতার কথায় উত্তর না করিয়া, মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! হায়! ইহাও যে আমার হিতে বিপরীত হইল! অতঃপর আমি মরণ ও জীবন উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলাম! জানি না, ভাগ্যে কি ঘটিবে! হয়, ত, বৎসরাজমহিষী হইতে অচিরে মৃত্যুসংঘটনা হইবে! নতুবা, বৎস-রাজের এই ভাল বাসায় জীবন-ধারণের ফললাভ কপালে আছে!!।

রাজা বসন্তকের কথায় উত্তর করিলেন, প্রিয় সখে! চক্ষুঃসুখ বলিতেছ কি? আমার দুটী নয়নের এখন এই দশা ঘটিয়াছে!।

উহারা, চিত্রার্পিতা প্রিয়তমার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিবার আশয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উরুযুগলে পতিত হয়। সেখান হইতে উঠিতে পারে না। অনন্তর, অতি কষ্টে যদিই তথা হইতে উত্থিত হইল; অমনি তদীয় নিতম্বে গিয়া পড়িল এবং ইতস্ততঃ অনেক ঘুরিতে লাগিল। আর, কোনরূপে উঠিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে, অতি কৃচ্ছ্রে সেই স্থান উত্তীর্ণ হইবার পর, মধ্য-দেশে নিপতিত হয়। কিন্তু সে বড় কঠিন স্থান! তথায় বিষম ত্রিবলী-তরঙ্গ আছে! সুতরাং যেন স্পন্দহীন হইয়া পড়ে। অবশেষে, অশেষ প্রয়াসে সম্প্রতি পয়োধর যুগল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং পরিশ্রম-কাতর ও পিপাসাতুর হইয়া, বাষ্পবিন্দু প্রত্যাশায় প্রণয়িনীর সজল নয়ন-যুগলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে !!।

সুসংগতা সাগরিকাকে পুনরায় কহিল, সখি! শুনিতেছ?। সাগরিকা, কৃত্রিম বিরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, সেই শুনিবে, যার রূপের এত গৌরব হইতেছে; অন্যের কি দায় !!। বসন্তক রাজাকে কহিলেন, বয়স্য! এরূপ ত্রিলোক-মোহিনীরাও যাঁর সমাগম এমন ভাল বাসেন, তাঁর আপনার প্রতি উপেক্ষা ভাল দেখায় না। অতএব উৎসাহশূন্য হইও না।—এই দেখ-দেখ, এ আবার কার ছবি?।—মহারাজ! এইক্ষণে তুমি এমন অন্যমনস্ক হইয়াছ, যে, চিত্রস্থিতা সুন্দরী, অতি প্রযত্ন পূর্ব্বক স্বপার্শ্বে তোমায় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইতেছ না?। ইহা বলিয়া, সেই চিত্রপটে তদীয় প্রতিকৃতির নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইয়া, বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়-সখে! এই বামলোচনা, ঈদৃশ অনুরাগ ভরে, আমারে চিত্রিত করিয়াছেন; ইহাতে আমি প্রীত ও বহুমত হইয়াছি, যথার্থ বটে। অতএব, দেখিব না কেন?। প্রণয়িনী, আমার চিত্র প্রস্তুত

করিতে-করিতে কত রোদন করিয়াছিলেন, চিত্রে এক এক বিন্দু বাষ্প নিপতিত ও অঙ্কিত রহিয়াছে!। কিন্তু জ্ঞান হইতেছে, আমার চিত্রদেহ স্পর্শ-মাত্র প্রাণ-প্রিয়তমার সাত্বিক ভাবে স্বেদ হইয়াছিল, এ তাই!!।

সাগরিকা, অন্তরাল হইতে এই সকল দেখিয়া, শুনিয়া, আহ্লাদে পুলকিতা হইয়া, মনে-মনে বলিতে লাগিলেন, হে হৃদয়! শান্ত হও— শান্ত হও! ধৈর্য্য ধর। সম্প্রতি, মনোরথ সন্নিহিত হইল! বুঝি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে!। তুমি যাহা নিতান্ত দুর্লভ বস্তু ভাবিয়া, নিরাশ্বাস হইয়াছিলে; তাহা করতল-বর্ত্তিনী শুভরেখা-স্বরূপে দেখা দিয়াছে!!। সুসংগতা জনান্তিকে কহিল, প্রিয়-সখি! তুমিই ধন্যা এবং কৃতপুণ্যা; দেখ, বৎসরাজ, তোমাতে কতদূর অনুরাগী!!। তিনি নিরুত্তরা ও লজ্জা-নম্রমুখী হইয়া, রহিলেন।

বসন্তক, পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্মিত হইয়া, পুনরায় কহিলেন, সখে! দেখ-দেখ, এ আবার কি? পদ্মপত্র সকল পড়িয়া আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, মোহিনীর বিলক্ষণ মদনাবস্থা এবং মোহভাব উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা কহিলেন, সখে! যথার্থ অনুভব করিয়াছ। সত্য বটে, নলিনী-পত্রগুলি তাহা বিলক্ষণ প্রমাণিত করিতেছে। তাঁর পীন পয়োধর যুগল ও পীন জঘন যুগলের বারংবার আঘাত লাগিয়া, ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং যুগল বাহু-বল্লীর বারংবার বিক্ষেপণে এদিক্ ওদিক্ সরিয়া পড়িয়াছে। এখন, আর শয্যার মত সাজান নাই। আর, মধ্যে-মধ্যে যে এক-একটা পাতা হরিৎ বর্ণ দেখা যায়, ঘটনাক্রমে এগুলি সেই কৃশাঙ্গীর কটী-দেশের নীচে পড়িয়া-পড়িয়া বড় আঘাত পায় নাই। তাই, প্রকৃতাবস্থা রহিয়াছে।

ইত্যাকার নানাপ্রকার বিরহ-বিকার বর্ণনা চলিতেছে, বসন্তক, পুনরায় মৃণাল-হার দেখিতে পাইলেন। অমনি তাহা লইয়া "সখে! আবার এই দেখ, মৃণালমালা!!" বলিয়া, রাজার হস্তে সমর্পণ

করিলেন। রাজা, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় আগ্রহে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন এবং সাতিশয় বিহ্বলতাপ্রযুক্ত তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি জড়প্রকৃতে! তুমি তাঁর কুচ-যুগলের মধ্য-স্থল হইতে পরিচ্যুত হইয়াছ, বলিয়া, বৃথা শোক করিতেছ, কেন ! এ তোমার নিতান্ত অন্যায়। তুমি কি জান না, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর স্তনদ্বয় পরস্পর এমনি নিবিড়, যে, তাহার মাঝখানে তোমার এক-গাছী তন্তুই থাকিতে স্থান পায় না। তথায় তোমার অবস্থান কিরূপে সম্ভবিতে পারে ?।

সুসংগতা রাজাকে লক্ষ্য করিয়া, মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, মন্দ নয়; ইনিও ত এক-কালে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, দেখিতেছি। অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল সাগরিকারি রূপ-লাবণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। সতত তাঁহারি অনুধ্যান ও তাঁহারি অনুসন্ধান; অন্য কথা নাই। যা হউক, আর দুঃখ দেখা যায় না। পরস্পরের বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া, মনের ভাবও বিলক্ষণ জানা গিয়াছে। অতএব, এইক্ষণেএকটু-একটু, করিয়া, অগ্রসারিণী হওয়া যাউক। অনন্তর, সাগরিকাকে কহিল, সখি! যার জন্যে এখানে আসিয়াছ, তা, ত, সম্মুখে উপস্থিত; আর, বৃথা গৌণ কেন !। সাগরিকা, কৃত্রিম অসূয়া-পরবশ হইয়া, কহিলেন, আমি, কার জন্যে এখানে আসিয়াছি !। সুসংগতা ঈষৎ হাসিয়া পুনরায় বলিল, অয়ি অন্য-শঙ্কিতে! কেন গা চিত্রফলকের জন্যে না ! তাই, বলি, যাও না; গিয়া লও না কেন। সাগরিকা, পুনরায় কৃত্রিম অসন্তোষ ও রোষ প্রদর্শন করিয়া "আমি তোমার ওসকল কথা বুঝিতে পারি না; আমি ওসব জানি না; তবে, আমি এখান হইতে সরিয়া যাই" বলিয়া, যেন তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইলে, সুসংগতা কহিল, অয়ি অসহনে! আর কি কথাটাও সয় না গা, দাড়াও-দাড়াও; না হয়, আমিই গিয়া লইয়া আসিতেছি। সাগরিকা, অধোবদনে কহিলেন,

তবে, তাই, যাও ; কিন্তু ত্বরায় আন। সুসংগতা স্মিতমুখে "ভাল ! একটু ধৈর্য্য হও ;" বলিয়া, কদলী-গৃহাভিমুখে চলিল।

বসন্তক কিঞ্চিদ্দূর হইতে সুসংগতাকে দেখিতে পাইয়া, ভীত হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, বয়স্য! ঢাকা দাও—ঢাকা দাও ; চিত্র-ফলক লুকাও। মহারাণীর পরিচারিণী সুসংগতা আসিতেছে !। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরীয় বসনে তাহা প্রচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর, সে রাজ-সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া " মহারাজের জয় হউক " বলিয়া, সম্বর্দ্ধনা করিলে, রাজা জিজ্ঞাসিলেন, সুসংগতে! অন্তঃপুরের মঙ্গল ত ?। সে "হাঁ মহারাজ!" বলিয়া, উত্তর করিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, সুসংগতে! আমি এখানে আছি, কেমন করিয়া জানিলে? সে পরিহাস উদ্দেশে পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিল, শুধু তা নয় ; চিত্র-ফলকের বৃত্তান্তও জানিয়াছি।--এখনি গিয়া, মহারাণীকে বলিয়া দিব ; এই চলিলাম !!। ইহা কহিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার ছল করিলে, বসন্তক পুনরায় মহাভীত হইয়া রাজাকে সংকেত করিতে লাগিলেন, বয়স্য! এই গর্ব্বদাসীটা বড় মুখরা ; সবই সম্ভবিতে পারে!। ইহারে অণুমাত্র বিশ্বাস নাই। অতএব, ভাল করিয়া সান্ত্বনা ও সন্তুষ্ট কর। রাজাও জড়বড় হইয়া "যথার্থ বলিয়াছ" বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভয়-ব্যাকুল হইয়া স্বীয় হস্ত ও কর্ণ হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাকে দিয়া, বিবিধ-প্রকার মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বিনয় করিয়া, অবশেষে, তার দুটো হাতে ধরিয়া, বলিলেন, সুসংগতে! আমি আর তোমায় অধিক কি বলিব ? যা দেখিলে ও যা শুনিলে, কৌতুক-মাত্র। মিছামিছি কল্পনা করিয়া, খেলিতেছিলাম। বাস্তবিক কিছুই নয়। অতএব, দেখো, তুমি যেন একে আর ভাবিয়া, অকারণ রাজ্ঞীরে রাগাইও না। এসব শুনিলে, তিনি, যার পর নাই, ব্যথা পাইবেন।

তখন, সুসংগতা ব্যস্ত-সমস্তা হইয়া বলিল, না না, মহারাজ! এত আকুল হইবেন না। এ দাসী হইতে অণু-মাত্র আকুল হইবার বিষয় নয়। আর, আমার অন্য পারিতোষিকেও প্রয়োজন নাই। আমার প্রিয়সখী সাগরিকা "সখি! আমায় কেন লিখিলে" বলিয়া, আমার উপর ভারী রাগ করিয়া আছেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার যদি তাঁর নিকটে গিয়া, তাঁকে সান্ত্বনা করেন, আমার প্রচুর পারিতোষিক হয়। রাজা সুসংগতার এই অনুকূল ভাব দেখিয়া ও সাগরিকার নাম শুনিয়া, শঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন এবং পুনর্ব্বার ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, কোথা? কোথা? তিনি কোন্ থানে আছেন?। সে "আসুন-আসুন, মহারাজ!" বলিয়া, অতি সত্বর প্রত্যাগতি করিল। রাজাও অনুকূল পবন-প্রেরিতের ন্যায় অতিশয় আনন্দে প্রমোদিত ও শশব্যস্ত হইয়া, সুসংগতার সঙ্গে সঙ্গে সাগরিকার সমীপে আসিতে লাগিলেন। বসন্তক "মহারাজ! চিত্র-ফলক ফেলিয়া যাওয়া হইবে না; লওয়া যাউক। কাজ দেখিবে।" বলিয়া, তাহা লইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

সকলে সমীপবর্ত্তী হইলে, সাগরিকা, রাজাকে সন্নিহিত দেখিয়া যুগপৎ হর্ষশঙ্কা ও সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে অভিভূতা হইলেন এবং বিস্ময়-রসে অভিষিক্তা হইয়া, মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! ইহাঁরে দেখিয়া, আর, আমি, যে, এক পাও চলিতে পারি না! এখন কি করি। বসন্তক, সাগরিকাকে দেখিয়া, হাঃ হাঃ শব্দ করিয়া, হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আহা! এরূপ রূপ-লাবণ্য-নিধান কন্যা-নিধান ত মর্ত্ত্য-লোকে কখন দেখি নাই। মনে লয়, বিধাতা, ইহাঁয় নির্ম্মাণ করিয়া, নিজে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া ছিলেন। দেখিয়া, শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া রাজাও কহিলেন, সখে! যথার্থ বলিতেছ। আমিও তাই ভাবিতেছি। জ্ঞান হয়, এই ত্রিলোক-ললাম-স্বরূপিণী কামিনীরে নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাপতি,

প্রস্ফুটিত সরোজ সদৃশ দুইটী চক্ষুঃ কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত করিয়াছিলেন। পলকিতে পারেন নাই। আর, শিরশ্চালন পূর্ব্বক একদা চারি-মুখে আপনাকেও অসংখ্য সাধুবাদ করিয়াছেন!!। সন্দেহ নাই।

সাগরিকা, কৃত্রিম-অসূয়া-বশবর্ত্তিনী হইয়া, সুসংগতাকে কহিলেন, সখি! তুমি কি এই চিত্র-ফলক আনিতে গিয়াছিলে!—এই কি চিত্র-ফলক আনিলে?। এই-মাত্র বলিয়াই যেন হঠাৎ তথা হইতে প্রস্থান-মুখী হইলেন। রাজা, সাগরিকাকে হঠাৎ গমনোন্মুখী দেখিয়া, সহসা তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হে ভামিনি! তুমি যদিই রোষ-পরবশ হইয়া, সখীর প্রতি অতিরূক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপিত করিতেছ; তথাপি তোমার ঐ শান্তপ্রকৃতি প্রিয়সখী কখনই ক্রোধভরে বিকৃতিভাবাপন্ন হইবেন না।—হে প্রিয়তমে! যদি নিতান্তই চলিলে; কি করি; কিন্তু অত দ্রুত গমন করিও না; কষ্ট পাইবে; শ্রম-জলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইয়া যাইবে!!।

সুসংগতা কহিল, মহারাজ! ইনি কিছু অভিমানিনী হন। অতএব নিকটে গিয়া, হাতে ধরিয়া সান্ত্বনা করুন। রাজা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া "সুসংগতে! যা বলিলে!" এই-মাত্র বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তদীয় নিকটে গিয়া, তাঁহার দুইটী হস্ত ধারণ করিলেন এবং অনুপম স্পর্শ-সুখে অভিভূত হইলেন। তখন, বসন্তক ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন, মহারাজ! এই যে তুমি অপূর্ব্ব শ্রী-প্রাপ্ত হইলে?। রাজা কহিলেন, সখে! সত্য কথা; ইনি শ্রীই বটেন। ইহাঁর পাণি যুগলই ত পারিজাতের পল্লব!। নতুবা, কেন, স্বেদ-চ্ছলে অমৃত ক্ষরণ হইবে!!।

সুসংগতা, সাগরিকাকে কহিল, প্রিয়-সখি! এখন, তোমায় অদক্ষিণা রমণীর মতন দেখিতেছি। মহারাজ, হাতে ধরিয়াছেন; তবুও কি তোমার অভিমান ভাঙ্গিল না?। মহারাজ হইতেও কি রাগ এত প্রিয় হইল!। তিনি পুনরায় কৃত্রিম কোপে ভ্রূভঙ্গ করিয়া,

কহিলেন, সখি! তুমি এখনও ক্ষান্ত হইলে না। রাজা কহিলেন, অয়ি কোপনে! সখীর প্রতি ক্রমাগত এত রাগ করিতে নাই। বসন্তকও বলিলেন, হেঁ গা! তুমি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের মত কথায় কথায় কেন এত রাগিয়া উঠ?। সাগরিকা, রাজা ও বসন্তক উভয়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়া, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুসংগতাকে কহিলেন, সখি! তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কহিব না। রাজাও পুনরায় কহিলেন, না না; সমান-প্রতিপন্ন সখী-জনে এরূপ অনুচিত আচরণ করিতে নাই।

এই-প্রকার কথোপকথন চলিতেছে, ইত্যবসরে, বসন্তক সাগরিকার বারংবার কোপ প্রকাশ দেখিয়া, মনে-মনে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশে কহিয়া উঠিলেন, মহারাজ! দেবী বাসবদত্তা!। রাজা অকস্মাৎ মহিষীর নাম শ্রবণ-মাত্র অতিমাত্র সশঙ্কিত ও সচকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সাগরিকার হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। সাগরিকাও অতি ভীতা ও অতি চকিতা হইয়া, কহিয়া উঠিলেন, সুসংগতে! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এখন কি উপায় করি? ত্বরায় বল। সে উত্তর করিল, এস এস; ঐ তমাল ডালের আড়ালে লুকিয়া থাকি। রাণী প্রস্থান করিলে, আমরাও অন্তঃপুরে পলাইব। এইরূপে উভয়ে লুক্কায়িত হইলে, রাজা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বসন্তককে বারংবার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কই? কই?—রাণী কোথায়?। তখন, বসন্তক কহিলেন, তা ত নয়। মহারাজ! আমি তা ত বলি নাই। মহারাণীর মত বারংবার কোপ প্রকাশ দেখিয়া, আমি, ইহাঁকেই তাঁহার নামে উল্লিখিত করিয়াছি।

শুনিয়া, রাজা, যৎপরো নাস্তি আক্ষিপ্ত হইলেন এবং নিতান্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, অরে মূর্খ! এ কি দুষ্কর্ম্ম করিলি।—হায়! কি মনস্তাপ! আজি যে কত আকুঞ্চনের পর, দৈবের অনুগ্রহে রত্নাবলীর ন্যায় স্ফুরিত-

রাগরাশি প্রেয়সীরে পাইয়াছিলাম, এক মুখে বলিতে পারি না। রে ব্যলীককার! গলায় না পরিতে পরিতে তুই তাহা হাত ছাড়া করিয়া দিলি?। অনন্তর, তিনি সেই অসমীক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যকারী বসন্তকের বাক্য ব্যঙ্গ্যোক্তি স্থির করিয়া, নিঃশঙ্কিত-চিত্তে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এখন, কোথা গেলে, প্রিয়তমার পুনর্ব্বার সন্দর্শন পাই? বল।

এদিকে, রাজ্ঞী অকাল-কুসুম-প্রসঙ্গে মকরন্দে আগমন করিয়াছেন। তিনি যথেষ্ট কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া, সমভিব্যাহারিণী পরিচারিণীকে জিজ্ঞাসিলেন, কাঞ্চনমালে! আর কত দূরে আর্য্যপুত্রের নব-মালিকা?। সে উত্তর করিল, দেবি! বড় দূর নয়। ঐ কদলী-নিকুঞ্জের ওধারে দেখা যাইতেছে। তদনন্তর, তাঁহারা কদলীকুঞ্জের সন্নিহিত হইলে, কাঞ্চনমালা রাজার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল এবং কহিল, ঠাকুরাণি! সম্মুখস্থিত কদলীকুঞ্জে মহারাজের স্বর শুনিতে পাইতেছি। বোধ হয়, তিনি ওখানে আপনকার প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। একত্র হইয়া মালিকা-কাননে যাইবেন। অতএব আসুন্-আসুন্, আমরাও সত্বর তাঁহার সমীপস্থ হই।

অনন্তর, রাণী রাজার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া, সংবর্দ্ধনা করিলে; রাজা সশঙ্কিত ও শশব্যস্ত হইয়া, বার-বার সঙ্কেত করিতে লাগিলেন, বয়স্য! চিত্রফলক সাবধান কর। তিনিও তাড়াতাড়ি, তাহা কক্ষে নিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত করিলেন। তখন, রাজ্ঞী রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন আর্য্যপুত্র! কেমন? প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ও জয়-লাভ হইয়াছে, ত? নব-মালিকা পুষ্পবতী, যথার্থ বটে? রাজা রাজ্ঞীর ঐ কথা বক্রোক্তি জানিয়া, তটস্থ হইয়া, বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে! আমরা অনেক-ক্ষণ অগ্রে এখানে আসি-য়াছি। তোমায় দেখিতে পাই নাই। তোমার আসিতে বড় গৌণ হইয়াছে। একত্র হইয়া দেখিতে যাইব, বলিয়া, আমরা

দুজনে, এখানে, তোমার আগমন-পথ চাহিয়া রহিয়াছি। রাজ্ঞী, রাজার আপাদ-মস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় কহিলেন, আর্য্য-পুত্র! তা মিথ্যা নয়; মুখের ভাব দেখিয়াই বিলক্ষণ জানা গিয়াছে, নবমালিকা পুষ্পবতী, সত্য বটে। অতএব, আর, আমার সেখানে যাইবার আবশ্যকতা নাই। আমি এখান হইতেই ফিরিয়া যাই।

নির্ব্বুদ্ধি বসন্তক, রাজ্ঞীর ঐ কথা শুনিয়া, আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া, হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং দুইটী হস্ত প্রসারণ ও আন্দোলন পূর্ব্বক মহা-আস্ফালন করিতে লাগিলেন।—বলিতে লাগিলেন, দেবি! যদি তুমি স্বমুখেই স্বীকার করিলে, নব-মালিকা পুষ্পবতী হইয়াছে; তবে ত আমরা জিতিয়াছি!। বাস্তবিক, তিনি, যেমন হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি, তদীয় বগল হইতে বিগলিত হইয়া, চিত্র-ফলক ভূমিতলে নিপতিত হইল। রাজা শঙ্কিত ও রাগান্বিত হইয়া, তাহা সত্বর সাবধান করিবার আশয়ে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, ঘন-ঘন সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। তিনিও সঙ্কেত দ্বারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, তুমি এত রাগ করিতেছ কেন? ভাল, যা হয়, আমিই করিতেছি।

কিন্তু চিত্র-ফলক পতিত হইবা-মাত্র কাঞ্চনমালা তাহা গ্রহণ করিল এবং দেখিয়া, রাজ্ঞীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, ঠাকুরাণি! দেখুন, দেখুন, এ কার ছবি?। রাজ্ঞী চিত্র-ফলক গ্রহণ করিলেন এবং সবিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্মিতা হইয়া মনে-মনে বলিতে লাগিলেন, ইনি ত মহারাজ! আর, এ ত সাগরিকা দেখিতেছি!!। অনন্তর, আত্তাসমান রোষে, প্রকাশে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! কি এ?। রাজা নিরুপায় ও ব্যগ্র হইয়া, সঙ্কেত দ্বারা বসন্তককে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! এখন কি বলি?। তিনিও সঙ্কেত দ্বারা আশ্বাসিয়া পুনরায় উত্তর করিলেন, বড় উতলা হইও না; আমি এক কথায় উত্তর করিতেছি। তদনন্তর, প্রকাশে রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবতি!

আপনার মূর্ত্তি আপনি চিত্রিত করা বড় দুষ্কর ও কঠিন কর্ম্ম; আমার নিকটে ইহা শুনিয়া, প্রিয় সখী আপনি আপনার মূর্ত্তির চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া, এই বিজ্ঞান দেখাইয়াছেন; তুমি অন্য সংশয় করিও না। রাজাও কহিলেন, দেবি! বসন্তক যাহা কহিলেন, এ, তাই; উহা ভিন্ন কিছুই জানি নাই। রাজ্ঞী, পুনর্ব্বার চিত্র নির্ব্বর্ণন এবং উচ্ছ্বসিত কোপাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ভাল, বুঝিলাম; যেন, তাই হলো; কিন্তু এই যে এখানে আর একটী দেখিতেছি, এটীও কি আর্য্য বসন্তকের বিদ্যা? তিনিও এই আত্ম-চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন না কি?। রাজা কহিলেন দেবি! না না, তা নয়; ও-সকল ভাবিতে নাই। এরূপ রমণী আমি কখন চক্ষেও দেখি নাই। বসন্তকও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, যজ্ঞসূত্র ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, দেবি! এই দেখ, আমিও যজ্ঞোপবীত হস্তে করিয়া, তোমার সাক্ষাতে অনায়াসে দিব্য করিতেছি, এইরূপ কামিনী, আমরা কখন চোখেও দেখি নাই। তখন, কাঞ্চনমালা বিনীতভাবে রাজ্ঞীকে কহিল, ঠাকুরাণি! আটক নাই; এরূপ ঘুণাক্ষরও সম্ভবিতে পারে। অতএব, দূর হউক; মূল না জানিয়া, বৃথা রাগ করিয়া, কাজ কি? ক্ষান্ত হউন। রাজ্ঞী অসন্তুষ্টা ও রুষ্টা হইয়া উত্তর করিলেন, অয়ি সরলে! তুই ইহার বাঁকা কথা কি বুঝিবি? যে সে নয়, এ, বসন্তক!। পরে, কোপাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক রাজাকে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য-পুত্র! এই ছবি দেখিতে দেখিতে আমার বড় মাথা ব্যথা হইল। অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সুখ-সম্ভোগ কর। আমি, চলিলাম। এই বলিয়া, গমনোন্মুখী হইলে পর, রাজা, তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন হে কোপনে! বিষম সঙ্কট উপস্থিত! তোমায় কি বলিয়া সান্ত্বনা করি, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। যে ভীষণ দহন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কি বলিলে শান্ত হয়; আর, কি বলিলেই বা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে! জানি না।

যদি বলি, প্রসন্না হও; তাহা হইলে "হাঁ আমি কি রাগ করি-য়াছি" বলিয়া, পাছে তুমি আরও রাগিয়া উঠ। যদি বলি, আর কখন এমন কর্ম্ম করিব না; তবে, যেন, করিয়াছি, বলিয়াই স্পষ্ট স্বীকার পাইতে হয়। অথবা, যদিই বলি, আমি দোষী নই; তাতে, পাছে, আমায় মিথ্যাবাদী স্থির করিয়া, তুমি, একবারে ঘৃণা কর। সুতরাং আমি সকল দিকে নিরুপায়?। হে জীবিত-সহায়ে! বলিতে কি? আমার দশদিক্ অন্ধকার!!।

রাজ্ঞী কৃত্রিম বিনীত-ভাবে অঞ্চল আকর্ষণ করিতে করিতে কহি-লেন, আর্য্যপুত্র! না-না, অমন সকল কথা বলিবেন না। সত্যসত্যই মাতা-ব্যথা আমায় বড় কাতর করিতেছে। আর আমি সহিতে পারি-তেছি না। ইহা কহিয়াই তদীয় হস্ত হইতে বল পূর্ব্বক অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি নিষ্কন্টক হইলে! এ, ত, তোমার পক্ষেই মঙ্গল। অকাল-বাদলিকা রাজ্ঞী ত্বরায় চলিয়া গেলেন। তখন, রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া "ধিক্ মূর্খ! অরে এ কি সে গমন? যে, তুই এত সন্তুষ্ট হইতেছিস্! রে নির্ব্বোধ! দেখিলি না! অথবা দেখিয়া শুনিয়াও কি কিছুই বুঝিতে পারিলি না? রাণীর এ রাগ বড় সহজ নয়; তিনি, যখন, প্রস্থান করি-লেন, তখন, তাঁহার অন্তর্ব্বিলীন কোপানুবন্ধের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহা অতি যত্ন-পূর্ব্বক গোপন করিয়া গিয়াছেন। অরে দেখিস্ নাই! প্রস্থান সময়ে মুখ-মণ্ডল অবনত করিয়া, ভ্রূভঙ্গ সংগোপন করেন। মধ্যে মধ্যে আমার অন্তর্ভেদকারী ঈষৎ হাস্যও করিয়াছিলেন; তথাপি কোন নিষ্ঠুর কথা কন নাই। আর, আমার নিকট বিদায়-গ্রহণ-কালীন তাঁহার দুইটী চক্ষুঃ ক্রোধ-বাষ্পে আকুলিত হইয়া উঠিয়া ছিল, সেই নিমিত্ত, তিনি, তখন, আমার দিকে অর্দ্ধস্ফুরিত নেত্রদ্বয় নিক্ষেপিত করিয়া যান।" বলিয়া,

কতক্ষণ ভর্ৎসনা করিলেন এবং পুনরায় আশ্বাসিয়া বলিলেন, "সখে! এইক্ষণে স্থির হইয়া, বিবেচনা কর দেখি, রাণী, রাগ স্পষ্ট প্রকাশিত করিয়াই গিয়াছেন কি না?। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ অপ্রগল্‌ভা এবং আমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী; সেই জন্যেই তৎকালে একবারে স্নেহশূন্য আচরণ করিতে পারেন নাই। অতএব, ভাই রে! আর ভাবিতেছ কি? এখন, এস-এস, ত্বরায় অন্তঃপুরে যাই। অতঃপর তাঁহারে সান্ত্বনা করিবার উপায় দেখা যাউক।" এই বলিয়া, অবরোধ-অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বসন্তকও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

—০৪৪৪০—

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজা, রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাগরিকা-চিন্তা পুনরায় বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তখন, তিনি, কি উপায়ে সেই অসাধারণ ললনা-রত্ন লাভ করিবেন, সতত মনে-মনে কেবল তাহারি অনুধ্যান ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুশ্চিন্তা, মানুষের বিষম জ্বর। সুতরাং ক্রমে-ক্রমে রাজার মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ এবং সর্ব্ব শরীর বিশীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। অতএব, সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, রাজা অসুস্থ হইয়াছেন।

রাজ্ঞী রাজার অসুস্থতার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইলেন এবং তিনি কেমন আছেন, দেখিয়া আসিবার নিমিত্ত প্রিয়-পরিচারিণী কাঞ্চনমালাকে তাঁহার সমীপে পাঠাইলেন। কিন্তু কাঞ্চনমালার তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে অনেক-ক্ষণ বিলম্ব হইল, দেখিয়া, মহা-উদ্বিগ্না ও শশব্যস্তা হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় আর এক পরিচারিণী মদনিকাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। মদনিকা, রাজ-সাক্ষাৎকারে যাইতেছে, পথে, কাঞ্চনমালার সাক্ষাৎ পাইল। সে, আসিতে আসিতে বিস্ময়ান্বিত ও দুঃখিত হইয়া মধ্যে-মধ্যে এক-একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতেছে, সাধু রে বসন্তক! ধন্য তোর যোগ্যতা! এই সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি উপায়ের উদ্ভাবনায় তুই অমাত্য যৌগন্ধরায়ণকেও হারাইয়াছিস্!। শুনিয়া, মদনিকা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, সখি! আর্য্য বসন্তক এমন কি কাজ করিয়াছেন, যে, তুমি তাঁহার এত সুখ্যাতি করিতেছ?। সে উত্তর করিল, "সখি!" সে দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর; তুমি তাহা গোপন রাখিতে পারিবে না। মদনিকা বলিল, আমি, এই তোমার

পায়ে হাত দিয়া, দিব্য করিতেছি, প্রাণান্তে কারও কাছে বলিব না। তখন, কাঞ্চনমালা কহিল, যদি তা হয়, তবে, বলি শুন। এই-মাত্র আমি রাজার নিকট হইতে বাহির হইয়া চিত্র-শালিকার দ্বারে সুসংগতার সঙ্গে বসন্তকের একটী পরামর্শ শুনিয়া আসিলাম। তিনি তাহাকে কহিতেছেন, সুসংগতে! সাগরিকাই ত রাজার অসুখের কারণ। অতএব, এখন উপায় স্থির কর। মদনিকা যথেষ্ট কৌতূহলাবিষ্ট ও মহা-দুঃখিত হইয়া কহিল, তার পর? তার পর?—সে কি উত্তর করিল?। কাঞ্চনমালা কহিল, সে তাঁহাকে বলিল “আর্য্য! সমুদায় সুস্থির হইয়াছে। রাণী, চিত্রফলক ব্যাপারে, যার পর নাই, সশঙ্কিত হইয়া, বিশ্বাস পূর্ব্বক সাগরিকারে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং আমায় প্রসাদ-স্বরূপ আত্ম-নেপথ্য দিয়াছেন; তাহা পরাইয়া, আজি, আমি, সাগরিকায় মহারাণী সাজাইব। পরে, তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, আমিও কথঞ্চিৎ রাণীর প্রিয় পরিচারিণী কাঞ্চনমালার বেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রদোষে রাজার সকাশে অভিসার সাধনা করিব। ঐ সময়ে, আপনিও তথায় আমার প্রতীক্ষা করিবেন। তাহার পরে, মাধবীলতা মণ্ডপে সাগরিকার সহিত রাজার মিলন হইবে।”

মদনিকা, কর্ণপাত পূর্ব্বক এই কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া, নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল এবং সুসংগতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, সুসংগতে! তুমি বড় হতাশা ও বিশ্বাস-ঘাতিনী মেয়ে। পরিজন-বৎসলা স্বামিনীকেও বঞ্চনা করিতেছ। কাঞ্চনমালা কহিল, সখি! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ?। সে উত্তর করিল, আমি তোমার অন্বেষণে যাইতেছিলাম। তুমি অসুস্থ-শরীর রাজারে দেখিয়া আসিতে গিয়া, অনুচিত বিলম্ব করিয়াছ। তাই, রাণী, বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তখন, কাঞ্চনমালা অত্যন্ত অনুতাপিনী হইয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিল, আহা! রাণী কি সরল-হৃদয়া ও পতি-জীবিতা!

ভাল মন্দ কিছুই জানেন না। রাজার পীড়ার কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই-মাত্র দেখিয়া আসিতেছি, তিনি দন্ত-তোরণ বড়ভীতে বসিয়া, অসুখ ছল করিয়া, আপনার মদনাবস্থা গোপন করিতেছেন। যাহা হউক, চল চল, এইক্ষণে আমরা সত্বর রাণীর নিকটস্থ হই। তিনি অকারণ দুর্ভাবনায় বড় কষ্ট পাইতেছেন। উভয়ে, চলিয়া গেল।

রাজা দন্ত-তোরণ বড়ভীতে উপবিষ্ট ও মহা-উৎকণ্ঠিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে আক্ষেপ করিতেছেন, হে হৃদয়! এখন, তুমি ক্রমাগত স্মরানল-সন্তাপ সহ্য করিতে থাক। উপশমের আর উপায় নাই। সময় ও উপায় আপনিই হারাইয়াছ। তুমি অতি মূঢ়। না হইলে, সেই প্রকার আকুঞ্চনে, প্রাপ্ত হইয়াও, প্রিয়তমার সেই আর্দ্র-চন্দন-রসস্পর্শী কর-যুগল তৎক্ষণাৎ একবার তোমাতে বিন্যস্ত করিলে না কেন?। হায়! কি আশ্চর্য্য! মনঃ স্বভাবতঃ চঞ্চল। সুতরাং দুর্লক্ষ্য। তথাপি দুরন্ত কন্দর্প, সকল শিলীমুখ দ্বারা যুগপৎ বিদ্ধ করিল।

হে কুসুম-ধন্বন্! তোমার সকলে পাঁচটী বৈ বাণ নয়; আর, আমার মতন অসংখ্য ব্যক্তিই তাহার লক্ষ্য; লোকে এই যে প্রসিদ্ধি আছে; আজি, তাহার ঠিক বিপরীত দেখিতেছি। তুমি, এই এক-মাত্র অনাথ ব্যক্তিরে অগণ্য বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, পঞ্চত্ব পাওয়াইলে। অনন্তর, তিনি কিয়ৎক্ষণ অধোবদন ও নীরব থাকিয়া, পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আমি ঈদৃশী দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছি, যথার্থ বটে। কিন্তু তাহাতে আমার তত অনুতাপ হয় নাই;—প্রাণ-প্রিয়তমার নিমিত্ত যতদূর হইতেছে। হা! না জানি, তাঁর কি দশাই হইল! একবার জানিতেও পারিলাম না। মহিষী মনে-মনে তাঁর প্রতি যে-প্রকার কুপিতা আছেন, তাতে তাঁর কি না ঘটিতে পারে?। যদিই অন্য

কোন অহিত না ঘটিয়া থাকে; তথাপি বিষম সঙ্কট উপস্থিত হই-য়াছে, সন্দেহ নাই। মহিষী, জানিতে পারিয়াছেন, এই ভাবিয়াই তিনি সর্ব্বদা লজ্জায় নম্র-মুখী ও ভয়ে আকুলা রহিয়াছেন, কারও সঙ্গে মাতা তুলিয়া কথা কহিতেও পারিতেছেন না। বোধ হয়, অপর পরস্পরের অন্য-বিষয়ি কথোপকথন হইতেছে, দেখিলে সশঙ্কিত ও জড়-থড় হন। মনে করেন, ওরা, আমার কথাই কহিতেছে। সখীরা, অন্য কোন কারণে স্মেরা হইলেও তাঁহার ত্রাসের পরিসীমা থাকে না। বাস্তবিক, এই সকল মনে হইলে, আমার তুইটী চক্ষুঃ দর-দরিত বাষ্প-ধারায় ব্যাকুল ও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রণয়িনীর সংবাদ জানিতে প্রিয়-সখা বসন্তককে পাঠাইলাম। হায়! তাঁহারি বা এত বিলম্বের হেতু কি?।

রাজা, এই-প্রকার উদ্বেগ ও আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে বসন্তক হাঃ-হাঃ শব্দে হাসিতে হাসিতে আসিয়া, তথায় পৌঁছ-ছিলেন। রাজা বসন্তককে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! সংবাদ কি? বল।—প্রিয়তমার কুশল ত?। তিনি পুন-রায় হাঃ-হাঃ শব্দ করিয়া হাসিয়া মহা-আড়ম্বর পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে উত্তর করিলেন, আর সে কথায় কাজ কি? বড় বিলম্ব নাই। অচিরেই স্বয়ং দেখিয়া সমুদায় জানিবে। রাজা বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন; বল কি?—প্রিয়তমার সন্দর্শনও পাইব? তিনি পুনরায় সাহঙ্কার কথায় প্রত্যুত্তর করিলেন, কেন না পাইবে, বল; তোমার এই যে ক্ষুদ্র অমাত্যটী দেখিতেছ; অধিক কি? বৃহস্পতির যে যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধি-সম্পত্তি আছে, ইনি তাহাকেও উপহাস করিয়া থাকেন। এই বলিয়া, আত্ম-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বারংবার আত্ম-শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, কৌশাম্বী রাজ্য লাভেও যত আনন্দ না সম্ভবে; এই সংবাদ শ্রবণে রাজার ততো-ধিক সন্তোষ জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই।

রাজা কহিলেন, সখে! যাহা কহিতেছ, বিচিত্র কি?। ভাইরে! তোমাতে কি না সম্ভবিতে পারে?। এইক্ষণে বল বল, প্রিয়-তমা-সংক্রান্ত সবিশেষ সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিব। তিনি কাণে-কাণে সাগরিকার অভিসার-পরামর্শ পর্য্যন্ত কহিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক "সখে! এই তোমার পারিতোষিক" বলিয়া, তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ, পরিধান, ও আত্ম-নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, এই যে আজি আমার অপূর্ব্ব সজ্জা হইল।। অতএব যাই যাই; এইক্ষণে একবার বাটী চলিলাম। প্রিয়-সখার দত্ত অলঙ্কারে বিভূষিত এই হস্ত ব্রাহ্মণীরে দেখাইয়া আসি। রাজা বলিলেন, সখে! পরে দেখাইও। এখন, বল-দেখি, বেলা কত আছে?।

বসন্তক, বারংবার সূর্য্যাভিমুখে উদ্বীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আর বড় বেলা নাই। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। ঐ দেখ, ভগবান্ সহস্র-রশ্মি, গুরুতর অনুরাগ-ভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া, সংকেত-স্থান অস্ত-গিরির শিখর-কাননে সন্ধ্যা-বধূর অভিসার করিতেছেন। রাজা আকাশে দৃষ্টি-সঞ্চারণ করিয়া, কহিলেন, সখে! যথার্থ বলিয়াছ, দিবা অবসান হইয়াছে, সত্য বটে। ভগবান্ অর্ক, "প্রকাণ্ড ভুবন-বলয় পরিভ্রমণের বক্র ও দীর্ঘ পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমার একচক্র রথ প্রত্যূষ পাইতে শক্ত হইবে না" ভাবিয়াই যেন, কর-নিকর দ্বারা হেমার-পংক্তি অবলম্বন ও প্রযত্ন পূর্ব্বক তাহাতে দিক্-চক্র সকল সংযোজিত করিতেছেন। আর "হে পদ্মিনি! আমার প্রস্থান-কাল উপস্থিত; এইক্ষণে আমি বিদায় হইলাম; অতঃপর তুমি সুখে নিদ্রা যাও; যথাকালে পুনরায় আসিয়া তোমারে জাগাইব।" বলিয়াই যেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। অতএব চল চল, আমরাও প্রিয়তমার সঙ্কেত-স্থান মাধবী-লতা-মণ্ডপ গিয়া তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করি। বসন্তক "ভাল বলিয়াছ"

বলিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে তথায় প্রস্থিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, বসন্তক সেই মাধবী-মণ্ডপে যাইতে যাইতে রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সখে! দেখ দেখ, তিমির-স্তোম পূর্ব্বদিক্ প্রচ্ছাদিত করিতে করিতে ক্রমে-ক্রমে কেমন অগ্রসর হইতেছে। রাশীকৃত অন্ধকার, যেন, গাঢ় পঙ্ক, পীবর বন-বরাহ, প্রকাণ্ড মহিষ ও বৃহৎ-বৃহৎ কৃষ্ণসারের শোভা ধারণ পূর্ব্বক, বিরল বন-রাশির সন্নিবেশকে বহলীকৃত করিতেছে। রাজা চারি দিক অবলোকন করিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, যথার্থ অনুভব করিয়াছ, ঐ দেখ, তমঃ সংঘাত প্রথমে পূর্ব্ব দিক তিরোহিত করিল। তদনন্তর, অন্যান্য আচ্ছাদিত করিতেছে। তাহার পর, ক্রমে-ক্রমে অদ্রি, দ্রুম ও পুর-বিভাগ অন্তর্হিত করিল। দেখিতে দেখিতে বিলক্ষণ পীনতা প্রাপ্ত হইয়া, ভুবনের ঈক্ষণ-পথ অবরোধ করিতেছে। তমোরাশি যেন নীলকণ্ঠের কণ্ঠদ্যুতি হরণ করিয়াই আসিয়াছে। আর কিছুই স্পষ্ট নয়ন-গোচর হয় না; অতএব, অগ্রসর ও পথপ্রদর্শক হও।

বসন্তক অগ্রগামী হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই স্থানটী বহুল তরু লতায় সংকীর্ণ। সুতরাং যেন পিণ্ডীকৃত অন্ধকারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। পথ দেখিতে পাই না। রাজা, গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া যাইতে-যাইতে কহিলেন, বয়স্য! পথের চিহ্ন সকল লক্ষ্য করিয়া চল, এই যে এখানে শ্রেণীবদ্ধ চম্পক বৃক্ষের পালীর ন্যায় বোধ হইতেছে। এখানে সুন্দর সিন্ধুবার বিটপি সকল। এখানে বকুল পাদপের সান্দ্রা বীথী এবং এখানে সুগন্ধী পাটল-লতার পংক্তি অনুমান হয়।

অনন্তর, রাজা ও বসন্তক উভয়ে মাধবী-লতা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! এই লতা-মণ্ডপের কি চমৎ-

কার শোভা! মধুপেরা মধু-পানে প্রমত্ত হইয়া, গুন্-গুন্ স্বরে গান করিতে-করিতে চারি দিক পরিভ্রমণ করিতেছে। বকুল পুষ্পের সৌরভে দশ দিক, আমোদিত। আমরাও মসৃণ মরকত মণি-শিলা কুট্টিমে অতি সুখে চরণ সঞ্চার করিতেছি। ইহা কহিয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পুনরায় কহিলেন, সখে! এখন, তুমি এই খানেই উপবেশন কর। আমি প্রত্যুদ্গমন করিয়া, দেবী-বেশ-ধারিণী সাগরিকায় সঙ্গে করিয়া আনি। রাজা কহিলেন, আচ্ছা, ভাই! যাও; কিন্তু অতি ত্বরায় তাঁয় লইয়া আইস। তিনি বলি-লেন, ব্যস্ত হইবেন না। আমি এলাম। এই বলিয়া, প্রথম সংকেত-স্থান চিত্র-শালিকার দ্বার অভিমুখে চলিলেন, এবং গিয়া, তথায় সাগরিকার অভিসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, সেই অন্ধকার রজনীতে মাধবী-মণ্ডপে একাকী উপবিষ্ট হইয়া, মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! স্বগৃহিণী অপেক্ষা পরকীয়া অধিক মনোহারিণী হয়! কারণ কি ?। বিশে-ষতঃ সংকেতস্থা রমণী সমধিক সন্তোষ-দায়িনী হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, প্রিয়া-সমাগম, যত সন্নিহিত হইতেছে, আমার অন্তঃ-করণও ততই উৎকণ্ঠিত হইতেছে, দেখিতেছি। বুঝিলাম, তীব্র স্মর-সন্তাপ, প্রিয়া-সমাগম সমীপবর্ত্তী হইলেই সমধিক দুঃখ দিয়া থাকে। প্রাবৃট্ কালেই অত্যর্ণ-জলাগম দিবস, অধিক সন্তাপ দেয়। ফলতঃ প্রিয়সখার কেন অনুচিত বিলম্ব হইতেছে? জানি না। কি জানি, রাণী, গোপন বৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিয়াছেন [illegible] কি?। অথবা [illegible] স্বভাবতঃ অনিষ্ট-শংসি। বাস্তবিক, সে সব কিছু নয়। [illegible]; যথাকালে আগত-প্রায়। আর বিলম্ব নাই। অতএব, আমি [illegible] যেন, [illegible] ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এইখানে উপবিষ্ট থাকি।

এ দিকে রাজ্ঞী, কাঞ্চনমালার মুখে বসন্তক ও সুসংগতার পরা-

মর্ম্ম সবিশেষ সমস্ত শুনিয়াছেন এবং ক্রোধে নিতান্ত অধীরা হইয়া, প্রিয়-পরিচারিণী কাঞ্চনমালাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া, সেই সং-কেত-স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বসন্তক, প্রথম সংকেত-স্থান চিত্র-শালিকার দ্বারে প্রাবার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, বিশেষতঃ মুখ-মণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া বসিয়া আছেন ; এমন সময়ে, তিনি তদীয় অনতিদূরে আসিয়া পৌহুঁছিলেন। তখন, কাঞ্চনমালা, জনান্তিকে কহিল, ঠাকুরাণি! আপনি এই খানে থাকুন ; আমি বসন্তকের সংজ্ঞা-সম্পাদন করিতেছি। এই বলিয়া, একটী ছোটিকা দিল। বসন্তক, সেই ছোটিকার শব্দ শ্রবণে পারমাহ্লাদিত হইয়া, লক্ষ্য করিয়া, সুসংগতা-ভ্রমে কাঞ্চনমালার সমীপে আসিলেন। সমীপস্থ হইয়া, ঈষৎ হাস্য-বদনে তাহাকেই বলিতে লাগিলেন, সুসংগতে! ভাল-ভাল! এই যে তুমি অবিকল কাঞ্চনমালার সজ্জা করিয়াছ, যথার্থ বটে। বেশ হইয়াছে। এখন কোথা-কোথা?—সাগরিকা কোথা? ত্বরায় বল। সে, অঙ্গুলি-সংকেত দ্বারা রাজ্ঞীকে দেখা-ইয়া দিল। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই সাগরিকা-ভ্রমে বিস্মিত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, সাগরিকে! তুমিও এই যে ঠিক মহিষী হইয়াছ। অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি, তোমায় দেখিয়াও আমার হৃদয়, ভয়ে এক-একবার ভারী চমকিয়া উঠিতেছে। রাজ্ঞী বাষ্প-নেত্রে কাঞ্চনমালার মুখে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এবং অত্যন্ত ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন, হলা কাঞ্চনমালে! সত্য-সত্যই বসন্তক, আমায় চিনিতে পারিয়াছেন না কি?। কাঞ্চনমালা আস্য-ভঙ্গী-মায় তাঁহার নিষেধ ও বসন্তককে লক্ষ্য করিয়া, অঙ্গুলি-তর্জ্জন দ্বারা সংকেতে কহিতে লাগিল, হতাশ! এই সকল কথা যেন বিলক্ষণ স্মরণ থাকে। বসন্তক পুনরায় কহিলেন, সাগরিকে! সত্বর হও, সত্বর হও ; চল-চল ; অতঃপর আমরা সকলে মিলিয়া, ত্বরায় মহারাজের নিকটে যাই। ঐ দেখ, ভগবান্ শশধর, উদিত হইয়াছেন।

অনন্তর, তাঁহাদিগকে নিরুত্তর ও নীরব দেখিয়া, অতি উদ্ধত-স্বভাব বসন্তক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, পুনরায় বলিলেন, না হয়, বল ত, আমিই যাইয়া, অগ্রে প্রিয়-সখাকে তোমাদের শুভাগমন সংবাদ দি। তিনি, যার পর নাই, উৎকণ্ঠিত রহিয়াছেন। শুনিয়া, রাজ্ঞী, শিরশ্চালন পূর্ব্বক সম্মতি জানাইলেন। বসন্তকও তাড়াতাড়ি রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! এইক্ষণে তোমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। সাগরিকা আনিয়াছি। রাজা আহ্লাদ-সমুদ্রে লীন হইয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক ব্যাকুলিত-চিত্তে বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কই-কই? তিনি কোথায়?। বসন্তক "ঐ যে দাঁড়াইয়া আছেন" বলিয়া, মহিষীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা, সহসা তদীয় সমীপবর্ত্তী ও সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে ভ্রান্ত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে!—সাগরিকে! আহা! তোমার কি চমৎকার রূপ লাবণ্যের মাধুরী দেখিতেছি! অধিক কি কহিব? তোমার বদন-রাজীব ত বদন-রাজীব নয়; সাক্ষাৎ সুধাংশু-মণ্ডল। নয়ন যুগলই রাজীব-যুগল। যুগল কর-তলও যুগল শতদলের অনুকার করিতেছে! যুগল বাহুলতা, যুগল মৃণাল-লতা! আর, যে যুগল ঊরু দেশ লক্ষিত হইতেছে, উহাদিগ-কেও ত যুগল ঊরু দেশ বলিয়া, বোধ হয় না; যেন, যুগল রাম-রম্ভারই যুগল গর্ভস্তম্ভ ঠিক্ জ্ঞান হইতেছে! হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি! তোমার সর্ব্বাঙ্গই সমান আহ্লাদজনক! অধিক কি বলিব, যেখানটী দেখি, বিমোহিত হই। প্রিয়ে! তোমায় বলিতে কি? তোমারে দেখিয়া অবধি, আমার সর্ব্বাঙ্গ, দুরন্ত অনঙ্গের বিষম শর-সন্তাপ-স্বরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে, অহর্নিশ জ্বলিতেছে!। অতএব এস এস; এইক্ষণে একবার আমায় আলিঙ্গন করিয়া, ত্বরায় তাহা নির্ব্বাণ কর।

মহিষী রাজার অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঈদৃশ ঘৃণিত আচরণ

এবং লম্পট স্বভাব দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও রোষ-পরবশ হইলেন। বাষ্পাকুল লোচনে এবং গদ্‌গদ বচনে তাঁহার অগোচরে কাঞ্চনমালাকে কহিলেন, হলা কাঞ্চনমালে! আর্য্যপুত্র এখন এইরূপ করিতেছেন, ইহার পরে আবার কোন্ মুখে আমার সঙ্গে কথা কহিবেন, বলিতে পারিস্?। সে উত্তর করিল, ঠাকুরাণি! দেখিয়া, শুনিয়া, আমি ত একবারে অবাক্ হইয়াছি! যাহা হক্, ত্রিলোকে নিষ্ঠুর পুরুষ জাতির অসাধ্য কাজ নাই!।

বসন্তক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, পুনরায় বলিলেন, সাগরিকে! বিশ্রব্ধা হইয়া, আমার প্রিয়-সখার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ কর। অতি কোপন-স্বভাবা মহিষীর দুর্ব্বচনে, প্রিয়তমের কাণ ঝালা-পালা বাজিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে তোমার সুধাময় সম্ভাষণ শ্রবণে সুশীতল হউক।

রাজ্ঞী, রোষ-রক্তিম বদনে, গলদশ্রু লোচনে ও অভিমান-গদ্‌গদ বচনে, সংগোপনে, পুনর্ব্বার কহিলেন, হলা কাঞ্চনমালে! আমি কি এতই কটুভাষিণী? আর আর্য্য বসন্তক কি এতই প্রিয়ম্বদ হইলেন?। কাঞ্চনমালা বসন্তককে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি-তর্জ্জন করিতে-করিতে অতি ধীরে-ধীরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, হতাশ! এই সমস্ত কথা যেন বিলক্ষণ স্মরণ থাকে!।

অনন্তর, বসন্তক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ-দেখ, কুপিত-কামিনী-জনের কপোল-সম্পত্তির ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ পূর্ব্বক, ভগবান শশাঙ্ক উদিত হইয়াছেন!। রাজা, সুধাকর সন্দর্শনে সমধিক স্পৃহাবান হইলেন এবং রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রাণ-প্রিয়তমে সাগরিকে! দেখ, নিশা-নাথ, তোমার বদনের কান্তি-সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, শৈল-শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে লইতেছে, মদীয় হৃদয়-দাহী ত্বদীয় বিষম বিরহ-দহনে ফুৎকার দিবার নিমিত্তই যেন, সম্মুখে

উপস্থিত!। সুধাংশু-মুখ-মণ্ডলে! বিবেচনা কর, ইহাতে উহাঁর কেবল মুর্খতা দোষই প্রকাশিত হইতেছে কি না! তোমার মুখ-মণ্ডলই ত সম্পূর্ণ সুধাংশু-মণ্ডল। সুতরাং উনি ইহার নিকটে কেবল হারি মানিতেছেন, এই মাত্র। বাস্তবিক, সুধাকরে যে-যে গুণ আছে, ইহাতে তার কোন্‌টীর অসদ্ভাব। বিশেষতঃ তোমার বদন-রাজীব কি সরোজ-রাজীর শোভা বিনাশ করিতে পারে না! না, নয়নের আনন্দ সম্পাদিতে অশক্ত? অথবা ত্বষিনাত্রে কি কুসুম-কেতুর তেজঃ বাড়াইতে সমর্থ নয়; না, সুধাবৃষ্টি করিয়া, বিশ্ব-সংসার সুশীতল করিতে ক্ষমতাবান হয় না!।

সাগরিকার নবানুরাগে বিমুগ্ধ হইয়া, রাজা, এই প্রকার মন্মথা-লাপ করিতেছেন, রাজ্ঞী, আর সহিতে পারিলেন না। তখন তিনি ক্রোধে নিতান্ত অধীরা হইয়া, মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! বেশ বেশ! ভাল হইতেছে। এই যে মনের মতন সাগরিকা পাইয়াছ!। আমি সত্য সত্যই সাগরিকা হইলাম নাকি!। যা হউক, তোমার দোষ নাই; তুমি সাগরিকার নূতন প্রেমে বিচেতন হইয়া, বিশ্ব সংসার কেবল সাগরিকাময় দেখিতেছ!।

রাজা, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া, এককালে বাক্‌পথাতীত বিস্ময়-সাগরে বিলীন ও শশব্যস্ত হইলেন। বসন্তককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন, বয়স্য! এ কি!। বসন্তক মহিষীকে দেখিয়া, বিষাদ-সমুদ্রে লীন ও ভয়ে কুম্পিত-কলেবর হইয়া, স্বর-ভিন্ন বচনে উত্তর করিলেন, আমাদের কৃতান্ত!।

রাজা, বিষম দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া, সহসা অন্য কোন সদুপায় স্থির করিতে না পারিয়া, হঠাৎ রাণীর সমুখে বসিয়া পড়িলেন এবং জড়বড় হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেবি! প্রসন্না হও, প্রসন্না হও।

রাজ্ঞী, অন্তঃস্ফুরিত কোপানলে দগ্ধ-হৃদয়া হইয়া, বিষাশ্রু পরিপূর্ণ বিষম কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ দ্বারা রাজাকে জর্জ্জরীভূত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র! না না, এমন সব কথা মুখে আনিবেন না। ইহার কোন অর্থ নাই। বসন্তক হেটমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবনা করিয়া, কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে অত্যন্ত বিনীত-ভাবে কহিলেন, ভগবতি! এখন, তোমায় আর কি বলি, তুমি অতি মহানুভাবা; অতএব কৃপা করিয়া, প্রিয় সখার এই প্রথম অপরাধটী মার্জ্জনা কর। মহিষী কম্পিত-ওষ্ঠাধরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! প্রথম মিলনে বিঘ্ন জন্মাইয়া, আমিই ত অপরা-ধিনী হইয়াছি!!।

রাজা, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, মহা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং নিরুপায় হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, হা! আমি রাণীর নিকটে দৃষ্ট-ব্যলীক হইলাম! এখন, কি উপায় করি!। অনন্তর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, লজ্জা-নির্জ্জিত অতি বিনীতভাবে কহিলেন, দেবি! হায়! এখন, আমি তোমায় কি বলি? অন্তর্বাষ্প আমার কণ্ঠরোধ করিতেছে। এই অনুপম দুষ্কর্ম্ম করিয়া, আমি তোমার নিকটে যে কত অপরাধী ও বিশ্বাসঘাতী হইলাম, এক মুখে বলিতে পারি না। হে জীবিত-সহায়ে! বলিতে কি? এখনি আমি আমার মস্তক দ্বারা তোমার চরণ-সরোজ-যুগলের লাক্ষাকৃত আতাম্রতা অপনীত করিয়া দিতে পারি; কিন্তু কোপরূপী দুর্দ্দান্ত রাহু কর্ত্তৃক কবলিত তোমার মুখ-সুধাংশুর অতিরিক্ত আতাম্রতা কিসে অপসারিত করি? বল। তবে, তাও অনায়াসে করিতে পারি, যদি তোমার করুণা-প্রবাহে বঞ্চিত না হই। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তদীয় পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তিনি, দুই হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া, পুনর্ব্বার বক্রোক্তি করিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র! না না; উঠ উঠ; ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও;—ধৈর্য্য ধর; সেই ব্যক্তিই নিতান্ত নির্লজ্জ; যে,

তোমার এমন অন্তঃকরণ জানিয়াও পুনরায় রাগ করে ?। অতঃপর সচ্ছন্দে বিরাজ কর। আমি প্রস্থান করিলাম।

এই সময়ে, কাঞ্চনমালা কহিল, ঠাকুরাণি! দূর হউক; কান্ত হউন; মহারাজ পায়ে পড়িলেন; আর কি রাগ করিতে আছে ?। তাও কি ভাল দেখায় ?। আর, রাগ না চণ্ডাল! অতএব যদিই এখন একান্ত রাগ-ভরে চলিয়া যান; আমি, এই, বলিয়া রাখিতেছি, পরে অনুতাপ করিতে হইবে, সংশয় নাই। মহিষী, কহিলেন দূর হ; অরে অপ্র-বীণে! এ স্থলে অনুগ্রহ অথবা অনুতাপের বিষয় কি আছে? বল্। অতএব আয় আয়; ত্বরায় এ স্থান হইতে আমরা সরিয়া যাই। উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন; কিন্তু রাজা তাহা জানিতেও পারিলেন না। তিনি তখনও তদ্গত-চিত্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, অধোবদনে বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেবি! ক্ষমা কর; ক্ষমা কর, প্রসন্না হও, প্রসন্না হও। বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! আর কেন? গা তোল; রাণী কোথায়? তিনি অনেকক্ষণ চলিয়া গেছেন। অতএব বৃথা অরণ্যে রোদনে ফল কি ?।

রাজা অর্দ্ধোত্থিত হইয়া কহিলেন, হা! তিনি কি অনুগ্রহ না করিয়াই চলিয়া গেলেন ?। বসন্তক বলিলেন, অনুগ্রহ না করিয়া গিয়াছেন, আবার কি? এই যে তুমি বিলক্ষণ অক্ষত-গাত্র রহিয়াছ। রাজা, অতিশয় দুঃখে মগ্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, অরে অবোধ! তুই এখনও আমায় উপহাস করিতেছিস্। তুই ত এই সকল অনর্থ ও বিপত্তির মূলীভূত! হা, কি হইল! কি করিলাম! প্রণয় পরম ধন। অত্যন্ত দুর্লভ পদার্থ। অনা-য়াসে পাইবার নহে। বোধ হয়, মহিষীও এই পরীতাপ কোন-ক্রমে সহ্য করিতে পারিবেন না। অধিক কি? হয় ত, মনের খেদে আত্মহত্যাও সম্পাদিত করিতে পারেন। অতএব

এইক্ষণে, তাহারি বা কি উপায় করা যায়?। বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! আমি আর ভাবিতেছি, রাজ্ঞী যেপ্রকার রাগভরে প্রস্থান করিয়াছেন; এতক্ষণ, দুঃখিনী সাগরিকার কি দশাই ঘটিল, বলা যায় না। রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিমিষ-গল-দশ্রু লোচনে বসন্তকের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! আমি তাহাও ভাবিয়া, নিতান্ত অস্থির হইতেছি।

অসুচিত মদন-চেষ্টা কদাচ শুভকারিণী নয়। অনন্তর, অপদেশবেশিনী সাগরিকা, বিলক্ষণ বেশ-ভূষা সমাধান ও অভিসারে প্রবৃত্তা হইয়া, পথে যখন এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন; তখন, যৎপরোনাস্তি লজ্জা ও ভয়, প্রবল বেগে যুগপৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একান্ত ব্যাকুলিত ও অধৈর্য্যান্বিত করিল। তিনি অতঃপর জীবন-ব্যবসায়, বিড়ম্বনা মাত্র বিবেচনা করিয়া, মরণ-ব্যসন শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন। তৎক্ষণাৎ কোন ছলে কাঞ্চনমালার বেশধারিণী প্রিয়সখী সুসংগতা হইতে স্বতন্ত্রা হইয়া, সেই অপদেশ-মহিষী-বেশেই তাদৃশ দুর্ব্যসনে নিরতা হইলেন। রোদন করিতে করিতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ভাগ্যে আমি মহিষীর বেশভূষা করিয়াছিলাম; তাই, নির্ব্বিঘ্নে সংগীতশালা অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিলাম। যা হউক, এখন কি করি?।

তদনন্তর, সেই তমস্বিনী ঘোরা যামিনীতে যুগল বাহুবল্লী দ্বারা বিমর্শন পূর্ব্বক উদ্যান-পথ অন্বেষণ করিয়া, যাইতে যাইতে পুনরায় অশ্রু-পরিপূর্ণ নয়নে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বরং গলায় দড়ী দিয়া মরাও ভাল; তথাপি মহিষীর নিকটে অপমানিত হইয়া, চিরকাল মরার মতন কালযাপন করা আমার প্রাণে সহিবে না। আর, প্রিয়সখী সুসংগতার দুরবস্থা, দেখিয়াও

আমি প্রাণ ধরিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব অশোক তলায় গিয়া, গলায় দড়ী দিয়া, সকল জ্বালায় এককালে জলাঞ্জলি দি!। এই ভাবিয়া, সম্মুখবর্ত্তী অশোক-বৃক্ষের তলে যাইতে লাগিলেন।

বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! অমন মূঢ়ের মত হতবুদ্ধি হইয়া রহিলে যে! এইক্ষণে, কি করা কর্ত্তব্য; প্রতীকার চিন্তা কর। রাজা কহিলেন, সখে! তাহাই ভাবিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, বয়স্য! আমি বিলক্ষণ প্রণিহিত হইয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, এক প্রকার স্থির করিলাম, মহিষীর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে এ বিষয়ে অন্য সদুপায় নাই। অতএব চল, অতঃপর অন্তঃপুর-অভিমুখে প্রস্থান করা যাউক। উভয়ে, মহিলান্তঃপুর-অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া, বসন্তক, সহসা দণ্ডায়মান হইলেন; কর্ণপাত পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দাঁড়াও দাঁড়াও; স্ত্রীলোকের পদশব্দ শুনা যাইতেছে। আমার মনে লয়, দেবী, অনুতাপ-প্রণোদিতা হইয়া, বুঝি, পুনর্ব্বার অভিসার করিতেছেন। রাজা কহিলেন, তিনি মহানুভাবা এবং আমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী; অতএব নিতান্ত অসম্ভব নয়। তবে, অগ্রসর হইয়া দেখ। বসন্তক অগ্রসারী হইলেন।

সাগরিকা, অশোক-মূলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই মাধবীলতা দড়ী করিয়া, গলায় দিয়া, প্রাণত্যাগ করি। পরে, লতা-রজ্জু রচনা করিতে করিতে বাষ্পাকুলিত অতি করুণ কণ্ঠে, পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হা তাত! হা মাতঃ! তোমরা কোথায় রহিলে! তোমাদের দুর্ভাগিণী জন্মের মত বিদায় হয়!। এই বলিয়া, গলে লতাপাশ সমর্পণ করিলেন।

বসন্তক, কিঞ্চিৎ দূর হইতে সেই অত্যন্ত নৃশংস কাণ্ড দেখিতে পাইয়া, মহাচকিত ও মহাভীত হইয়া উঠিলেন এবং ভ্রান্ত হইয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, মহারাজ! হাঁ হা! ধর ধর! রাণী গলায় দড়ী দিয়াছেন। রাজাও অতি সচকিত ও অতি সশঙ্কিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "বয়স্য! কে? কে?।" ইহা কহিতে কহিতে দৌড়াদৌড়ি পবনবেগে তদভিমুখে আসিতে লাগিলেন। বসন্তকও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "রাণী! রাণী!" বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া, তথায় পৌছিলেন। রাজা সাতিশয় বেগবলে অশোক-তলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া "অয়ি সাহস-কারিণি! এ, কি কুকাজ করিতেছ!—হে প্রেয়সি! তুমি কি জান না? লতাপাশ তোমার কণ্ঠগত হইবামাত্র আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে! ছি-ছি! ছাড়ছাড়! এমন দুঃসাহস করিতে নাই।" বলিয়া, তাড়াতাড়ি তাহা উন্মোচন করিয়া দিলেন।

সাগরিকা, রাজাকে দেখিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এই যে মহারাজ! কি আশ্চর্য্য! ইহাঁরে দেখিয়া, আর, আমার মরণ কামনা হইতেছে না। কিন্তু তাহা ভাল নয়, অথবা ভালই হইল; অন্তিম-কালে এক বার প্রাণনাথকে, দেখিয়া সুখে মরি!। অনন্তর, প্রকাশে "নাথ! আমারে ছাড়িয়া দাও; এই সময়ে আমার মরণই মঙ্গল; আর, তুমিই বা মহিষীর নিকটে অকারণ বার্‌ম্বার কেন বৃথা অপরাধী হও" বলিয়া পুনর্ব্বার কণ্ঠে লতা-রজ্জু অর্পণ করিলেন। তখন, রাজা, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া "কেয়; প্রাণ-প্রিয়তমা আমার সাগরিকা!" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ বল পূর্ব্বক লতাপাশ আকর্ষণ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, সুন্দরি! এ, দুঃসাহস কেন করিতেছ! হায়! আমার সকল আশা ভরসায় একবারে জলাঞ্জলি?। হে জীবিতেশ্বরি! তোমার এই দুরধ্যবসায় দেখিয়া আমার জীবিত চলিত-প্রায় হইয়াছে। অতএব তোমার যুগল বাহুপাশ আমার কণ্ঠ-পথে বেষ্টন করিয়া ত্বরায় তদীয়

গতিরোধ কর। এই বলিয়া, তাঁহার দুইটী বাহুবল্লী লইয়া, স্বীয় কণ্ঠে সমর্পিত করিলেন। অনুপম স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া, বসন্তককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এ, অনভ্রা বৃষ্টি!!। বসন্তকও বলিলেন সত্য কথা; কিন্তু কপাল-ক্রমে যদি অকাল-বাত্যা রাজ্ঞী আসিয়া, পুনরায় বজ্রাঘাত না ঘটান!!!।

প্রণয়-গ্রন্থী শিথিল করা, বড় সহজ ব্যাপার নহে। এখানে, অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইবামাত্র মহিষীর রাগ আপনা হইতে অনেক উপশান্ত হইয়া গিয়াছে। তখন, তিনি অনুতাপিনী হইয়া কহিলেন, কাঞ্চনমালে! তেমন চরণ-নিপতিত আর্য্যপুত্রকে একবারে প্রত্যাখ্যান করিয়া আশা বড় ভাল কাজ হয় নাই, সত্য বটে; অতএব, এখন, আমার ইচ্ছা হইতেছে, পুনরায় অভিসার করিয়া, তাঁহার অনুনয় করি। সে ব্যস্ত ও হর্ষিত হইয়া কহিল, এ, উত্তম পরামর্শ! মহারাণী ব্যতীত কে এমন সুযুক্তি জানে। ভাল মনে করিয়াছেন। অতএব আসুন, এখনি যাই। ইহা কহিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিল। মহিষীও তদীয় অনুগামিনী হইলেন।

অশোকতলে, রাজা, সাগরিকাকে সম্বোধন করিয়া, পুনরায় কহিলেন, মুগ্ধে! এখনও কি তুমি আমার মনোরথ সফল করিলে না?। কাঞ্চনমালা যৎকিঞ্চিৎ ব্যবধান হইতে রাজার সেই কণ্ঠশব্দ শুনিতে পাইয়া বলিল, ঠাকুরাণি! অগ্রবর্ত্তী অশোক তলে মহারাজের স্বর শুনিতে পাই। তবে, বেশ হইয়াছে, বুঝি, তিনিও যথেষ্ট অনুতাপিত ও ভীত হইয়া, আপনার অনুনয় বিনয় ও সাধ্য সাধনা করিতে আসিতেছেন। অতএব চলুন চলুন; ত্বরায় নিকটবর্ত্তিনী হই। শুনিয়া, রাজ্ঞী চকিতা ও প্রসন্না হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ভাল হইল। তবে, আমিও লুকাইয়া, পিঠের দিক্ দিয়া, গিয়া, গলা ধরিয়া, আর্য্যপুত্রকে সাধিব ও তাঁহাকে সকল কুকার্য্য হইতে এককালে নিবারিত করিব।

ওখানে, বসন্তক পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগবতি সাগরিকে! বিশ্রব্ধা হইয়া, প্রিয় বয়স্যের সহিত ক্ষণিক আলাপ কর। মহিষী এই কথা শুনিতে পাইয়া, পুনরায় ক্রোধে নিতান্ত অধীরা হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হলা কাঞ্চনমালে! ঐ যে ওখানে সাগরিকাও রহিয়াছে! হাঁ আমি এখন বেশ বুঝিলাম। অতএব রস্ রস্, আগে সকল শুনি। অনন্তর উভয়ে কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। সাগরিকা রাজার কথার উত্তর করিলেন নাথ! আর তোমার অলীক দাক্ষিণ্যে কাজ কি?। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা মহিষীর নিকটেই যা, আর বারং-বার অকারণ কেন বৃথা অপরাধী হইতেছ?। রাজা কহিলেন, অয়ি! তুমি বড় মিথ্যা-ভাবিণী; তুমি কি জান না; নিশ্বাস পরিত্যাগ অথবা প্রশ্বাস পরিগ্রহ কালে, মহিষীর স্তনদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইলেও আমি যে তৎক্ষণাৎ কম্পিত হই; তিনি, নিমেষ-মাত্র কথা না কহিলেও আমি যে তৎক্ষণাৎ দশ দিক্ শূন্য দেখি ও কত শত প্রিয় বাক্যের বিন্যাস করিতে থাকি এবং তাঁহার ভ্রূ ভঙ্গের লেশমাত্র জন্মিলেও আমি যে তৎক্ষণাৎ একবারে বিচেতন হইয়া, তাঁর দুটী পদতলে লুঠিয়া পড়ি; সে সকল কেবল আভি-জাত্য রক্ষা নিবন্ধন, এই মাত্র; নতুবা, প্রকৃত প্রণয় নিবন্ধন কখনই নয়। হে প্রিয়তমে! তোমায় স্বরূপ কহিতেছি, বাস্তবিক আমার যথার্থ প্রীতি যা, তা তোমাতেই রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। শুনিয়া, মহিষী, সহসা রাজার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং সুদীর্ঘ রোষবশে এই মাত্র বলিলেন, আর্য্যপুত্র! এ যথার্থ বলিতেছ!।

রাজা, রাজ্ঞীকে দেখিয়া, পুনরায় মহা-চকিত ও বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, দেবি! অকারণ আমারে বৃথা তিরস্কার করা উচিত নয়। বেশ সৌসাদৃশ্যে বিপ্রলব্ধ হইয়া, আমরা এখানে আসিয়াছি। অতএব আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হয়। ইহা কহিয়া, নিরুপায়, পুনরায় তদীয় পদতলে

নিপতিত হইলেন। রাজ্ঞী রোষ-কষায়িত নয়নে ও স্বর-ভিন্ন বচনে বলিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ; ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর; এখনও আর কেন বৃথা আভিজাত্য রক্ষা করিতে কষ্ট পাইতেছ?। রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! ও কথাটী-পর্য্যন্তও ইহাঁর স্বকর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে!। তবে, ত, আর সহজ প্রসন্নতার আশা দেখিতেছি না। এই ভাবিয়া, অধো-বদন ও নীরব হইয়া রহিলেন। তখন, বসন্তক বলিলেন, ভগবতি! জ্যোৎস্নার আলোকে ভাল দেখিতে পাই নাই। বেশ-সৌসাদৃশ্যে "তুমিই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছ" এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া, আমিই প্রিয়-সখারে এখানে আনিয়াছি; যদি আমার কথায় প্রত্যয় না কর; এই লতাপাশ দেখ! এই বলিয়া, সাগরিকার লতারজ্জু দেখা-ইলেন। রাজ্ঞী আজ্ঞা করিলেন, কাঞ্চনমালে! ঐ লতা-পাশ দিয়া, বান্ধিয়া, এই দুষ্ট বামণকে লইয়া চল্। আর, এই দুষ্টা কামিনী-কেও উহার পুরোবর্ত্তিনী কর্। ইহা কহিয়া বসন্তক ও সাগরিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

সে "যে আজ্ঞা মহারাণি!" বলিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই লতা-রজ্জু দ্বারা বসন্তকের গলা বান্ধিয়া, তাড়ন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হতভাগ্য! এখন, আপনার অবিনয়ের উত্তম ফলভোগ কর। আর "অতি কোপন-স্বভাবা মহিষীর দুর্ব্বচনে প্রিয়তমের কাণ ঝালাপালা বান্ধিয়া রহিয়াছে!" সেই কথাটীও স্মরণ কর। সাগরিকে! তুমিও আগে-আগে চল। এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাদৃশাবস্থ তাদের দুজনকে লইয়া, রাজ্ঞীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ প্রস্থান করিল।

বন্ধন-দশায় রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাইতে-যাইতে বসন্তক অত্যন্ত বিষাদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! মনোরমা!

এইবার মলেম! এই অনাথ ব্রাহ্মণকে যেন স্মরণ থাকে। সাগরিকাও মনে-মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়-হায়! আমি কি দুর্ভাগিনী! ইচ্ছায় আমার মরণও হইল না?

রাজা যৎপরোনাস্তি খেদিত ও শশব্যস্ত হইয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়! কি হইল! কি হইল!! এখন, কি উপায় করি। কোন্ দিক্ ভাবি, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। সম্প্রতি আমার সকল দিকে সমান বিপত্তি দেখিতেছি, মহিষীর বদনারবিন্দে সে স্মিত-শোভা নাই! দুঃখিনী সাগরিকার অতি ভীষণ দুর্দ্দশা ঘটিল! আর, তপস্বী বসন্তকেরও দারুণ বন্ধন-দশায় প্রাণ যায়!!। হায়! এই সকল দেখিয়া, শুনিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি, সর্ব্বথা নির্বিণ্ণ হইতেছি। অন্তঃকরণে সুখের লেশমাত্রও নাই। অতঃপর, এই স্থলে একাকী অবস্থিতি করিয়াই বা কি করি। অগত্যা অন্তঃপুরে যাই। পুনরায় মহিষীর প্রসন্নতা ব্যতীত উপায় দেখিতেছি না। ইহা ভাবিতে-ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

রাজ্ঞী, বন্ধন করিয়া, অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার পর, সাগরিকার সঙ্গে সুসংগতার একবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তাহার পরে, সে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু আর কোনক্রমে কুত্রাপি তাহার দেখা পায় নাই। অতএব, এক সময়ে যার পর নাই দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, হা প্রিয়সখি সাগরিকে! হা লজ্জালুকে! হা সখীজন-বৎসলে! হা উদার-শীলে! হা সৌম্য-দর্শনে! এখন, কোথায় গেলে, তোমায় দেখিতে পাই। এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, অরে পোড়া দৈব! তোর কণামাত্রও করুণা নাই। যদিই সেই অসামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলি; তবে, কেন, পুনরায় তাঁর এমন দুর্দ্দশা করিলি?। হা! তিনি জীবনের আশায় নিতান্ত নিরাশ্বাসিনী হইয়া "এই রত্নমালা কোন ভূ-দেবের হস্তে সমর্পণ করিও" বলিয়া, আমার হাতে রাখিয়া গিয়াছেন। যাই; এইক্ষণে ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করি।

সুসংগতা, ব্রাহ্মণের অন্বেষণে নির্গতা হইয়া, বসন্তককে দেখিতে পাইল এবং মনে-মনে বলিতে লাগিল, ভাল! ইহাঁকে রত্নমালা প্রদান করি। অনন্তর, তিনি তদীয় অনতিদূরবর্ত্তী হইয়া হাঃ-হাঃ শব্দ করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আঃ রাজা আজি রাজ্ঞীর ভারী প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন! আমারে বন্ধন-দশা হইতে মুক্তি দিয়াছেন! তাঁহার স্বহস্ত-দত্ত মোদক লড্ডুক অভ্যবহার দ্বারা আজি আমার উদর বিলক্ষণ পরিপূর্ণ হইয়াছে!। আর, তিনি এই এক যোড়া উত্তম পট্টবস্ত্র ও এই এক যোড়া ভাল কর্ণালঙ্কার

আমায় দক্ষিণা দিয়াছেন। অতএব ত্বরায় রাজার নিকটে যাই। এই সকল দেখিলে শুনিলে, তিনি, যার পর নাই আনন্দিত হইবেন।

এই বলিয়া, সাতিশয় উল্লাসিত হইয়া, রাজ-সাক্ষাৎকারে যাইতেছেন, ইত্যবসরে, সুসংগতা, তাঁহার সমীপে উপনীতা হইল এবং গলদশ্রু লোচনে ও গদ্গদ বচনে কহিল, আর্য্য! একবার দাঁড়ান। তিনি তাহাকে দেখিয়া, সাতিশয় বিস্মিত ও দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সুসংগতে! তুমি, এখানে কাঁদিতেছ কেন? সাগরিকার কোন অহিত ঘটিয়াছে নাকি?। সে উত্তর করিল, আর্য্য! কিছুই ত জানিতে পারি নাই; ইহা মাত্র শুনিয়াছি, রাণী, আপনার পিত্রালয় উজ্জয়িনী পাঠাইবার কথা রাষ্ট্র করিয়া, তাঁরে কোথায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা কহিতে কহিতে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাষ্প-ধারায় কাঁদিতে লাগিল। তখন, তিনিও উদ্বিগ্ন হইয়া, সাগরিকাকে উদ্দেশ করিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হা ভগবতি সাগরিকে! হা অসামান্য-রূপ-শোভে! হা মৃদুভাষিণি! রাণী তোমার এমন দুর্দ্দশা করিলেন। সুসংগতা কহিল, আর্য্য! সেই তপস্বিনী, জীবিত-নিরাশা হইয়া, তাঁহার এই রত্নমালা বিপ্রসাৎ করিবার ভার দিয়া, আমার হাতে রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি গ্রহণ করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ণে হাত দিয়া, বাষ্প-পরিপূর্ণ লোচনে কহিলেন, সুসংগতে! বল কি? ইহা গ্রহণ করিতেও কি আমার হাত সরে?। এই মাত্র বলিয়া, ঝরঝরিত ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন।

সুসংগতা কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনর্ব্বার বলিল, আর্য্য! তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, ইহা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়। তখন, তিনি অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, সুসংগতে! আচ্ছা, তবে দাও; প্রিয়সখা, সাগরিকার বিরহে নিতান্ত অধৈর্য্য হইলে,

ইহা দেখাইয়াও তাঁহারে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিতে পারিব। সে, তাহা প্রদান করিল। তিনি গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, সুসংগতে! তিনি এই বহুমূল্য রত্নহার কোথায় পাইয়াছিলেন, বলিতে পার ?। সে উত্তর করিল, আর্য্য! কোন সময়ে, আমিও আপনকার মত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাঁহায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বসন্তক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, তার পর ? তার পর ? তিনি কি উত্তর করিয়াছিলেন ?। সুসঙ্গতা কহিল, তিনি প্রথমে ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তদনন্তর, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন "সুসঙ্গতে! সে সকল কথায় আর কাজ কি ?" এইমাত্র বলিয়াই অভিমান-সাগরে ভাসমান হইলেন এবং ভারি কান্দিতে লাগিলেন। তখন বসন্তক বলিলেন, হাঁ, আমি তাঁহার অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তিনি আপনার পরিচয় গোপন করিয়াছেন। যা হউক, অমার নিঃসংশয় অনুমান হইতেছে, সাগরিকা, কোন মহা-সম্ভ্রান্ত বংশের তনয়া হইবেন। ইহা কহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, সুসঙ্গতে! রাজা এখন কোথায় বলিতে পার ?। সে কহিল, তিনি এইমাত্র দেবী-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্ফটিক-শিলা মণ্ডপে গমন করিলেন। এই বলিয়া, স্বস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিল। বসন্তকও স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

রাজা, একাকী স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, শূন্য-হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, হায়! আমি রাণীর নিকটে কত ছলে কত প্রকার শপথ করিলাম; তাঁহার মনের মত কত শত প্রিয়বাক্য বলিলাম! কত ভাব-ভঙ্গী করিলাম; অধিক কি ? অবশেষে লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, সখীগণের সমক্ষেই তাঁর দুটী পায়ে পড়িলাম, কি আশ্চর্য্য! তাতে আমি, তত ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে পারিলাম

না; তিনি, ক্ষণকালমাত্র ক্রন্দন করিয়াই যতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সেই অশ্রুবিন্দুর সম্পাতমাত্র যেন তদীয় সমুদায় কোপ, এককালে ক্ষালিত হইয়া গেল!। অনন্তর, রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, রাণী, প্রসন্না হইয়াছেন। অতএব, এইক্ষণে যদিও আমার সে চিন্তা দূর হইয়াছে, যথার্থ বটে; তথাপি এক সাগরিকা-চিন্তা আমারে যার পর নাই ব্যাকুলিত ও অধৈর্য্যান্বিত করিতেছে। অন্তঃকরণে সুখ-সঞ্চার মাত্র নাই। বলিতে কি, সেই কৃশাঙ্গী প্রথম সন্দর্শন সময়ে পঞ্চশরের শরপাত ছিদ্র দিয়া, আমার হৃদয় মন্দিরে প্রবিষ্টা হইয়া গিয়াছেন!। ক্ষণকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন, হা! যে একমাত্র বিশ্রাম-স্থল প্রিয় বয়স্য বসন্তক ছিলেন, রাণী তাঁহারেও দারুণ বন্ধন-দশায় অন্তঃপুরে রাখিলেন। সুতরাং কার কাছে অশ্রুপাত করি?।

রাজা, এই প্রকার উদ্বেগ ও চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, বসন্তক আসিয়া তথায় পৌহুঁছিলেন। "স্বস্তি ভবতে" বলিয়া, দুই হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! সৌভাগ্যক্রমে তুমি বর্দ্ধমান হইতেছ। যেহেতু, দেবীর হস্ত-গ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, আমি, পুনর্ব্বার তোমায় দেখিতে পাইলাম। রাজা, তাঁহাকে দেখিয়া যৎকিঞ্চিৎ আশ্বাসিত ও অপেক্ষাকৃত ধীরতা-সম্পন্ন হইলেন। তখন বসন্তক বলিলেন, বয়স্য! রাজ্ঞীর অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি। রাজা কহিলেন, সখে! বেশ দর্শনেই তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গত হইয়াছে। এক্ষণে বল-বল, সাগরিকার কি দশা?। বসন্তক, বৈলক্ষ্যবান অধোবদন হইয়া রহিলেন। রাজা ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, কেন কেন? কিছুই কহিতেছ না, যে?। বসন্তক উত্তর করিলেন, অপ্রিয় সমাচার কেমন, করিয়া মহারাজের গোচর করি, বল। তখন, রাজা

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্বিগ্ন-মনাঃ হইয়া কহিলেন, কি? অপ্রিয় সম্বাদ?—সত্য সত্যই কি প্রিয়তমার প্রাণোৎসর্গ হইয়াছে? হা প্রাণ-প্রিয়তমে! সাগরিকে! এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। বসন্তক, সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! ক্ষান্ত হও; ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর; এরূপ কাতর হইও না। রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া গলদশ্রু লোচনে ও গদ্‌গদ বচনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হে জীবন! তুমি আমায় এখনি পরিত্যাগ কর। আমি অতি অদক্ষিণ নরাধম; আমার প্রতি দক্ষিণ হও; প্রণয়িনীর অনুগমন কর। যদি তুমি ত্বরায় তাহা না কর; তাঁহারে জন্মের মত হারাইলে; আর দেখিতে পাইবে না। গজগামিনী প্রণয়িনী, এতক্ষণ কতদূর চলিয়া গেলেন।

বসন্তক বলিলেন, বয়স্য! ওরূপ আশঙ্কা কেন কর! আমি, ইহা এইমাত্র শুনিয়াছি, রাণী, তাঁহায় উজ্জয়িনী পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাই, অপ্রিয় সমাচার বলিলাম। রাজা কহিলেন, কি? রাজ্ঞী, তাঁহায় উজ্জয়িনী পাঠাইয়াছেন?। হায়! তিনি আমার অণুমাত্র খাতির রাখেন না ও মুখ চান্ না!।

অনন্তর, পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, বয়স্য! এই সংবাদ তোমায় কে বলিল?। বসন্তক বলিলেন, সুসংগতা। আর, কি জানি, সে কি উদ্দেশে আমার হাতে এই রত্নহার সমর্পণ করিয়াছে। রাজা কহিলেন, তবে, আর আমায় আশ্বাসিবার অন্য উপায় দেখিতে হইবে না; দাও-দাও। এই বলিয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিলেন। তিনি তদীয় হস্তে রত্নমালা প্রদান করিলেন। রাজা ইষ্ট-তমা-দত্ত সেই রত্নহার অতি যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ সবিস্তর নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর, বক্ষঃস্থলে রাখিলেন। অবশেষে, বলিতে লাগিলেন, আহা! প্রাণ-প্রিয়তমার কণ্ঠদেশ হইতে পরিভ্রষ্ট এই রত্নমালা, আমার কণ্ঠদেশে আশ্লেষ করিয়া, তুল্যাবস্থা সখীর

ন্যায় আমায় আশ্বাসিত করিল! ইহা কহিয়া পুনরায় বলিলেন, বয়স্য! অতঃপর তুমি ইহা পরিধান কর; এক-একবার নয়ন-পথে পতিত হইলেও আমার যৎকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য-লাভ হইতে পারে!। ইহা কহিয়া, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ কণ্ঠে ধারণ করিলেন। রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! প্রিয়তমার পুনর্দ্দর্শন দুর্লভ বোধ হইতেছে। তখন, ভীত হইয়া দুই কর্ণে দুই হাত দিয়া, বসন্তক বলিলেন, অত উচ করিয়া কহিবেন না। কি জানি, আবার কোন্ দিক হইতে কে হঠাৎ শুনিয়া ফেলিবে। আমার বড় ভয় হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে; ইত্যবসরে, বার্ত্তাবহ বসুন্ধরা, আসিয়া, রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইল এবং "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া, সংবর্দ্ধনা করিয়া নিবেদিল, মহারাজ! সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মা, কোন শুভ সমাচার লইয়া, এই স্ফটিক-শিলা মণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা ব্যস্ত-সমস্ত ও কৌতূহলগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, তাহারে অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইস। বসুন্ধরা "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বিজয়বর্ম্মারে রাজ-সাক্ষাৎ-কারে লইয়া গেল। বিজয়বর্ম্মা তথায় উপনীত হইয়া বিহিত-বিনয়-নম্রভাব সম্বলিত হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনকার সেনাপতি রুমণ্বান জয়ী হইয়াছেন!। রাজা অতিশয় আগ্রহ ও সমুচিত আনন্দ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্লমুখে কহিলেন, বিজয়বর্ম্মন্! কোশল রাজ্য জয় হইয়াছে?। বিজয়বর্ম্মা বলিল, দেব-প্রসাদাৎ। তখন, রাজা, স্বীয় সেনাপতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সাধু রুমণ্বান! সাধু! তুমি অচিরে মহৎ প্রয়োজন সাধন করিয়াছ। বিজয়বর্ম্মন্! বল-বল, অতঃপর আমি আদ্যোপান্ত সন্ধিপের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিব।

বিজয়বর্ম্মা বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হয়; মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা রাজধানী হইতে নির্গত হই। গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতি প্রভৃতি দুর্নিবার মহাবল সেনাদল সমভিব্যাহারে কয়েক দিবসের পরে বিপক্ষের রণভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তথায় পৌছঁ-ছিবা-মাত্র শুনা গেল, কোশলপতি অতি সতর্কতা সহকারে বিন্ধ্য দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তর, রুমণ্বান্ সসৈন্যে সেই বিন্ধ্য দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া দুর্গদ্বারে যথোচিত অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক কৌশল করিয়া, সেনা সমা-বেশন করিতে লাগিলেন। রাজা নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তার পর?—তার পর?। বিজয়বর্ম্মা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তাহার পর, কোশলেশ্বর রুমণ্বানের ঐ পরিভব একান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া, অবশেষে, অগত্যা অভিদর্পে হাস্তিক প্রায় স্বীয় অশেষ সৈন্য সজ্জীভূত করিলেন।

এই সময়ে, বসন্তক বিস্ময় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ, কি পর্ব্ব! শুনিতে যে ভয় হয়!। অহে বিজয়-বর্ম্মন্! অল্প অল্প করিয়া বল, বড় বাড়াবাড়ি কাজ নাই। অমনি আমার বক্ষঃস্থল গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

রাজা পুনর্ব্বার বিজয়বর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বিজয়বর্ম্মন্! তার পর!—তার পর!। বিজয়বর্ম্মা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! তাহার পর, কোশলেশ্বর স্বীয় দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইলেন। তখন, বড় চমৎকার শোভা ও অতি অপূর্ব্ব সমারোহ হইল!। বলিতে কি! তাঁহার রাজহস্তী সকলের পৃষ্ঠস্থিত এক একটা বরগুক দেখিলেই বুদ্ধি লোপ হয়। বোধ হয়, হস্তিযূথ, যেন প্রত্যেকে এক একটা বিন্ধ্য দুর্গই পৃষ্ঠে করিয়া অবলীলাক্রমে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোশলপতি,

অসংখ্য সৈন্য সমস্ত বিন্যাস দ্বারা এককালে আমাদের চারিদিক্ রোধ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের সেনাপতি রুমণ্বান্ আর সহিতে পারিলেন না! কোশল রাজ্যের জয়লাভরূপ ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত দ্বিগুণ সাহস ধরিলেন; হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অতি বেগে চতুর্দ্দিক্স্থ বিপক্ষের বাহিনী-চক্র মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার বাহনভূত মত্ত মাতঙ্গের বেগেই বিপক্ষ পক্ষের কত শত সৈন্য ধরাশয়ন করিল।

কিন্তু মহারাজ! কোশলরাজের রণ-পাণ্ডিত্যের কথা কি কহিব? এই ব্যাপারেও তিনি কিছুমাত্র ভীত বা সংকুচিত হইলেন না। ঐ সময়ে, তাঁহার করে করাল করবাল স্যান্ স্যান্ শব্দে ঘুরিতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে তিনি আমাদের অনেক গুলি প্রধান প্রধান সৈন্য ও সেনাপতি হতাহত করিয়া ফেলিলেন। এমন কি? তাঁহারা, খণ্ড খণ্ড হইয়া, ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। শোণিত-ধার তাঁহাদের বর্ম্ম উচ্ছেদ করিয়া বহিতে লাগিল!—রণস্থল এককালে রক্ত-গঙ্গা হইয়া গেল!!!।

তখন, রুমণ্বান্ দেখিলেন, আমাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত! তাঁহার প্রধান প্রধান বল সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে!। অতএব তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক বিপক্ষ-পক্ষের সৈন্যরাজী পরিত্যাগ করিয়া, আজি-মুখে একবারে নিজ কোশল-পতিকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। বিজয়বর্ম্মা, এই পর্য্যন্ত বলিলে, রাজা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, কি? আমাদেরও এত সৈন্য সেনাপতি ক্ষত হইয়া গিয়াছে?। বিজয়বর্ম্মা বলিলেন, মহারাজ! একা রুমণ্বানই শরশত সন্ধান দ্বারা কোশলপতিকে নিহত করিয়াছেন!!।

বসন্তক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, বাহোয়া! বাহোয়া! আমরা জিতিয়াছি!। মহারাজের জয় হউক। এই বলিয়া

মহা আড়ম্বর এবং বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন সাধু রুমণ্বান্! সাধু! সাধু! তোমার মরণও অতি শ্লাঘনীয় বটে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু বিপক্ষ-বদনও তোমার পৌরুষ বর্ণনা করিতেছে। এই বলিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বিজয়বর্ম্মন্! তার পর?—তার পর?। তিনি বলিলেন, দেব! তাহার পর, রুমণ্বান্, কৌশলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্ম্মারে স্থাপিত করিয়া, প্রহার-ব্রণিত আমাদের সেনাবলীর অনুবর্ত্তমান হইয়া, কৌশাম্বী অভিমুখে প্রতিযাত্রা করিয়াছেন। শনৈঃ শনৈঃ আসিতেছেন। তিনিও আগত-প্রায়।

রাজা আজ্ঞা করিলেন, বসুন্ধরে! যৌগন্ধরায়ণকে বল, বিজয়বর্ম্মারে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করেন। সে, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহারে সমভিব্যাহারে করিয়া, তদীয় সমীপে প্রস্থান করিল।

অনন্তর, কাঞ্চনমালা, রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটা হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! মহারাণীর বাপের রাজ্য অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী হইতে এক জন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছেন। নাম, সম্বর-সিদ্ধি। অতএব, তিনি নিবেদন করিয়াছেন, সম্বরসিদ্ধির সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজাল দেখিয়া, তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয়। তিনিও মহারাজ-পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া, তাহা দেখিবেন, মানস করিয়াছেন। রাজা, যথোচিত আগ্রহ ও সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, কাঞ্চনমালে! ভাল! ঐ ইন্দ্রজাল সন্দর্শনে আমারও সমধিক কৌতুহল জন্মিল। অতএব তুমি গিয়া মহিষীরে বল, অবিলম্বেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। এখনি, তাহার সমুদায় আয়োজন হইতেছে। সে "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া, চলিয়া গেল।

তদনন্তর রাজবাটীতে ইন্দ্রজাল প্রয়োগের উপযুক্ত আবং অনু-

স্থান সমাধান হইলে, সম্বরসিদ্ধি, সদলে রঙ্গভূমি প্রবেশ করিলেন এবং ইন্দ্রজাল ব্যাপার আরম্ভিত হইল। সম্বরসিদ্ধি, গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ পিচ্ছিকা ঘূর্ণায়মান করিতে করিতে বহুধা হাস্য করিলেন। পরে, স্বয়ং নান্দীপাঠ করিতে লাগিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রের চরণে প্রণিপাত করি। যাঁহার প্রসাদে আমার সুপ্রতিষ্ঠ " ঐন্দ্রজালিক " উপাধি লাভ হইয়াছে এবং আমি এই সুখকর ব্যবসায়ে বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছি। হে দেবরাজ! কৃপা করুন ; আমি, আজিকার এই নাট্য-সভায় যেন সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি। অভিলাষ করিয়াছি, ধরণীতে মৃগাঙ্ক, আকাশে মহীধর, জলে জলন ও মধ্যাহ্নে প্রদোষ দর্শাইয়া সভাস্থ সমস্ত জন-গণের আনন্দ উদ্ভাবন এবং সম্ভাজন করিব।

শুনিয়া, বসন্তক কহিলেন, মহারাজ! এই বেলা সাবধান হও। এ ব্যাটার যে প্রকার আড়ম্বর দেখিতেছি ; কি না সম্ভ-বিতে পারে ?।

সম্বরসিদ্ধি, রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, দেব! আর অধিক কি নিবেদন করিব ? যাহা যাহা কহিলাম, শুনিলেন। ইহা ব্যতীত আরও যে-যে কিছু অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে মহারাজের অভি-লাষ হইবে, আজ্ঞা হইবামাত্র শিক্ষাদাতা গুরুদেবের প্রসাদে এবং তদীয় অমোঘ মন্ত্র বলে অবলীলা ক্রমে সেই সমুদায় সম্পাদিত করিতে পারিব। তখন, রাজা, কাঞ্চনমালাকে ডাকাইয়া বলি-লেন, চেটী-বৃন্দে! আমার নাম করিয়া, রাজ্ঞীরে বল, তাঁদেরি এই ঐন্দ্রজালিক। আর, এই স্থান, বিলক্ষণ বিজনীকৃত হইয়াছে। অতএব, তিনি, এখানে আসিলে একত্রিত হইয়া ইন্দ্রজাল কৌতুক দেখি। সে " যে আজ্ঞা মহারাজ! " বলিয়া, তথা হইতে নির্গত হইয়া সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে কুতুহলিনী রাণীকে সমভিব্যা-হারিণী করিয়া পুনঃপ্রবেশ করিল। রাজা ও রাণী উভয়ে একত্র

হইয়া, ইন্দ্রজাল দেখিতে বসিলেন। রাজা সংগোপনে স্মিতমুখে কহিলেন, রাণি! তোমার পিতৃকুলের সম্মানিত এ, ত, অনেক গর্জ্জন করিতেছে!। তদনন্তর, ঐন্দ্রজালিককে আজ্ঞা করিলেন, ভদ্র! বহু-বিধ ইন্দ্রজাল প্রয়োগ কর। তিনি মস্তকে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক “যে আজ্ঞা মহারাজ!” বলিয়া পুনরায় পিচ্ছিকা ঘুরাইয়া নাট্য আরম্ভ করিলেন।

সম্বরসিদ্ধি কহিলেন, মহারাজ! দেখুন-দেখুন, আকাশে, ঐ, হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি অমর-গণ বিরাজমান! ঐ দেখুন, দেবরাজ, ত্রিদিবের একাধিপত্য করিতেছেন! তাঁহার সম্মুখে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব-গণ নৃত্য করিতেছে!। রাজা, রাজ্ঞী এবং সভাস্থ সমস্ত দর্শক, ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও বিস্ময় সাগরে লীন হইয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজা, দেবতা সকল সন্দর্শনে হঠাৎ ভ্রান্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিস্মিত ও ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!। রাজ্ঞী বিস্মিত ও ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!। দর্শক-গণও বিস্মিত ও ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!। রাজা, সাতিশয় বিস্ময় ও সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রযুক্ত পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!!। দেবি! এ যে অভূত-পূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি!। প্রেয়সি! দেখ-দেখ, ঐ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সরোজাসনে অধ্যাসীন হইয়া স্বয়ং বিরাজ করি-তেছেন! অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত-শেখর ভগবান চন্দ্রশেখর সাক্ষাৎ বিরাজমান!। আর, ঐ, ওদিকে, দেখ-দেখ! চারি হাতে ধনুঃ, অসি, গদা ও চক্র ধারণ পূর্ব্বক ভয়-প্রকট বিকট-বেশে দৈত্যান্তক ভগবান চক্রপাণি স্ববাহন গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজে বিরাজ করিতেছেন। আবার, এদিকে, দেখ-দেখ! ঐ, প্রকাণ্ড

ঐরাবতের পৃষ্ঠদেশে আসীন ভগবান ত্রিদশ-পতি এবং অপরাপর অমরাবলী অমরস্থলী সুশোভিত করিয়া মহা-কুতূহলী রহিয়াছেন! আর, চির-সুকুমারী দিব্য-নারীরাও অতি চমৎকার ও মনোহর নাচিতেছেন! তদীয় নূপুর সকলের বিমোহন স্বনে শ্রবণ যুগল সুশীতল হইল!!। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!। রাজ্ঞী সাতিশয় চমৎকৃতা ও প্রীতা হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!। সভাস্থ সমস্ত দর্শক মণ্ডলীও সাতিশয় চমৎকৃতা ও প্রীতা হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!!। তখন, বসন্তক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অরে ব্যাটা দাসী-সুত ঐন্দ্রজালিক! তোর বৃথা ও-সকল ঔদ্ধত্যে কাজ কি? বল্। তুই কি মনে করিয়াছিস্, দেবতা ও অপ্সরাঃ দেখাইয়া উদয়নকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবি? এই সময়ে, যদি, ইহাঁরে পরিতুষ্ট করিয়া কিছু পারিতোষিক উপার্জ্জন করিতে চাস্; সাগরিকা দেখা।

এইরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার চলিতেছে; ইত্যবসরে বসুন্ধরা, পুনরায় রাজ-সাক্ষাৎকারে আসিয়া নিবেদিল, "মহারাজ! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ নিবেদন করিতেছেন, ইতি পূর্ব্বে মহারাণীর মাতুলালয়ে সভাজনার্থ এ রাজধানীর কঞ্চুকী বাভ্রব্যকে সিংহলে পাঠান হইয়াছিল। এইক্ষণে তাহার সমভিব্যাহারে তথা হইতে তথাকার প্রধান অমাত্য বসুভূতি আসিয়াছেন। মহারাণীর মাতুল রাজা বিক্রমবাহু, মহারাজের সভাজন উদ্দেশে তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। কয়েক দিন অতীত হইল, তাঁহারা উভয়ে আসিয়া পৌহুঁছিয়াছেন। কিন্তু রাজ-সন্দর্শন করেন নাই। অদ্য এই অবসর, তদীয় প্রশস্ত কাল জানিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; কি আজ্ঞা হয়। আর, আমিও উপস্থিত অবশ্য-কর্ত্তব্য রাজকার্য্য সকলের সমাধানান্তে শ্রীচরণোপান্তে পৌহুঁছিতেছি।

রাজ্ঞী, মাতুলামাত্যের নাম শ্রবণে অত্যন্ত উল্লাসিনী হইলেন এবং ব্যস্ত-সমস্তা হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ইন্দ্রজাল আজ এইখানে থাকুক। আর্য্য বসুভূতি আসিয়াছেন। অতএব তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা হইলে ভাল হয়। রাজা "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সম্বরসিদ্ধিকে আজ্ঞা দিলেন, ভদ্র! অদ্য এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; এইক্ষণে তুমি বিশ্রাম কর। তিনি রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র শিরোধার্য্য করিয়া "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া, পুনর্ব্বার পিচ্ছিকা ঘুরাইয়া, বিরত হইলেন। কিন্তু কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিলেন, মহারাজ! আমার আর একটী বড় ভাল খেলা বাকী রহিয়া গেল; কোন সময়ে, সেটী অবশ্য দেখিতে হইবে। রাজাও কহিলেন, ভাল, দেখা যাইবে।

অনন্তর, রাজ্ঞী অনুমতি করিলেন, কাঞ্চনমালে! আমার নাম করিয়া, গিয়া, যৌগন্ধরায়ণকে বল, সম্বর-সিদ্ধিকে সম্প্রতি কিছু পারিতোষিক দেন। সে "যে আজ্ঞা মহারাণি!" বলিয়া, তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, তথা হইতে নির্গত হইল। রাজা বসন্তককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! যাও, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তুমি বসুভূতিকে সঙ্গে করিয়া আন। তিনি "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুচিত সমাদর প্রদর্শন সহকারে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন। বাভ্রব্য, তদীয় সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি, বহু দিনের পর, আজি, পুনরায় প্রভু সন্দর্শন করিব, বলিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইতেছি। সাধ্বস-বশে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, বাষ্প-জলে দৃষ্টি অবিস্পষ্ট এবং গদ্গদতা প্রযুক্ত বাক্য পদে পদে স্খলিত ও জড়িত হইতেছে। অধিক কি? আমার পরিতোষ, আজি, জরাকেও নির্জ্জিত করিতেছে! দেখিতেছি।

বসুভূতি, বৎস-ভূপতির ভবন-দ্বারে উপনীত হইয়া তদীয় সমৃদ্ধি

ও শোভা নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সাগরিকার গলার রত্নহার তৎকালে বসন্তকের গলায় ছিল। তিনি তাহাতে নেত্রপাত পূর্ব্বক অমাত্যকে বলিতে লাগিলেন, বাভ্রব্য! এ, সেই, আমাদের রাজকুমারীর রত্নমালা নয়? যাহা, শুভ যাত্রাকালে আমাদের মহারাজ রাজকুমারীকে যৌতুক দিয়াছিলেন। শুনিয়া, বাভ্রব্যও বলিল, আর্য্য! আমিও তাই মনে করিতেছি। ঠিক্ সেইরূপই দেখি। ইহা কহিয়া, পুনরায় বলিল, ভাল, আপনি স্থির হউন; আমি ইহার সন্ধান লইতেছি; বসন্তককে জিজ্ঞাসা করি। তখন, বসুভূতি, অতি বিস্মিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, না, না, মহাশয়! এমন কর্ম্ম কদাচ করিবেন না। কারণ, মনে করুন, ইহাও কিছু একটা বৎসামান্য রাজসংসার নয়। অতএব, এখানে রত্ন-বাহুল্যের অসদ্ভাব কি?। ফলতঃ এই প্রকার এক ছড়া রত্নহার এ বাটীতে দুর্লভ নয়। এইরূপ কথোপকথন হইতে-হইতে বসুভূতি বসন্তক সমভিব্যাহারে উদয়ন-সমীপে উপনীত হইলেন। বাভ্রব্যও তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে যাইয়া, বৎসরাজ সাক্ষাৎকারে পৌহুঁছিল।

বসুভূতি, বৎস-ভূপতির সাক্ষাৎকারে উপনীত হইয়া যজ্ঞসূত্র হস্তে দুই হস্ত তুলিয়া "দীর্ঘায়ু রস্তু" বলিয়া বিধিবৎ আশীর্ব্বাদ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, রাজা, তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সমুচিত অভ্যর্থনা-সূচক সমাদর ও সম্বোধন পূর্ব্বক করপুটে মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন, প্রণাম!। বসুভূতিও পুনর্ব্বার "আয়ুষ্মন্! শ্রেয়াংসি ভবন্তু" বলিয়া, শাস্ত্রোদিত আশীঃ-প্রয়োগ করিলেন। তখন, রাজা, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ভৃত্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, কে আছ? রে! আসন আসন?। বসন্তক, শশব্যস্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আসন প্রদর্শন পূর্ব্বক বসুভূতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অমাত্য! উপবেশন করিতে আজ্ঞা হয়। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

বাভ্রব্য, রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেব! বাভ্রব্য প্রণাম করিতেছে। রাজা, তদীয় পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, কেয় ? বাভ্রব্য! এস-এস। বসন্তক, বসুভূতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অমাত্য! মহারাণী আপনারে প্রণাম করিতেছেন। রাজ্ঞী বলিলেন, আর্য্য! প্রণিপাত করি। বৃদ্ধামাত্য বসুভূতি, বাৎসল্য বশে তদীয় নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় যজ্ঞোপবীত হস্তে দুই হস্ত তুলিয়া "বৎসে বাসবদত্তে! আয়ুষ্মতী হও এবং বৎসরাজ সদৃশ পুত্র প্রসব কর" বলিয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাভ্রব্য বলিল, দেবি! বাভ্রব্য প্রণাম করিতেছে। বাসবদত্তা বলিলেন, বাছা! নীরোগী ও দীর্ঘজীবী হও।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য বসুভূতে! তত্রভবান্ সিংহল-ভূপতির সমস্ত কুশল ?। রাজা ইহা কহিবামাত্র বসুভূতি, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, দেব! অতঃপর, এই দুর্ভাগ্য, মহারাজের সমক্ষে যে কি উত্তর করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। এই মাত্র বলিয়া, অধোবদন হইয়া, বাষ্পমোক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন, বাসবদত্তা বৎসরোনাস্তি. বিষাদিতা ও ব্যাকুলিতা হইয়া মনে-মনে বলিতে লাগিলেন, হা ধিক্! না জানি, বসুভূতি কি সর্ব্বনাশিয়া কথাই বলেন!। রাজাও মহা উদ্বেজিত হইয়া, পুনরায় জিজ্ঞা-সিলেন, বসুভূতে! কেন? কেন? এরূপ আকুল হইয়া রহিলেন, যে ? কারণ কি ?। বসুভূতি, কথঞ্চিৎ মুখ তুলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, পুনর্ব্বার বলিলেন, না মহারাজ! আর আকুল হইয়াই বা কি করি, বলুন। বাভ্রব্য, বসুভূতিকে সংগোপনে বলিল, আর্য্য! যাহা, কিছু পরে, অবশ্য বলিতে হইবে, তাহা এখন বলাতে বিশেষ হানি কি? বরং ভাল। বসুভূতি প্রবল-বেগে বিগলিত বাষ্পধারায় ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ!

বলিতে শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তথাপি কি করি, দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত অগত্যা নিবেদিতে হইল; শ্রবণ করুন।

এই রাজধানীর মন্ত্রী মন্ত্রিকুল-চূড়ামণি মহাত্মা যৌগন্ধরায়ণ হঠাৎ কোন সিদ্ধ পুরুষের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সিংহলের সম্রাট বিক্রম-বাহুর এক কুমারী আছেন। তাঁহার নাম রত্নাবলী। যিনি সেই রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন; তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইবেন। মন্ত্রি-প্রবর ইহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র ও সমুৎসুক হইয়া, স্বীয় প্রভু মহারাজকে সার্ব্বভৌম সম্রাট করিবার আশয়ে, নিতান্ত যত্নবান হন। কিন্তু বারংবার প্রার্থনা জানাইলেও আমাদের মহারাজ, মহারাজকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কদাচ সম্মত হন নাই। কারণ অন্য কিছুই নহে;—তাহা বলিবারও অপেক্ষা বিরহ; মহারাজ তাঁহার ভাগিনেয়ী-পতি। রাজা প্রদ্যোতের তনয়া বাসবদত্তা এই বৎস-রাজ-মহিষী, তাঁহার ভাগিনেয়ী। সুতরাং ভগিনী-জামাতাকে জামাতা করিলে, ভাগিনেয়ীর মনোবেদনা হইবে; কেবল ইহাই-মাত্র তাঁহার অসম্মতির হেতু।

বসুভূতি, এই পর্য্যন্ত বলিলে, রাজা যৎকিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, মহিষি! তোমার মাতুলের অমাত্য, এ সকল কি অলীক বকিতেছেন?। রাজ্ঞী ক্ষণকাল চিন্তা ও রাজাকে কটাক্ষ করিয়া, ঈষৎ হাস্যাস্যে উত্তর করিলেন, ধীর-ললিত! এ বিষয়ে কে মিথ্যাবাদী; এখনও স্থির হয় নাই।

ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়া, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, বসন্তক, বসুভূতিকে জিজ্ঞাসিলেন, তার পর? সেই বিষয়ের কি হইয়াছে? মহাশয়!। বসুভূতি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, আমাদের মহারাজ, যখন, একান্ত অসম্মত হইলেন, যৌগন্ধরায়ণ, সিংহলে "বাসবদত্তা অগ্নিদাহে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই প্রবাদরটান এবং এই বাভ্রব্যকে পাঠাইয়া দেন। ইনি তথায় উপস্থিত

হইয়া, অনেক করিয়া, তাঁহাকে সম্মত করিলে, তিনি শুভলগ্ন নির্ণয় পূর্ব্বক প্রিয়তমা দুহিতা রত্নাবলীরে বিবাহ-যোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিলেন এবং একখান অর্ণবযান সাজাইয়া, আমারে সমভিব্যাহারে দিয়া, মহারাজের সমীপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই বাভ্রব্য—ইনি, আমি এবং আমাদের সেই দুর্ভাগিনী রাজপুত্রী রত্নাবলী, আমরা তিন জনে এই বৎস দেশ অভিমুখে সমুদ্র-পথে শুভ যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ! এইক্ষণে স্মরণ হওয়াতেও আমার বক্ষঃস্থল শোকে শতধা হইয়া যাইতেছে! কি বলিব? ভবিতব্যের অতিশয় ভয়ানক পরাক্রম! দৈবের অত্যন্ত দুরন্ত মহিমা!! পথিমধ্যে অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝাড়া উথিত হওয়াতে, সেই অর্ণবযান ভগ্ন ও জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে!! অগাধ সমুদ্র-সলিলের ভীষণ তরঙ্গ-বলে আমরা যে কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিলাম, তাহার ঠিকানা নাই। রাজ-কুমারী জীবিতা আছেন; কি কোন অনির্ব্বচনীয়া দশার করাল কবলে নিপতিতা হইয়াছেন, বলিতে পারি না। ইহা কহিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শোকবেগে ব্যাকুলিত ও অধোবদন হইয়া, হা-হা শব্দ করিয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন। শুনিয়া, রাজ্ঞী বাসবদত্তা, নিতান্ত অধীরা ও একান্ত আকুলিতা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং অতি করুণ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, হা! হতাশি মন্দভাগিনী!। হা! ভগিনি রত্নাবলি! তুমি কোথায় গেলে! একবার দেখা দাও!!!

রাজা, ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর। দৈবের অনির্ব্বচনীয়া গতি! কাঁন্দিয়া কি করিবে! বল। কিন্তু মহিষি! আমার নিঃসংশয় আশা ও ভরসা হইতেছে, তোমার ভগিনী জীবিতা আছেন। কেন না, ইহাঁরাও ত সেই বিপৎ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন। এই বলিয়া,

বসুভূতি ও বাভ্রব্য উত্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। রাজ্ঞী বলিলেন, আর্য্যপুত্র! তা মিথ্যা নয়; কিন্তু আমার তেমন কপাল কোথায়?।

এই প্রকার শোক-সন্তাপ চলিতেছে, এমন সময়ে, রাজবাটীতে একটা ভারী কলরব ও আর্ত্তনাদ উঠিল। রাজান্তঃপুরে অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়াছে। অতএব যোষিজ্জন সকলের "যাই রে! বাপ রে! গেলেম রে! পুড়ে মলেম রে!" ইত্যাকার নানা-প্রকার চীৎকার ধ্বনি গগন স্পর্শ করিতেছে। সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড অগ্নি-কাণ্ডের বর্ণন করিতে পারে, কার সাধ্য?। অধিক কি কহিব? বিশ্বসংসার-কবল মহা-প্রবল অনল, অতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কোন স্থলে শত শত প্রদীপ্ত ও উদ্ধত শিখা দ্বারা সুরম্য হর্ম্ম্য সকলের হেমশৃঙ্গ-শ্রেণীর স্থানীয় হইয়া, জ্বলিতেছে। কোন খানে অন্তঃপুরের মধ্যবর্ত্তী উদ্যান-স্থিত দ্রুমাবলী দাহ করিয়া, অত্যন্ত তীব্র প্রতাপে বক্রতার অবলম্বন করিতেছে। আবার, কোথাও বা সজল জলধর মালার ন্যায় শ্যামায়মান ধূমমালা, যেন, আবরোধিক কেলি-পর্ব্বত রচনা করিতেছে। নাগরিকেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে সিংহলে যে দেবী-দাহ প্রবাদ রটিয়াছিল, পোড়া আগুন, যেন তাহাই সত্য করিবার উদ্দেশে, আপনার সর্ব্বভুক্ নামের সার্থকতায় বদন ব্যাদান করিয়াছে।

সেই লোমহর্ষণ অতিশয় শোচনীয় কোলাহল শ্রবণ করিয়া, রাজা, শশব্যস্ত ও বিচেতন হইলেন এবং "কি? রাণী অগ্নি-দাহে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন?" এই বলিয়া, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নি অত্যন্ত ভয়ানক ও সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া উঠিল। তখন, রাজ্ঞীও আর্ত্তনাদে বলিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র! পরিত্রাণ কর! পরিত্রাণ কর!! রাজা কহি-

লেন, অয়ে! আমি এত ভ্রান্ত হইয়াছি, যে, পার্শ্ববর্ত্তিনী রাণীকেও দেখিতে পাইতেছি না। অনন্তর, তাঁহার দুই হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে! ক্ষান্ত হও; ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর। রাজ্ঞী বলিলেন, আমি আমার জন্যে বলি নাই। নাথ! একটা বড় কু-কাজ করিয়াছি! অত্যন্ত উৎকট রাগ-ভরে সহচরী সাগরিকারে নিগড়-বন্ধনে অন্তঃপুরের নিভৃত প্রদেশে রাখিয়াছি। হায়! হায়! এতক্ষণ সে বুঝি পুড়িয়া মরিল।

রাজা, সাগরিকার নাম শ্রবণে শশব্যস্ত হইলেন এবং কহিয়া উঠিলেন, কি? সাগরিকা অগ্নিরাশির মধ্যে পড়িয়াছেন?। এই, এখনি, আমি চলিলাম। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন, বসুভূতি রাজাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, বৎস-রাজ! এরূপ পতঙ্গবৃত্তি করিতে নাই। বাভ্রব্যও বলিল, মহারাজ! বসুভূতি ত মন্দ বলিতেছেন না। বসন্তক রাজাকে সাতিশয় আগ্রহী দেখিয়া, তাঁহার উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, না না; বয়স্য! এ সময়ে এই প্রকার দুঃসাহস করা কদাচ উচিত ও কর্ত্তব্য নয়। রাজা, তাঁহার হস্ত হইতে বল পূর্ব্বক উত্তরীয় আকর্ষণ পূর্ব্বক "অরে মূর্খ, বলিস্ কি? সাগরিকা পুড়িয়া মরিতেছেন! আর আমি বাঁচিয়া কি করিব? অরে তায় ফল কি? বল্" বলিয়া, তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা, অগ্নি-চত্বরে প্রবিষ্ট হইলেন; ধূমরাশি তাঁহার দুইটী চক্ষুঃ বিঘ্নিত করিতে লাগিল; তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে সাগরিকার সমীপে চলিলেন। আক্ষেপ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, রে বিশ্ব-সংসার-দহন দহন! তুই বিরত হ; বিরত হ; বৃথা কেন গগন-প্রদেশে শিখা চক্রবাল প্রকটন করিতেছিস্। অরে দুর্দ্দান্ত! শোন, আমি কেবল অতিশয় নৃশংস

এইমাত্রই নহি? এক প্রকার বিষম পদার্থ! আমায় জানিস্ না? আমি, যখন, এই প্রাণপ্রিয়তমার প্রবল বিরহ-হুতাশনেও ভস্মসাৎ হই নাই; তখন, তুই কি আমারে গ্রাস করিতে পারিবি?। বাস্তবিক, তোর কর্ম্ম নয়; তোর এই প্রলয় মূর্ত্তিও আমার এই প্রণয়িনীর অতুল প্রবল বিরহ-বহ্নির কাছে অতি তুচ্ছ!—কিছুই নয়! রে! আমার মৃত্যু নাই!।

রাজাকে অগ্নি-রাশির মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া, মহিষী আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়! হায়! আমার কথায় আর্য্যপুত্র অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন; আমি এখনও নিশ্চিন্তচিত্তা ও সুস্থশরীরা রহিলাম। যাই-যাই; ত্বরায় প্রাণ-বল্লভের অনুগামিনী হই। এই বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় অনুগামিনী হইলেন। বসন্তক, মহিষীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া "হা দেবি! তবে আমিও তোমার পথ-দর্শক হইব" বলিয়া, তাঁহার অগ্রসারী হইলেন। তখন, বসুভূতি "হায়! বৎসরাজ এবং বৎস-মহিষী উভয়েই অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইলেন এবং আমাদের রাজবালারও তাদৃশী দুর্গতি হইয়াছে! এ সকল দেখিয়া, শুনিয়াও কি আর আমায় বাঁচিতে আছে! এই প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে আত্মারে আহুতি দেওয়াই উচিত!" বলিয়া, তদীয় পশ্চাৎ-পশ্চাৎ অনল-মধ্যে চলিলেন। অবশেষে, বাভ্রব্যও হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিতে বলিতে দর-দরিত বাষ্প ধারায় ব্যাকুলিত ও অগ্নিরাশিতে প্রবিষ্ট হইল।

সাগরিকা, অগ্নি-চত্বরের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন এবং বিলাপ করিতেছেন, হায়! হায়! কি হইল! কি হইল! এতদিনে মরিলাম। অহে হুতবহ! আমি, কি, এমন কপাল করিয়াছি; যে, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবে; আজি একবারে আমার সকল দুঃসহ দুঃখের অবসান করিবে?। এই সময়ে, রাজা তদীয় সমীপে উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,

অয়ি প্রাণ-প্রিয়তমে! অগ্নি রাশির মধ্যে পড়িয়াছ?। সাগরিকা, রাজাকে সমাগত দেখিয়া কহিয়া উঠিলেন, অয়ে আর্য্যপুত্র! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! ইহাঁরে দেখিয়া আমার বাঁচিতে সাধ হইল। অনন্তর, প্রকাশে কহিলেন, প্রাণনাথ! পরিত্রাণ কর; পরিত্রাণ কর। রাজা সাহস পূর্ব্বক " ভীতে! আর ভয় নাই; মুহূর্ত্ত-মাত্র সহ্য কর; এখনি আমি তোমার পরিত্রাণ করিতেছি। বড় ধূম! চক্ষুঃ চাহিয়া, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহা কহিয়া কথঞ্চিৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেখিয়া কহিয়া উঠিলেন, হায়! এই যে প্রিয়তমার অঞ্চল জ্বলিতেছে!। এই বলিয়া, প্রযত্ন পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাণ করিতে লাগিলেন। অঞ্চল নির্ব্বাপিত করিয়া, তাঁহায় আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রণয়িনি! এরূপ নিগড়-সংযতা রহিয়াছ? এস-এস; অগ্নিরাশির মধ্য হইতে ত্বরায় তোমায় লইয়া প্রস্থান করি। এইরূপে ক্ষণকাল নিমীলিত নয়নে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে-করিতে কহিলেন, আহা! নিমেষ মধ্যেই আমার সকল সন্তাপ দূর হইল। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; ধৈর্য্য ধর। এইক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশন, তোমায় দাহন করিতে পারিবে না। তোমার অমৃতায়মান অনুপম স্পর্শ, মহৌষধ স্বরূপে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছে।

অনন্তর, রাজা, নয়ন-দ্বয় উন্মীলিত করিয়া, অগাধ বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন এবং সাগরিকায় পরিত্যাগ করিয়া, বারংবার বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার ব্যাপার! কি বিস্ময়কর কাণ্ড হইয়া গেল!। কই? সে হুতবহ কোথায়? আর কণামাত্র অনলও ত দেখিতেছি না। সমস্ত অন্তঃপুর পূর্ব্ববৎ সুস্থই রহিয়াছে। পরে, রাজ্ঞীকে দেখিয়া বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া কহিলেন, এই যে মহিষী যথাবৎ সুস্থ-শরীরা অবস্থান করিতেছেন।

তিনিও রাজার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া বিস্মিতা ও আহ্লাদিতা হইয়া বলিলেন, এই যে আর্য্যপুত্র! সৌভাগ্য-ক্রমে অক্ষত-গাত্র রহিয়াছেন। রাজা পুনরায় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া কহিলেন, এই যে বাভ্রব্য দেখিতেছি। বাভ্রব্য বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া কহিল, হঁা মহারাজ! মহারাজের জয় হউক; সার্ব্বভৌম হউন। রাজা, পুন-র্ব্বার পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া, কহিলেন, এই যে বসুভূতি?। বসুভূতি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, দেব! সৌভাগ্য-ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছেন; সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করুন। রাজা পুনরায় সম্মুখে দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া, বিস্মিত ও প্রীত হইয়া কহিলেন, এই যে প্রিয় বয়স্য দেখিতেছি হে!। বসন্তকও বিস্মিত ও প্রমোদিত হইয়া বলিলেন, হঁা মহারাজ! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন জয়লাভ এবং সমুদায় দুর্ভাবনা দূর হউক।

রাজা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ও তর্ক-বিতর্ক করিয়া, পুনরায় মহা বিস্মিত ও মহা চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার ব্যাপার! কি অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল!! কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। এ, কি, জাগ্রৎ-অবস্থায় স্বপ্নদর্শন করিলাম? অথবা, সেই ইন্দ্রজাল!। এখন বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! আর সংশয় করিবেন না, ইহা নিশ্চয়ই সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার।—তোমার কি স্মরণ হয় না? সর্ব্বশেষে সেই দাসীপুত্র বলিয়াছিল, "আমার আর একটী বড় ভাল খেলা বাকী রহিয়া গেল; কোন সময়ে, সেটী অবশ্য দেখিতে হইবে।"

রাজা, পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ ভাবনা করিয়া, অপ্রস্তুত হইয়া, কহিলেন, রাণি! আমি তোমার কথায় সাগরিকার জন্যে এত ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইয়াছিলাম। রাজ্ঞী, ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, তা বুঝিয়াছি।—তার সন্দেহ কি? আমার জন্যেই ত এত পর্ব্ব!।

এই সময়ে, বসুভূতি সাগরিকার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া সংগোপনে কহিলেন, বাভ্রব্য! এই কন্যাটীরে ঠিক যেন আমাদের রাজকুমারী জ্ঞান হয় না?। বাভ্রব্যও গোপনে বলিল, আর্য্য! আমিও তাই মনে করিয়া ভাবিতেছি। তখন, বসুভূতি মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল হইয়া, মন্দ বিধাতা, যখন সেই সর্ব্ব-সুলক্ষণা মঙ্গলময়ীকেও নিদারুণ অমঙ্গল পিশাচের করাল করে সম্প্রদান করিয়াছেন; তখন, আমাদের ইহা দুরাশামাত্র। তদনন্তর, সাগরিকার নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! এই কুমারী কোথায় পাইয়াছিলেন?। রাজা উত্তর করিলেন, তা ত আমি কিছুই জানি না, রাণী বলিতে পারেন। বসুভূতি, পুনরায় রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! এই কুমারী কোথায় পাইলেন?। রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, আর্য্য! "হঠাৎ সাগরতীরে পাওয়া গিয়াছে" বলিয়া, যৌগন্ধরায়ণ আনিয়া আমায় দেন। সেই নিমিত্ত, আমি ইহায় সাগরিকা বলিয়া ডাকি; আর ত কিছুই বলিতে পারি না। শুনিয়া, রাজা, মনে মনে সংশয় করিতে লাগিলেন, এ কি কথা হইল? যৌগন্ধরায়ণ, আমায় না জানাইয়া, কোন কার্য্য করেন না; এমন অবস্থায় তিনি ইহাঁরে একবারে মহিষীর হাতে দিয়াছেন! কারণ কি?।

বসুভূতি, পুনরায় সংগোপনে বলিলেন, বাভ্রব্য! দেখ, বসন্তকের গলায় রত্নহার ও সাগরিকার সাগর হইতে প্রাপ্তি শুনিতেছি এবং বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্যও দেখিতেছি! এই তিনটীই উপস্থিত অনুমানের বিলক্ষণ অনুকূল দেখিয়া আমার মনঃ অত্যন্ত আকুল ও অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আর আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সাগরিকা, রত্নাবলীই হইবেন!!। অনন্তর, তিনি ব্যগ্র ও ব্যাকুলিত-চিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সাগরিকার

সমীপে গিয়া, অনিবার্য্য দরদরিত ধারায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা বৎসে! রত্নাবলি! তুমি জীবিতা আছ? এবং তোমার এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে?। রত্নাবলী, বসুভূতিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং গলদশ্রু-লোচনা ও অত্যন্ত আকুলা হইয়া, গদ্‌গদ স্বরে এইমাত্র বলিলেন, আর্য্য বসুভূতি?। ইহা কহিয়া, অঞ্চল মুখে দিয়া, প্রবলবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। বসুভূতিও "হা হতোস্মি মন্দভাগ্যঃ!" এইমাত্র বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রত্নাবলী, পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রবলবেগে রোদন করিতে করিতে "হা হতাস্মি হতভাগিনী! হা তাত!—হা মাতঃ! তোমরা কোথায় আছ? একবার দেখা দাও" বলিয়া, ভূতলে নিপতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। রাজ্ঞী, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মূর্চ্ছাশান্তি করিলেন এবং শশব্যস্তা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কঞ্চুকি! এই কি আমার ভগিনী রত্নাবলী?। বাভ্রব্য, করপুটে নিবেদন করিল, হাঁ মহারাণি!। তখন, মহিষী, যার পর নাই, আহ্লাদিতা এবং বিষাদিতা হইয়া, সাগরিকারে আলিঙ্গন করিয়া, আস্তে ব্যস্তে বলিতে লাগিলেন, ভগিনি! ক্ষান্ত হও; ক্ষান্ত হও;—ধৈর্য্য ধর। রাজা, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, কি? উদাত্ত-বংশাবতংস রাজা বিক্রমবাহুর কন্যা ইনি?। তখন, বসন্তক স্বগললম্বিত রত্নহারে নয়ন-পাত করিয়া, হাঃ-হাঃ শব্দে হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন, আমি ত প্রথমেই বলিয়াছি, এ, সামান্য বংশের অলঙ্কার কদাচ নয়।

বসুভূতি, রোদন করিতে করিতে পুনর্ব্বার বলিলেন, রাজদুহিতে! ক্ষান্ত হও; ক্ষান্ত হও;—ধৈর্য্য ধর। ঐ দেখ, তোমার জন্যে তোমার বড় দিদী কত কাতরা ও আকুলা হইয়াছেন। অতএব তুমি এইক্ষণে মোহ সংবরণ এবং রোদন পরিত্যাগ

করিয়া, ইহাঁরে আলিঙ্গন কর। এই বলিয়া, সমীপস্থ হইয়া, দুই হস্তে তাঁহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন।

রত্নাবলী, যৎকিঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইয়া, তির্য্যগ্‌-নয়নে রাজার দিকে বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি দিদীর কাছে কত লজ্জাহীন কু-কাজ করিয়াছি!। অতএব, এখন, কেমন করিয়া, মুখ তুলিয়া কথা কই? লজ্জা হইতেছে। এই ভাবিয়া, লজ্জা-নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিলেন। রাজ্ঞী, বাষ্পাকুলিত-নেত্রে বলিতে লাগিলেন, ভগিনি! এস এস; আমি তোমার উপর কত নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি; এইক্ষণে সেই সমস্ত দোষ মার্জ্জনা ও বড় দিদীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া, সরলা হও। বলিয়া, তাঁহায় পুনরায় সস্নেহ সম্ভাষণ ও যুগল বাহুলতা প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। রত্নাবলী, স্খলিতাঙ্গী হইলেন।

তখন, রাজ্ঞী, রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আর্য্যপুত্র! আমি যে সকল নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তা মনে করিয়াও এখন আমার বড় লজ্জা ও দুঃখ বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র ভগিনীর অবশিষ্ট বন্ধন খুলিয়া দাও। রাজা, পরমাহ্লাদিত হইয়া, "প্রেয়সি! আমি প্রাণান্তেও কি তোমার আজ্ঞার অন্যথা করিতে পারি?" বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমুদায় বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! আমার দোষ নাই; যৌগন্ধরায়ণ এতদিন আমায় অ-মানুষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার বিন্দু-বিসর্গও বলেন নাই।

এইরূপ আক্ষেপ ও অনুনয় চলিতেছে, এমন সময়ে, যৌগন্ধরায়ণ, তথায় আগমন করিলেন এবং বিহিত সংবর্দ্ধনানন্তর যথোচিত ভূমিকা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই দাস, রাজগোচর না করিয়া, যে অপরাধ করিয়াছে, মার্জ্জনা

করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, যৌগন্ধরায়ণ! আমায় না জানাইয়া, তুমি, কি করিয়াছ? বল! যৌগন্ধরায়ণ নিবেদন করিলেন, অন্তঃপুর-সিংহাসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়; দাস, শ্রীচরণ-সমীপে সমুদায় নিবেদিতেছে।

রাজা, অন্তঃপুরস্থ সিংহাসনে অধ্যাসীন হইলেন এবং যৌগ-ন্ধরায়ণও স্বানুষ্ঠিত বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হয়। এইক্ষণে, এই যে সাগ-রিকায় লইয়া, মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তাহার আদ্যো-পান্ত সবিশেষ সমস্ত বিবরণ এই—আমি হঠাৎ কোন সিদ্ধ ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম "সিংহলের সম্রাট্ বিক্রম-বাহুর সর্ব্ব-সুলক্ষণা এক কুমারী আছেন, নাম রত্নাবলী। যিনি রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন, সার্ব্ব-ভৌম রাজা হইবেন।" সেই কথায় আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মে। অতএব আমি মহা-রাজের নিমিত্ত সিংহল-রাজের নিকটে বারং বার রত্নাবলী প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি তাঁহার ভাগিনেয়ী বাসবদত্তা আমাদের রাজ-মহিষীর মনোভঙ্গ ভয়ে আমার সেই ভূয়সী প্রার্থ-নাতেও নিতান্ত অসম্মত হন;—এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া, রাজা, মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তার পর তুমি কি করিলে?। তিনি পুনর্ব্বার নিবেদিতে লাগিলেন, তাহার পর, আমি অগত্যা সিংহলে "বাসবদত্তা গৃহদাহে ভস্মসাৎ হইয়াছেন" এই প্রবাদ রটাইলাম এবং অবিলম্বে বাভ্রব্যকে তথায় পাঠা-ইয়া দিলাম।

রাজা, কহিলেন, অমাত্য! অতঃপর তোমার সমুদায় শুনি-য়াছি। তুমি যে উদ্দেশে আমায় না জানাইয়া, রত্নাবলীরে রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, সম্প্রতি, তাহাও আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গত হইল। শুনিয়া, বসন্তক বলিলেন, মহারাজ! আমি বেশ

বুঝিয়াছি, যৌগন্ধরায়ণের অভিপ্রায় এই বই আর কিছুই নয়, অন্তঃপুরে থাকিলে, রত্নাবলী অনায়াসে তোমার নয়ন-পথ গামিনী হইবেন। রাজা, স্মিত-বদনে কহিলেন, যৌগন্ধরায়ণ! প্রিয়-সখা, তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। যৌগন্ধরায়ণ নম্রমুখে কহিলেন, হাঁ মহারাজ!। তখন, রাজা কহিলেন, অমাত্য! সম্প্রতি আমি ইন্দ্রজাল ব্যাপারেরও অভিসন্ধি বুঝিয়াছি। তাহাও তোমার কৌশল। যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন, মহারাজ! কি করি? বলুন; ঘটনা-ক্রমে রত্নাবলী অন্তঃপুরের নিভৃত প্রদেশে দারুণ বন্ধন-দশায় রহিলেন। তাঁহার প্রতি মহারাণীর পুনরায় কোপ শান্তি হইল না। অতএব, এরূপ না করিলে, কি-প্রকারে তিনি পুনর্ব্বার মহারাজের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হন; সিংহলেশ্বরের কুমারী বলিয়া নিঃসংশয় প্রত্যয় জন্মে এবং নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্মের সমাধা হয়।

রাজা যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, অমাত্য! ভাল, তা ত বুঝিলাম। কিন্তু রাজকুমারী অতি ভীষণ-তরঙ্গ সাগর-সলিলে নিমগ্না হইয়াও কি উপায়ে পুনর্ব্বার তোমার হস্তাগতা হইলেন? বল। যৌগন্ধরায়ণও পুনরায় নিবেদন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! তাহাও নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হয়,—ভবদীয় সৌভাগ্য রোধ করিতে পারে, কার সাধ্য? সেই অসম বিপদে পড়িয়াও নিরুপায় রাজবালা, দৈবাৎ একখান ফলক মাত্র আশ্রয় পান এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া যান। আমাদের কৌশাম্বীর কোন বণিক্ সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন; প্রত্যাগমন করিতেছেন, দেখিলেন, এক পরমসুন্দরী রূপবতী কুমারী, তাদৃশ বিপৎসাগরে পড়িয়া, ভাসিতেছেন। রাজকুলোচিত মূল্যবান একছড়া রত্নহার রত্নাবলীর গলায় ছিল। এই বণিক, পূর্ব্বে, আমার চেষ্টিত রত্নাবলীর

প্রার্থনা বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। এইক্ষণে, কুমারীর গলায় রত্নহার অভিজ্ঞান দর্শনে ইহাঁরে রত্নাবলী স্থির করেন; যত্নপূর্ব্বক জাহাজে আনেন এবং কৌশাম্বীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমার হাতে দেন।

আমিও পূর্ব্বেই কোন সুযোগে সমাচার পাইয়াছিলাম, সমুদ্রে অর্ণবপোত ভগ্ন হওয়াতে, পথে বড় বিভ্রাট ঘটিয়াছে। রাজ-বালা, জীবিত আছেন, কি, তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে, কিছুরই স্থিরতা নাই। বাভ্রব্য ও বসুভূতি ইহাঁরা দুজনে সেই বিষম সংকট সাগর হইতে কথঞ্চিৎ প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন এবং সৌভাগ্য-ক্রমে কোশল সংগ্রামে প্রস্থিত আমাদের সেনাপতি রুমণ্বানের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়াছেন।

মহারাজ! বলিতে কি? রত্নাবলী-সংক্রান্ত সেই অশুভ সমাচার শ্রুতিগোচর করিয়া অবধি, আমার মনস্তাপ ও পরিতাপের পরিসীমা ছিল না! অধিক কি কহিব? আমি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা একবারে পরিত্যাগ-প্রায় করিয়াছিলাম এবং আহার, নিদ্রা, বসন, ভূষণ, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কার্য্যও আমার নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। "এত আকুঞ্চন করিয়াও কি, এ, অকিঞ্চন প্রভুকর্ম্ম সম্পাদিত করিতে পারিল না! হায়! হায়! কি হইল!--কি করিলাম!" এইরূপ হা-হুত চিন্তা ব্যতীত দিবানিশি অপর ভাবনা আমার মনেও উদিত হয় নাই।

এমন সময়ে, ঈদৃশাবস্থা রত্নাবলীকে অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইয়া, মহা-আহ্লাদিত হইলাম; সেই বাণিজ্য-জীবীকে তৎক্ষণাৎ যথোচিত ধন্যবাদ ও পুরস্কার দিলাম এবং প্রযত্ন পূর্ব্বক ঐ সমুদায় ব্যাপার অতি সংগোপনে রাখিলাম।

অনন্তর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, স্থির করিলাম, অতঃপর সুলক্ষণা রত্নাবলীকে এরূপ সুকৌশলে প্রভুর অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া

দিতে হইবে, যাহাতে, মহারাণী, আমার প্রতি সপত্নী-সংঘটনা জন্য বিরাগ প্রদর্শন করিতে না পারেন অথচ আমার শুভাভিসন্ধি সুসিদ্ধ হয়। ইহা স্থিরতর করিয়া, একদা রাজবালাকে সঙ্গে লইলাম এবং অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিলাম, মা! এই কন্যাটী, কে? কিছুই নিশ্চয় নাই; ইহাঁয় হঠাৎ সাগর-তীরে পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাঁর আকার প্রকার দর্শনে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ইনি কোন সম্ভ্রান্ত সদ্বংশের তনয়া হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মা! আমার প্রার্থনা, ইনি আপনকার সহচরী হইয়া, এই রাজ-সংসারে প্রতিপালিতা হন। রত্নাবলীকে দেখিয়া, সহসা মহারাণীরও স্বভাব-সুলভ স্নেহ রসের উদয় হয়। সুতরাং তিনি আমার প্রার্থনায় সম্মতা হন।

শুনিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, রাজ্ঞী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যৌগন্ধরায়ণের উদ্দেশ্য মন্দ নয়। যা হউক, সেই সময়ে, আমিও রত্নাবলীরে স্থান দিয়া, বড় ভাল কাজ করিযাছিলাম। নতুবা আজি অনুতাপের পরিসীমা থাকিত না।

তখন, রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অমাত্য! এইক্ষণে রাণী জানিলেন, সাগরিকা পর নন; তাঁহার ভগিনী। অতএব আপনার ভগিনীর জন্যে এ সময়ে যা কিছু করিতে হয়, না করিয়া, আর কদাচ নিশ্চিন্তা থাকিতে পারেন না। ইহাতে আর অন্যের কথা কহিবারও অপেক্ষা নাই। রাজা, ইহা কহিবামাত্র রাজ্ঞী প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া হাসিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আর্য্যপুত্র! এখন, স্পষ্ট করিয়াই বল না কেন?—আমায় সাগরিকা দাও; আর ভয় কি?। রাজা কহিলেন, কল্পলতার কাছে মানস করিলেই যথেষ্ট হয়। মহিষী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, সত্য; কিন্তু গলবস্ত্র হইয়া ভিক্ষা না করিলে ঘটে না। রাজাও প্রত্যুত্তর করিলেন, সুধা-সাগরে বারং বার অবগাহন করিতে

কার অনিচ্ছা? বল। তখন, বসন্তক আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, দেবি! তুমি প্রিয় বয়স্যের আশয় বেশ বুঝিয়াছ।

অনন্তর, রাজ্ঞী সন্তুষ্টা ও আগ্রহান্বিতা হইয়া সাগরিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগিনি! এস; অতঃপর আমার ভগিনী হও। পরে, আপনার সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া, স্নেহ ও আদর পূর্ব্বক তাহাকে পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার দুটী হাত ধরিয়া বৎসেশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! এই সাগরিকা লও। রাজা পরম আহ্লাদ সমুদ্রে লীন হইয়া "মহারাণীর পারিতোষিক বহু-মানিত পদার্থ!" বলিয়া, তৎক্ষণাৎ রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন, রাজ্ঞী পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! এইক্ষণে আমি কিছু বলিতে চাই; কিন্তু বলিবারও অপেক্ষা নাই; তোমরা উভয়েই সকল কার্য্যের শেষ করিয়া রাখিয়াছ। সে যা হোক, তথাপি কিছু বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শুন; ইহার গুরুজন ও আত্মীয় স্বজন কেহই নিকটে নাই। অতএব, আমার এই-মাত্র প্রার্থনা, অবশেষে যেন ভগিনীর জন্যে আমায় অনুতাপিত ও লজ্জিত হইতে না হয়!। ইহার অধিক ভগিনীর ভাগ্য ও গুণের উপর নির্ভর; তাহা অন্যের অনুরোধের বিষয় নয়। রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিলেন, প্রেয়সি! আমি প্রাণান্তেও কি কখন তোমার অপ্রিয় কাজ করিতে পারি?।

রত্নাবলী বৎসরাজ উদয়নের হস্তগতা হইলেন, দেখিয়া, পুলকিত হইয়া, বসুভূতি বলিলেন, বৎসরাজ! এইক্ষণে আমারও দেশে ফিরিয়া যাইবার পথ হইল। দুর্ভাগ্য বশতঃ হঠাৎ যেরূপ ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল; মৃতকল্প হইয়া কালক্ষেপ ও জীবন-যাপন করিতেছিলাম। অন্তঃকরণে সুখ বা আশার উদ্রেকও ছিল না। আর, পরিশেষে এইরূপ মঙ্গল না ঘটিলেও সিংহল-রাজ ও সিংহল-রাজ্ঞী উভয়ে

প্রাণে বাঁচিতেন না। এইক্ষণে, শ্রীশ্রী৺ নিকট প্রার্থনা করিতেছি, অতঃপর আপনারা সর্ব্বথা কুশলী হউন। আর, ভুবনবিখ্যাত অবন্তী-ভূষণ ভূপবংশের ভূষা-স্বরূপিণী বাসবদত্তার সদ্ব্যবহারেও তাঁহার মাতুল এবং মাতুলানী যথেষ্ট আনন্দিত ও প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই। অধিক কি ? বাসবদত্তার অলীক অকাল অপমৃত্যু সংবাদে সহসা তাঁহাদের যে নির্ব্বেদ জন্মিয়া রহিয়াছে, অতঃপর তাহাও আনন্দস্বরূপে পরিণত হইবে।

রাজা, কৃতজ্ঞ-চিত্তে কহিলেন, আর্য্য! ভগবান্ সিংহল-ভূস্বামীকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং বিশেষ করিয়া কহিবেন, তাঁহার এই সৌজন্যে ও অনুগ্রহে আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। বসু-ভূতিও বলিলেন, অবশ্য জানাইব। কিন্তু ও-কথা উভয়ত্রেই সমান।

এই-প্রকার অভাবনীয়-রূপে রাজার সসাগর ধরাধাম লাভের অদ্বিতীয় হেতুভূতা রত্নাবলী লাভ হইল, দেখিয়া, পরিতৃপ্ত হইয়া বসন্তক অপরিসীম আনন্দ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; হাঃ-হাঃ শব্দ করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, বাহোয়া-বাহোয়া! অতঃপর আমরা ভুবন-বিজয়ী হইলাম! পৃথিবী আমার প্রিয়-সখার করস্থ হইল!—প্রিয়সখা, সার্ব্বভৌম সম্রাট হইলেন!।

বসুভূতি, রত্নাবলীকে কহিলেন, রাজ-দুহিতে! তোমার বড়-দিদীরে প্রণাম কর। রত্নাবলী, বাসবদত্তাকে প্রণাম করিলেন। বাসবদত্তা, প্রফুল্লচিত্তা ও পরম-উল্লাসিনী হইয়া গলা ধরিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, এস-এস! প্রিয়-ভগিনি! চিরজীবিনী ও আর্য্যপুত্রের সোহাগিনী হও।

বাভ্রব্য, রাজ্ঞীর এই সকল অস্ত্রীজন-সাধারণ মহানুভাবন ও উদার আচরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল এবং কহিল, ঠাকুরাণি! ভগবান, উচিত পাত্রেই "দেবী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আমি

দেখিতেছি, এই জগতীতলে আপনি বই " দেবী " শব্দ বিন্যাসের দ্বিতীয় স্থান নাই। শুনিয়া, হর্ষিণী ও উৎসাহিনী হইয়া, রাজ্ঞী ভগিনী রত্নাবলীকে পুনরায় সস্নেহ সম্ভাষণ এবং আলিঙ্গন করিয়া " দেবী " শব্দে সম্মানিতা করিলেন।

পরিশেষে, রাজা, আহ্লাদ-সাগরে বিলীন হইয়া কহিলেন, এতদিনে আমার সকল মনোরথ লাভ হইল। প্রিয়তম অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ কৃতকার্য্য হইলেন। যৌগন্ধরায়ণও কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অতঃপর অতি অকিঞ্চিৎকারী এ দাস শ্রীল শ্রীযুতের আর কি শুভানুষ্ঠানে ও সমীহিত-সাধনে রত থাকে, আজ্ঞা করুন। রাজা যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া পুনরায় বলিলেন, অহে প্রাণাধিক প্রিয়তম! তুমি যাহা করিলে, ইহার পর এই সংসারে আর কি প্রার্থয়িতব্য পদার্থ আছে?। তোমা হইতে আমার সর্ব্বাভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল, বিশ্ব-বিখ্যাত সিংহল রাজ্যের সুবিখ্যাত অধীশ্বর বিক্রমবাহু, আপন কন্যা সম্প্রদান দ্বারা আমায় বহুমানিত ও উন্নত করিলেন; সসাগর ধরণীধাম লাভের অদ্বিতীয় হেতু-স্বরূপা সাতিশয় সুরূপা গুণবতী রত্নাবলী আমার প্রণয়িনী হইলেন এবং তাহাতে মহিষীর অণুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ না হইয়া, প্রত্যুত যথেষ্ট সন্তোষ জন্মিল!। অতএব, এই সংসারে আর এমন কি প্রলোভনীয় বস্তু আছে, যাহাতে পুনরায় আমার অভিলাষ জন্মিতে পারে?।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধি-শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সিন্দুবার	সিন্ধুবার	৬	১৫
বিমনা	বিমনাঃ	২৪	১০
নাই	না	৪১	২৪
অন্যান্য	অন্যাশা	৪৪	১২
লক্ষ্য	তাহা লক্ষ্য	৪৬	১০
করিতেছেন	করিলেন	৪৬	২০
ক্ষণিক	খানিক	৫৬	৩
বলিল	বলিলেন	৬৪	২৩
সমস্ত	সামন্ত	৬৬	২
অমরস্থলী	অম্বরস্থলী	৭০	৩
লেখা	খেলা	৮০	২২